

(ভগবদ্ভট্টমূলক নাট্য)

সেবক ১৭ রামচন্দ্র প্রণীত

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ-সঙ্গাধি-মন্দির  
কাঁকুড়াগাছী যোগোত্তান হুইতে সেবকগণ্ডলী কর্তৃক  
সংগীত সংযোজিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

দি ফাইন আর্ট প্রিটিং মিউজিক্‌স্,  
১৪৭ নং বারানসী ঘোষের স্ট্রিট হুইতে  
শ্রী জগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

১৩০৭ সাল

মূল্য ১/- এক টাকা মাত্র।



# নাট্যোল্লিখিত-ব্যক্তিগণ ।

## পুরুষগণ ।

নারায়ণ, নারদ, ভক্তবন্দ, ...

ঈশান গাঙ্গুলী ... শিবসুন্দরীর সম্পর্কীয় পিতৃব্য ।

হরিশ, গিরিশ, } প্রতিবাসী ভদ্রলোকগণ ।  
মতি, অক্ষয়, }

পুরোহিত, প্রতিবাসী বালকদয়, মাতাল, তস্করদয় ।

গোলক ... পুষ্কাকলের জমিদার ও  
শিবসুন্দরীর গুরুদেবপতি ।

তাপাচাঁদ ... গোলকের দাওয়ান ।

জ্ঞানবাবু, ডাক্তার, জটাবারী সাধু, উকিল, মুন্সেক, সদরওয়াল, ডিপুটি,  
ইনস্পেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট ভট্টাচার্য্য, নিশিবাবু (ব্রাহ্ম), ভিখারী, সরাসী,  
বৈরাগী, ব্রহ্মচারী, নাস্তিক, গোস্বামী, মাভাল, ঋষিগণ, নন্দগোপাল,  
ভৃত্য, চাপরাসী ।

হরনোহন ... নন্দগোপালের পিতা ।

## স্ত্রীগণ ।

লক্ষ্মী

শিবসুন্দরী ... ব্রাহ্মণ কন্যা ।

জয়মণি ... শিবসুন্দরীর মাতা ।

ভাবিনী ... ঐ ভগিনী ।

রাধানি ... গোলকের প্রথম স্ত্রী ।

সুভদ্রা ... ঐ মাতা ।

শৈলমালা ... উর্কালের স্ত্রী ।

বিধুমুখা ... ঐ ভগ্নি ।

গোলকের বিধবা পুত্রবধু, ডাক্তারের স্ত্রী, ব্রহ্মবাসিনীদের ।

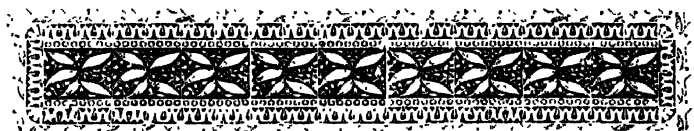
কৃষ্ণপ্রিয়া ... নন্দগোপালের মাতা ।

চন্দ্রমুখী ও বেদানা ... বেষ্টাদয় ।

দাসী ও প্রতিবাসিনীগণ ।







# লীলামৃত নটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

## গোলক ।

নারায়ণ আসান, পার্শ্বে নারদ দণ্ডায়মান ।

নারায়ণ । লীলার রীতিই এই । আমি যদি স্বয়ং প্রকট না হই, আমি যদি নামব প্রকৃতি ধারণ ক'রে আমার নিত্য ভাব প্রচার না করি, তাহ'লে অবোধ জীব কেমন করে বুঝবে ? আর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে ত নূতন নয় । যে পর্য্যন্ত লীলা বিস্তৃত করেছে, সেই পর্য্যন্ত আমি সততই ব্যস্ত । আনার রঙ্গভূমি দেখ, তথায় আমি কিরূপে রয়েছি । আবার এই দেখ নিত্যরূপ ; পুনরায় দেখ আমি লীলায় আর একরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকি ।

নারদ । ঠাকুর ! তোমার এ লীলা বোঝা ভার্য্য। তুমি নিত্য,  
তুমিই লীলা, তুমি আবার নিত্যলীলার মণ্যবর্তী অবতার। যেমন  
বল্লে, তেমনি বুঝলুম। আচ্ছা বল দেখি ঠাকুর এ তোমার কি ভাব ?  
‘মিনি সৰ্ব্বশক্তিমান, যা’র ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, তাঁর আবার  
স্বয়ং অবতীর্ণ হবার তাৎপৰ্য্য কি ! জাব শিক্ষার জগ্গে ? তুমি বখন  
মনের মন, প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, জীবের জীবন, আত্মার  
সারথী, ‘তখন এত আড়ম্বর না ক’রে জীবের মন পরিবর্তন ক’রে  
দিলেই ত নিমেষমধ্যে, এক দেশ কেন, সমস্ত জগৎ পরিবর্তিত হতে  
পারে।’ এ শক্তি কি আপনার নাট ?

নারায়ণ । নারদ ! তুমি লীলার ভাব বুঝতে পারলে না। আমি  
যদি আমার নিত্য শক্তি বিকাশ ক’রে লীলার কাষ্য করি, তা হ’লে  
‘লীলা খেলা ত হয় না। বালকেরা যেমন আপনাপন চক্ষু বস্ত্রাবৃত  
ক’রে অন্ধের ক্রীড়া করে, আমার লীলা খেলাও সেই প্রকার।

নারদ । আমি পূর্বেই বলেছি তোমার লীলা আমি কি বুঝবো,  
যা আমার বলবে তাই আমি বলবো। সে যা হোক ঠাকুর, আমার  
আর একটি প্রশ্ন আছে। এবার কি ভাবে অবতীর্ণ হবে, যদি ভূত্যা  
জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে যেমন সকল কথা বলে থাক, তেমনি বল, তা হ’লে  
আমার উৎসুক মন শান্তি লাভ করে।

নারায়ণ । গোবিন্দ অন্তরে আমি তিন রূপে জীবের শিক্ষা  
বিধান করেছি। অদ্বৈত রূপে আমি দেখিয়েছি, যে জীবের যে পর্য্যন্ত  
অদ্বৈত অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয় জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার  
নিত্য ভাব বুঝতে কখন সমর্থ হয় না। চৈতন্য নাম ধারণ ক’রে জীবের  
সাধনের দ্বিতীয়াবস্থা প্রদর্শন করানোম। যা’র অদ্বৈত জ্ঞান, যে আমার  
সর্ব্বত্রে এক জ্ঞান বরে, যে অতি সূক্ষ্মসূক্ষ্ম কীট পতঙ্গাদি হ’তে

ষাবতীর জীব, জহু, বৃক্ষ, লতা, শুণ্ডা, জল, মৃত্তিকা, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রত্যেক পদার্থ আমার এক ভাব বলিয়া দেখে, তখনি তার চৈতন্যোদয় হয়ে থাকে । তখনি সেই জীবের ভাব ঘোর বিদূরিত, মহামায়ী অন্তদ্বান, অস্ব-তত্ত্ব উপলব্ধি হ'য়ে থাকে । যে মারাতীত, যার জদয়ে চৈতন্য, সপ্রকাশ, সে সর্ব্বত্রই চৈতন্যময় দর্শন করে । সে তখন জগে দেখে যে চৈতন্য, স্থলে দেখে সেই চৈতন্য, অনলে দেখে যে চৈতন্য, অনিলে দেখে সেই চৈতন্য, আকাশে দেখে যে চৈতন্য, সকাশ প্রাণেতে দেখে সেই চৈতন্য, স্থলে দেখে যে চৈতন্য, স্বক্ষেতে দেখে সেই চৈতন্য, আপনাতে দেখে যে চৈতন্য, বাহ্য জগতে ভড় চেকুন সকলেই দেখে, সেই চৈতন্য, তার এইরূপ সর্ব্বত্রই সর্ব্বস্থানেই চৈতন্য ক্ষুদ্র পায়, সুতরাং সে তখন নিত্য বস্তু নাহে সদাই নিত্যানন্দ ভাবে অবস্থিতি করে । নিত্যানন্দ রূপে তাই আমি নিত্য-আনন্দের হাট বাজার স্থাপন করে এসেছি ।

নারদ । ঠাকুর ! তোমার কথা তুমিই জান ; আমি মূঢ়, কি ক'রে সে কথা আমার বুদ্ধি ধারণ কতে সক্ষম হবে । ঠাকুর ! গৌরানন্দীলায় জাব শিক্ষার জন্ত এই ভাব দেখিয়েচেন, তা আমি জানতুম না । আমরা কখন এ কথা স্বপ্নেও চিন্তা করিনি । এল ঠাকুর বল, তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ বিচলিত হ'চ্ছে, না জানি আরও কি অদ্ভুত কথা শ্রবণ করবো !

নারায়ণ । কিছু দেখ নারদ ! এখন জীবগণ আমার সেই ভাব বিকৃত করেছে । আমার প্রকৃত ভাব পরিদগ্ধন ক'রে যার মনে যা আসচে সে তাই প্রচার কচ্ছে । দেখ অগণন দলের সৃষ্টি হ'চ্ছে । যখন পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্ম নিম্নর উপস্থিত হয়, যখন প্রকৃত ধর্ম্ম অতিক্রম ক'রে বেচ্ছাচারী ধর্ম্মের প্রবাহ সঞ্চালিত হয়, তখন সুতরাং পরম্পর

মহা কলহ উপস্থিত হ'য়ে বিয়ম প্রমাদ সংঘটিত হয়ে থাকে। সেই সময় সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারোর বশবর্তী থাকে না। এমন সময় সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কৰ্ত্তব্য। সে সামঞ্জস্য রক্ষা করা জীবের কৰ্ম নয়, তাদের শক্তিতে সম্মুখীন হয় না, স্তব্ধতাং স্বয়ং আমাকেই গমন কর্তে হয়।

নারদ। এ প্রকার অবতারকে কি পূর্ণ না অংশ বলে ?

নারায়ণ। অবতার পূর্ণ—অংশ, কলা, বলে যে কথা শ্রবণ করে থাক, সে একল মনুষ্যদিগের মনুষ্যোচিত কথা মাত্র।

নারদ। সে কি কথা ঠাকুর! তোমার কৃষ্ণ অবতারকেই পূর্ণ বলে আর অশ্রুত অবতার ত অংশাবতার।

নারায়ণ। নারদ! আমি নানাবিধ ভাবে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকি। আমার ভাব অনন্ত এবং অসীম। ভাব অনন্ত হোক আর অসীম হোক কিন্তু প্রত্যেক ভাব স্ব স্ব প্রধান। যেমন শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এই পঞ্চবিধ ভাবের মধ্যে সকলেই স্বতন্ত্র। সকলেরই কার্য স্বতন্ত্র। যখন শান্ত ভাবের কার্য করি তখন সেই ভাবে পূর্ণ সখ্য ভাবের কার্য কালীন তাকেই পূর্ণ জান্ধে। আমি যখন যে যে অবতার হইতে তখন এক এক ভাব প্রকটিত ক'রে এসেছি, সেই জন্ত সেই সেই অবতারকে অংশ বলে। কৃষ্ণ অবতারে এই পঞ্চ ভাব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে ক্রোড়া করেছি। জীবগণ সেই জন্ত কৃষ্ণ অবতারকে পূর্ণ বলে। কোন অবতারেই আমি আমার অনন্ত ভাবে প্রকাশ হইনি।

নারদ। কৃষ্ণাবতারে কিরূপে পঞ্চ ভাবে বিহার করেচ, শ্রবণ করবার জন্ত বিশেষ বাসনা হচে।

নারায়ণ। দেখ, এক দিকে নন্দ যশোদার পূর্ণ বাৎসল্য। এমন বাৎসল্য ভাবের দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নাই। আমি যশোদাকে আমার

স্বরূপ কতবার দেখিয়েচি, তার সম্মুখে কত অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেচি কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গিরিধারণ ক'রে অদ্বীত অমামুখী কার্য করোঁচি, মুখ ব্যাদান ক'রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালেম, কিন্তু কিছুতেই বাৎসল্যের—প্রকৃত বিমল বাৎসল্যের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। আর এক দিকে সখ্য ভাবের চরম অভিনয় করেচি, রাখাল বাগকেরা ব্রজবিহারের বিবিধ বিচিত্র বিন্দুরজনক কার্য দর্শন ক'রে এক মুহূর্তের জগ্গেও তাদের ভাবান্তর হয় নি। তারা পুতুনা বধ দেখেচে, অকালুর বকাসুরের নিধন দেখেচে, কাণাণ্ডক কালকূটধর কালায়ের দর্পচূর্ণ ক'রে মৃত রাখালদিগের জীবন দান কর্তে দেখেচে। নিবিড় বান দাণ্ডায় দাহনে রাখালদিগের বিপদ হ'তে উদ্ধার কল্পাও আমায় জান্তো, কাননে গোপাল সহ যখন বিচরণ করেচি, তখন দেবদেবীরা আমায় সচন্দন তুলসী পত্র সহযোগে কত বেদ-মন্ত্রাদি দ্বারা স্তব স্তুতি ক'র্ত, ত্যও তারা দেখেচে, কিন্তু এক দিনও “আমাদের ভাই কানাই” বলতে মনে সঙ্কচিত হয় নি। যখন তারা বনভ্রমণ কালীন ফলমূল সংগ্রহ ক'র্ত, অগ্রে আপনারা ভক্ষণ ক'রেন্ধে ফলটা সুস্বাদু কিম্বা মিষ্ট হ'ত, সেইটা আমার জগ্গে রক্ষা কর্তো। আর যে গুলি তিক্ত কবার কিম্বা অম্লযুক্ত হ'তো তারা আপনারা ভক্ষণ কর্তো। নারদ! দেখ দেখি কি সখ্য ভাবের মহিমা! কৈ এক দিনও তাদের মনে আমার শক্তি দেখে সখ্য ভাবের বিপর্যয় হয় নি। কৈ এক দিনও ঈশ্বর ব'লে শাস্ত ভাবের উদয় হয় নি, কৈ এক দিনও উচ্ছিষ্ট কল মূল প্রদান কর্তে সন্দেহান হয় নি। আবার শ্রবণ কর গোপিকাদিগের মধুর ভাব। মধুর মধুর ভাব যেমন বৃন্দাবনে প্রকাশিত হয়েছে জগতে এমন আর হয় নি। গোপিকারা আপনাপন গৃহ পরিত্যাগ ক'রে, পতি, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, সোকলজ্জা একেবারে বাম পদে দলিত ক'রে আমাতে আত্ম

সমর্পণ করেছিল। প্রাতঃকাল নাই, প্রাহ্ন নাই, অপরাহ্ন নাই, প্রদোষ নাই, রজুনি নাই বখনই বংশীনিবাদ সঙ্কেত করেচি 'অমনি আমার নিকট উপস্থিত হতো। মধুরের এই ভাব। যার কারও প্রতি মধুর ভাব উপস্থিত হয় তার সকল ভাবই তাতে পর্যাবসান হ'য়ে থাকে। সে কখন শান্ত, কখন দাশ্র, কখন বাৎসল্য, কখন সখ্য, এবং কখন বা মধুর ভাবে বিহার করে।

নারদ। সে কি প্রকার ঠাকুর! অন্যান্য ভাবে ত' সেরূপ হয় না। তবে কি মধুরই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ?

নারায়ণ। মধুর ভাব সকল ভাবের চরম। শান্ত দাস্তাদি সকল ভাব সন্তোষ না কলে মধুর ভাব হয় না; স্ততরাং বখন মধুর ভাব উপস্থিত হয় তখন তার সকল ভাবেই অধিকার জন্মে। মধুর ভাব 'শ্রেষ্ঠ' বটে কিন্তু অন্যান্য ভাবের শেষাবস্থাকেও সেই ভাবের মধুর বলে। এই জন্য মধুর মধুর ভাব বলেচি।

নারদ। বিষম গোলযোগ উপস্থিত কলে ঠাকুর! গোপিকাদের মধুর ভাবে শান্ত দাস্ত এল কেমন করে? আর বাৎসল্যই বা মধুরে কিরূপে সম্ভব? আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনি।

নারায়ণ। কঠিন বোধ হ'লো কিসে হে?

নারদ। ঠাকুর! তুমি গোপিকাদের মধুর ভাব বলে, মধুর জী পুরুষের ভাবকে বলে—এই না?

নারায়ণ। তা বলেণ।

নারদ। তাই যদি হয়, তবে পিতামাতার বাৎসল্য ভাব মধুরে কি প্রকারে সম্ভব হ'লো? আর সকল ভাবের চরমাবস্থাকে মধুর বলে তাও আমি বুঝতে অক্ষম। একথা ত কখন শুনি নি।

নারায়ণ। যে আদি পঞ্চ ভাব বলেচি, তাদের প্রত্যেকের পঞ্চা-

## লীলামৃত নাটক ।

বস্থা আছে। শাস্ত ভাবের - শাস্ত, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা রয়েছে। এই প্রকার অজ্ঞাত ভাবেও এই প্রকার জানবে।

নারদ। আমার আরও পরিষ্কার করে বলে দাও।

নারায়ণ। শাস্ত ভাবের প্রথমাবস্থাকে শাস্তের শাস্ত বলে। এই অবস্থার এক প্রকার ধার ভাবের আভাস মাত্র মনে প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন বালকের পিতার প্রতি প্রথম ভাব। বালক তখন তার পিতাকে তাঁড়নকর্তা বলে বুঝে থাকে। পিতা পালনকর্তা, তাঁর সেবা এবং আজ্ঞা পালন করা উচিত। এই জ্ঞান যখন সঞ্চারিত হয় তখন তাকে শাস্তের দাস্ত বলে। পিতাপুত্রে যখন কোন বিষয়ের পরামর্শ করে থাকে তখন সেই ভাবে শাস্তের সখা বলা যায়। পিতার বাক্যকো পুল্ল যখন প্রতিপালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে তখন শাস্তের বাৎসল্য ভাব। যার বস্ত্রে লালিত পালিত, যার প্রয়াসে বিস্তোপাঙ্জন, যার দৃষ্টান্তে সুনীতি শিক্ষা, যার উপদেশে জীবন গঠিত তিনিই পরমশুরু ইত্যাকার ভাবের শেষ সীমায় উপস্থিত হ'লে হৃদয়ে পিতার প্রতি যে এক প্রকার প্রেমের সঞ্চার হয়, সেই অবস্থাকে, নারদ! শাস্তের মধুর ভাব বলে।

নারদ। মধুর ভাবে পঞ্চ ভাব কোথায় ?

নারায়ণ। মধুরে পঞ্চ ভাব বিমিশ্রিত। এমন ভাব আর নাই। স্ত্রীজাতির পতিকেই জীবনের নেতা, হৃদয়ের ঈশ্বর, সুখ দুঃখের কারণ, বিগদের অবলম্বন, রমণীর এক মাত্র আশ্রয় জ্ঞান করে যে ভাব লাভ করে তাকে মধুর শাস্ত বলে। পতিকে যখন পতি বলে জ্ঞান হয় তখন দাস্ত ভাবের কার্য হয়। যখন কোন বিষয় লয়ে পরামর্শ করে সেই সময় সখা ভাবের দৃষ্টান্ত। স্বামীর ভোজন কালীন



জী যে ভাবে অহার করায় তাকে বাৎসল্য এবং আদি রসপানকে মধুর মধুর বলা যায় ।

নারদ । আদি রসপানকেই মধুর বলে ?

নারায়ণ । আদি রস বলে সাধারণে যে ভাব গ্রহণ করে তা নয় , বিগুপ্ত প্রেমানন্দই মধুর ভাব ।

নারদ । তার পর ঠাকুর ?

নারায়ণ । অত্যাচ্ছ ভাবের প্রথম হ'তে পূর্ণ পুষ্টিকাল পর্যাস্ত পঞ্চ বিধ ভাব বিকশিত হ'তে দেখা যায় ।

নারদ । ধৃষ্ণু হলেম ঠাকুর, কৃতার্থ হলেম । তোমার মূখ বিনিস্তত রসামৃত পান ক'রে রসোন্মত্ত হলেম । এখন বল গোপিকারা পতি পরিত্যাগ ক'রে তোমার নিকট আগমন কর্তে, তাতে কি তাদের বাস্তব চার দোষ সংস্পর্শিত হয়েছে ? বিশেষতঃ গোপিকাদের প্রধান শ্রীমতীকে এ কথা বলা যেতে পারে কি না ?

নারায়ণ । জীবগণ যে পঞ্চ ভাবে সংসার গতি ক'রে অবস্থিতি করে, সে কেবল শিক্ষার স্থল । যেমন আমার লীলা দেখে, লীলা বুঝে, আমার নিত্য জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়, তেমন সংসারে পঞ্চভাবের তাৎপর্য বোধ হলে সেই ভাব আমার প্রয়োগ ক'রে জীবগণের জীবনমুক্ত-ভুক্ত হয়ে কালান্তিপাত করাই একমাত্র কর্তব্য । নারদ ! শিক্ষার স্থান ত আর নাই । এই জন্তে সংসার আশ্রমের মর্যাদা অদিক দেখা-বার জন্তে--কৃষ্ণাবতারে ব্রজ এবং মথুরার লীলা করেছিলেন ।

নারদ । তবে কি ঠাকুর ! সংসারই ত্রৈষ্ঠ হ'ল ? সাধন ভক্তনের স্থান কি জীপুত্রাদি ?

নারায়ণ । তা সত্য ।

নারদ । বিবেক বৈরাগ্যের কথা কেন শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে ?

কেনইবা ঋষিরা সংসার পরিত্যাগ ক'রে অত ক্লেশ পান? এর কি কিছুই অর্থ নাই?

নারায়ণ । অর্থ আছে । যারা ভাব শিক্ষা ক'রে, যারা আমার সেবা-সেবক ভাবে চায়, তাদের প্রথম শিক্ষা সংসার, তার কোন ভুল নাই । কিন্তু সেই সাংসারিক ভাব চরম ভাব নয় । শাস্ত্র ভাব শিক্ষার স্থল পিতা মাতা ও অগ্র্য গুরুজন সত্য, কিন্তু সেই ভাব চিরকাল তাদের প্রতি রক্ষা করা কর্তব্য নহে । পিতা মাতা জড় পদার্থ-সম্মত, এই আছে পরীক্ষণে আর নাই, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ও সেই প্রকার । কারণ জড় প্রভু নিত্য নয়, জড় সন্তান নিত্য নয়, জড় বন্ধু নিত্য নয়, তেমনি জড় পতিও নিত্য নয় । সংসারে অর্থস্থিতি ক'রে জীব বধন ভাবের মাধুর্যা উপলব্ধি করে, তখন স্বভাবতই সেই ভাব পরিত্যাগ ক'রে অশরীর হয়, এই জন্ত সকলে বিরোগ-শোক প্রভৃতি অনুভব করে থাকে । পিতার মৃত্যুতে শাস্ত্র ভাব বিচ্ছিন্ন হয়, সন্তানের লোকান্তরে বাৎসল্য, ভাষা ভগ্না গতাস্ত্র হ'লে সখ্যা, এবং স্ত্রীর পরলোক যাত্রাতে মধুর ভাব একুকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাই জীবগণ এত কাতর হয়ে থাকে । তুমি বিবেক বৈরাগ্যের কথা বা উল্লেখ ক'রিলে তার আবশ্যকতা আছে । এই বিবেক বৈরাগ্যের দ্বারা আমাতে সেই ভাব প্রদান কর্তে সমর্থ হয় । তখন তারা দেখে যে, এমন ভাব জড় পদার্থে আপদ রাখা কর্তব্য নয় । পিতামাতা বা অগ্র্য গুরুজনের প্রতি শাস্ত্র ভাব প্রদর্শন করা শাস্ত্রের চরম নয়, দাস্ত্র, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুরের ও সেই ভাব । যেমন জড় প্রভু নিত্য প্রভু নয়, জড় সন্তান নিত্য সন্তান নয়, জড় বন্ধু নিত্য বন্ধু নয়, তেমনি জড় পতিও নিত্য পতি নয় । জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হ'লে কামিনীরা দেখে, যে পতিকে জীবন মরণের এক মাত্র আশ্রয় জানলেম, সেত দুই দিনে লোকান্তর প্রাপ্ত হ'লো,

তবে এমন বিস্তৃত পতি ভাব কোথায় নিষ্ক্ষেপ কর্ণো? পতির পতি যিনি, যিনি জগৎপতি, তাঁকেই পতিত্বে বরণ করি। সে পতি অক্ষয়, অমর, অজর সূত্রাং তাঁর সহিত পতি ভাব অবিস্ফেদে সম্ভোগ হবে। এই শিক্ষার জন্ত গোপিকাদিগের ভাব দ্বারা জগতে আমার বিমল মধুর ভাব প্রকাশ করেছি। শ্রীমতী যে জড় পতি পরিত্যাগ করেছে, তার এই তাৎপর্য্য নারদ। জীবের কর্তব্য শিক্ষার জন্ত আমার সেই লীলা। একটি জড়পতি পরিত্যাগ করে অপর জড় পতির অন্তঃগমনকে বাস্তবতার দোষ বলে, কিন্তু জড় পতির পরিবর্তে নিত্য পতির অন্তঃগামিনী হওয়াই নারীজীবনের শেষ কার্য্য।

নারদ। তার পর ঠাকুর! তোমার শাস্ত্র, দাস্ত্র ভাবের পরিচয় দাও।

নারায়ণ। নন্দের পাঠকা বহন, গোপালবেশে গোপাল রক্ষা, গো দোহনাদি দাস্যের কার্য্য। বস্তুদেহের প্রতি শাস্ত্র ভাব। যখন কংশ নিধনাস্ত্রে মথুরার রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'রে রাজ চক্রবর্তী হই, তখন প্রজাদের আমি বাৎসল্য ভাবে প্রতিপালন করেছি, এই জন্ত কৃষ্ণলীলার আমার পূর্ণাবতার বলে। দেখ এই লীলায় সকল ভাবের পূর্ণ ক্রীড়া করেছি। আবার জড় চেতন সামঞ্জস্য করে নীতা প্রকটিত করেছি। অত্যাগ্ন অবতারে আবশ্যকমতে কেবল ভাব বিশেষের অভিনয় হয়েছে।

নারদ। কৃষ্ণলীলার পূর্ণযোগ ভাব প্রকাশ ক'রে গৌরান্ন অবতারে একপক্ষীয় কঠোর সন্ন্যাস দেখালেন কেন?

নারায়ণ। বলেছি, আংশিকমতে আমি অবতীর্ণ হই। যে দেশে যে প্রকার প্রয়োজন সে দেশে সেই অভাব মোচন করতে আমি সেইরূপে জন্ম গ্রহণ করে থাকি। আমার অবতরণ কালে আমি স্বয়ং যে সকল কার্য্য ক'রে লোকের শিক্ষা বিধান করি, তখন তারা তা বুঝতে পারে

এবং তদনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে । কিন্তু আমার মহিমা অতিশয় কুটিল, অতি গম্ভীর : জীবের বুদ্ধির অতীত । তারা কিয়দ্বিবেসের মধ্যেই ভাবান্তর উপস্থিত ক'রে মহা সংশয়াবস্থায় পতিত হয় । তখন ধর্মের বিপর্যয় সংঘটিত হয়, লোকে অধ্যয়্যচরণে সর্বদা আনন্দিত হয়ে থাকে । এমন সময়ে আমার আগমন নিতান্ত আবশ্যক, তাই সময় এবং অবস্থা বিশেষে ধর্মের স্রোত প্রবাহিত ক'রে থাকি, কৃষ্ণলীলার—যোগ ভোগ এবং সংসারে থেকে কেমন করে দম্ব সাধন কর্তে হয় শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু জীব সংসারের আকর্ষণে বিমোহিত হ'য়ে আমার বিস্মৃত হ'ল—সুতরাং আমি গৌরান্দ্রলীলার কঠোর সন্ন্যাস ভাব প্রচার করে ছিলাম । কেবল তা নয় । কৃষ্ণাবতারে জীবের চরনাবস্থার কি হয় তাও দেখিয়েছি । যে আমার যে ভাবে অর্চনা বা সম্ভোগ কর্তে চায় আমি সেই ভাবে তার নিকট প্রকাশ হই । এই জন্য, নরিন্দ ! আমি পঞ্চতাবের পূর্ণক্রিয়া করি ; কিন্তু সাধনের প্রণালী কিছুই দেখাই নাট, উল্লেখ করেছিলাম মাত্র । জীবের পক্ষে তা কঠিন বোধ হ'লো । গৌরান্দ্র রূপে তাই সাধনের প্রণালী প্রচলিত করি । গৌরান্দ্রলীলার দেশ কাল পাত্র বিবেচনার যা অব্যক্ত রেখেছি, এবার তাই প্রকাশ করো ।

নারদ । ঠাকুর গো ! তাই তোমায় ভক্তেরা ভক্তবাক্যাকল্পতর বলে । বল ঠাকুর ! কি শিক্ষা দেবে ? আহা ! ধন্য মানবকুল, ধন্য জীব ! ভগবানের লীলা সম্ভোগের তোরাই পাত্র । তোরাই লীলা পায়ূস পান করে মশরীয়ে নিত্যরসময়ের রসিকরূপ দর্শন ক'রে আনন্দ সাগরে সাঁতার দিবি । ধন্য তোরা, আমি তোদের শত ধন্যবাদ দিই ।

নারায়ণ । তোমায় বলেছি যে গৌরান্দ্রলীলার অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, এই তিন রূপে তিন ভাব স্বতন্ত্র ক'রে অভিনয় করেছি,

দ্বীব তা জানে। এবার দেখাব যে আমিই সেই তিনের সমষ্টি। আমিই অদ্বৈত, আমিই চৈতন্য, আমিই নিত্যানন্দ। আমারই তিন ভাব একাধারে প্রকাশিত হবে। আর দেখাব, নারদ! যে আমিই এক, আমার অনন্ত ভাব, অনন্ত নাম।

নারদ। এই যে পঞ্চ ভাব বললে? আগের এখন অনন্ত ভাব বলচো! তোমার এত মিথ্যা কথা কেন?

নারায়ণ। মিথ্যা নয়। প্রেমিকের পঞ্চভাব, সে স্বতন্ত্র শ্রেণী নারদ! তত্ত্বিৎ ঐশ্বর্য ভক্তের স্বতন্ত্র ভাব। তারা আনার অতি মহান, অতিদূর, অনন্ত, অদ্বীম ইত্যাকার ভাবনাক'রে থাকে। কেউ ব্রহ্মের পত্র দেখে আমার মহিমার, কেউ বা ঐশ্বর্য-শক্তির গৌরব ক'রে আনন্দিত হয়, তারা আনার চায় না। কেউ চন্দ্র, কেউ তারা, কেউ জড় পদার্থ, কেউ জড় শক্তিতেই অনন্ত ভাব উপলব্ধি করে নিরন্তর হচ্চে। যার যে ভাবই হোক সেই ভাব আমার, আর কারোর নয়, এই কথা আমি কুমলীলায় বলেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কার্যো তা প্রদর্শিত হয় নি। এখন সময় উপস্থিত। একের অনন্ত ভাব, একথা সকলে ধারণা কর্তে সমর্থ হবে। দেখ নারদ! আমি জগৎ সৃষ্টি কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত নানা দেশে নানা রূপে নানা ভাবে অবতীর্ণ হয়েছি। সেই সকল অবতার কাহিনী শাস্ত্র বাক্য বলে প্রচার রয়েছে। যতবার অবতার হয়েছি, ততবারই নূতন নূতন ভাব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমিই এক, সকল ভাবই আমার, তা আমি উল্লেখ করেছি সত্য, কিন্তু কার্য করে দেখাই নি। সেইজন্য দেখ প্রত্যেক ভাবের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এবার সেই সম্প্রদায় সকল চূর্ণ করো। ভাব চূর্ণ কর না। কেবল দেব ভাব যাতে আর কারোর মনে স্থান না পায় তাই আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায় জানবে। আর এক কথা। গৌরঙ্গ রূপে আমার

নামের মহিমা প্রচার করেছি। কিন্তু কেবল নাম বিশেষ—হরিনামের উল্লেখ করেছি। তা নয় আমার কেবল একটি নাম নয়, হরি ও আমি, কাশী ও আমি, দুর্গা ও আমি, রাম ও আমি, যখন স্নেহ প্রভৃতি প্রত্যেকের উপাস্য দেবতাও আমি। দেখাব, যে আমার, আমার প্রাত মন অঙ্গণে করে যে নামে তার অভিলাষ ডাকবে, সেই নামেই তার অভিষ্ট সিদ্ধি হবে। আমি স্বয়ং সাধন করে তাই প্রচার করবো।

( নেপথ্যে হরিশ্রবণ )

নারদ। কি এ ? এ আনন্দধ্বনি কে করে ? দেবতারা ? তারা কি অন্তরীক্ষে আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করছিলেন ?

নারায়ণ। আমার ভক্তবৃন্দ, দেবতা নয়। ওরা আমার লীলার অভিনেতা, লীলাই ওদের ভাল লাগে। গোলক বাস কঠে নিত্যস্থ অসমুত।

( লক্ষ্মীর প্রবেশ । )

লক্ষ্মী। ভগবান ! আবার হরিশ্রবণ কেন ? আবার হরিবোল—হরিবোল মনে হ'লে, আমার নদীয়া স্রবণ হয়। আবার কি নদীয়া ? আবার গোরাক্ষরূপ ! না প্রভু, সেরূপ তোমায় সাজেনা। আমি তোমার নবান নারদ শ্রাম রূপ বড ভাল বাসি।

( নেপথ্যে উচ্চ হরিশ্রবণ )

আবার কি ? এত উৎসাহ পূর্ণ কোলাহল কেন ?

( নেপথ্যে—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। একাধারে অষ্টৈত, গোরাক্ষ, নিত্যানন্দ—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। )

একাধারে অষ্টৈত, গোরাক্ষ, নিত্যানন্দ ! এর অর্থ কি ? তবে কি প্রভু পুনরায় অবতীর্ণ হবেন ?

নারদ । হাঁ মা, প্রভুকে তাই বলছিলাম যে, তুমি লীলা ভালবাস, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর । মাকে এবার আর ক্রেশ দিওনা, রাম অবতारे চক্ষের জলে ধরণী ভাঙ্গালেন, ক্রমঃ ক্রমে হুংখের অবনি রাখলেন না, গৌরাঙ্গ অবতारे নন্দীন তপসী সেজে তোমার তপস্বিনী সাজালেন । আবার এগারে দে কি কর্কশেন তা ঠিকই মনে আছে ।

নারায়ণ । নারদ তুমি পুরাতন কথা উল্লেখ কচ্ছ কেন ? আমি ত লক্ষ্মীকে আমার সমভিগ্যাহারে দেখে অকরোধ করি নি ।

লক্ষ্মী । যা ভেবেছি তাই ! আমার অবতার ! এত অল্পদিনের মধ্যে অকর্তৃণ হবেন ? চাবশত বৎসর হ'ল, নদারায় লীলা বিস্তার করেছেন । সে ভাব এখনও সকলের মধ্যে স্তরে স্তরে দেদীপমান রয়েছে । আবার এত লীঘ কেন ?

(নেপথ্যে) — তাই তোমার ভক্তেরা মা বলেনা, প্রভু আমার জীবের হুংখে সত্যত হুংখিত—

( ভক্তদিগের প্রবেশ । )

ভক্ত । কিসে জীব ভববন্ধন বিচ্ছিন্ন ক'রে, বিমুক্ত হরি-প্রেমে বিগলিত হ'য়ে লীলার সৌন্দর্য্য সন্তোষ কর্কে ; কিসে জীব জীবতাব বিমুক্ত হ'য়ে সনাতন মূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শন, প্রেমালিঙ্গন, প্রেম সম্ভাষণ ক'রে জন্ম সার্থক কর্কে, সেই চিন্তায় প্রভু আমার সত্যত চিত্তিত, আর আপনি তার প্রতিবাদিনী হচ্ছেন ?

লক্ষ্মী । না বৎস ! তা নয় । প্রভুর ভক্ত তোমরা, আমার সম্তান । তোমাদের জন্য বাছা, আমি সুরুষণ ছায়ার ন্যায় বেড়াই । কোথায় কে অনাহারে, কোথায় কে অনাবৃতাবস্থায়, কোথায় কে গিরিশুহার, কোথায় কে জলমধ্যে, কোথায় কে নিবিড় অরণ্যে, বাছা ।

সেই প্রভুর আদেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে হয় । জীবের পরিত্রাণের জন্য আমি বিক্রদ্ধা ? তা কখন মনে করোনা । তবে যে প্রভুর অবতরণ কথা শুনে আমি বলেছিলুম, তার কারণ আছে । যখন বাছা, সেই নবদ্বীপে নবান ঘোষণাবরের রূপ মনে হয়, যখন বাছা, দণ্ড কমণ্ডলু-পাণি গৌরমূর্ত্তি আমার জদরে সমুদিত হয়, তখন আমার প্রাণ কেঁদে উঠে । সেই বিরহ বিবাদ একেবারে উগলিয়া আমার উন্মাদিনী ক'রে ফেলে । যখন শুনেছিলুম যে, প্রভু আমায়, আমার নামোচ্চারণ করে চৈতন্য বিহীন হন, তখন কেউ নাকটে না থাকলে কঠিন কণ্টকাকাণ্ড স্থানে নিপতিত হয়ে উঃ সে কথা স্মরণ হলে জদরাদর্পিত হয় । আবার একদিন শুনেলুম নাকি সমুদ্রে নিমগ্ন—চায়রে ! কেমন করে এ সকল আমি আমার সহ্য করে ।

নারায়ণ । কেন দোষি ! তুমি ত বন্দ্যাপুত্রের ন্যায় আমার কলেবর সংরক্ষিত করেছিলে । তবে বল যে তাতে তোমারই অঙ্গে অত্যন্ত বেদনা হয়েছিল । তাই এবার অসম্মত হ'চ্ছ ।

লক্ষ্মী । না প্রভু ! গৌররূপে আমার ভাব কান্তি অঙ্গে মেখে আমারই যশোকাঁতি বিস্তার করেছে । তাতে আমার কি ছিল ঠাকুর আমি—যে আমি বিষ্ণুপ্রিয় সেই আশির কথা বলছি ।

নারায়ণ । এবারে তোমায় সে ছুঃখ ভোগ কর্তে হবে না । আমি সত্যই বলছি ।

নারদ । তবে কি ঠাকুর ! এবার নূতন রকমের ছুঃখের সৃষ্টি করবে ? আমার ত তাই অন্তর্যমান হ'চ্ছে । যতবার অবতারণা হয়েচ, মাকে ততবার নূতন নূতন ছুঃখ দিয়েচ ।

নারায়ণ । তার বিলম্বে প্রয়োজন নাই । চল আমরা সকলে, নারদ ! তুমিও চল, লক্ষ্মী তুমিও চল, ভক্‌গণ তোমরাও চল, চল আমরা



পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। জীবের উৎপাদন আর সহ হয় না। চেয়ে দেখ  
কি দুর্গতি হয়েছে। \* প্রাণ বিহনে যেমন মৃতদেহের অবস্থা হয়, প্রাণের  
প্রাণ ধর্ম বিহনে জীবিতদিগের অবস্থা তেমনি দেখায়। সকলে নাস্তিক,  
সকলেই অবিশ্বাসী। বার ধর্ম বাজন কচ্ছে তারাও নাস্তিক, প্রতারণক,  
অবিশ্বাসী। পৃথিবী—শ্মশান, মরুভূমি। আর সহ হয় না। মন' প্রাণ  
বিচলিত, জীবের দুর্গতি ! জীবের দুঃবস্থা ! আর ঈশ্বর হতে পাচ্চিনি।

নারদ । ধন্য কলিকাল ! ধন্য জীবগণ ! বার বার বলি ধন্য তোরা  
ধন্য প্রভুর ভক্তগণ ! ধন্য প্রভুর দাস ! প্রভু ! এইবার তোমার বাক্য  
মিথ্যা হ'লো।

নারায়ণ । তুমি আমার এত মিথ্যা কথা কোথায় পেলে ?

নারদ । ঠাকুর ! শাস্ত্রে কি লিখেচ ? কেন শাসনের সৃষ্টি করেচ ?  
কেন ধর্ম্মীহীনতার এত আড়ম্বর করে দিয়েচ ? তুমিই না কলিকালে  
এক চতুর্থাংশ পুণ্য রেখেছিলে-? মত্যা, ত্রেতা, দ্বাপরে—যে যুগ সকল  
ধর্ম্মের সময় বলে কথিত, তখনকার জীবেরা কত ক্লেশ, কত যোগ, কত  
ধ্যান, কত আসন, কত প্রাণায়াম, কত ত্যাগ স্বীকার ক'রে, অরণ্যে  
সহস্র সহস্র বর্ষ তোমায় চিন্তা করেও ত দর্শন প্রাপ্ত হয় নাট—সেও ত  
ঠাকুর তোমার আজ্ঞা। আর কলিকালে পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা। ধর্ম্ম  
নাট, কর্ম্ম নাট, বিবেক নাট, নৈরাগ্য নাট, এমন সময়ে তুমি উপর্যুপরি  
অবতীর্ণ হ'লে তোদের সম্মুখে উপস্থিত হ'চ্চ। জগাই মাধাইয়ের কথা  
আমার আজ্ঞা ও স্মরণ আছে। তোমাকে কত গ্লোকে ধ্যানে প্রাপ্ত হলোনা,  
যোগে দর্শন পেলোনা, সেই শ্রীহরি গোলকবিহারী পাণ্ডুর ঘরে ঘরে,  
অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত, পিশাচবৎ ব্যক্তিদিগের দ্বারে দ্বারে। যে তোমায়  
জানবার জন্য লালসিত, যে তোমার জন্য অনশনে, উৎপাদে, হেটমুণ্ডে,  
লজ্জিতপা ক'রে কোথায় হরি, কোথায় বংশীধারী বলে আর্তনাদ ক'রে,

সে কণা তোমার শ্রবণগোচর হয় না। আর যারা তোমার বিজ্ঞপ, অবজ্ঞা, হতাদর করে, তাদের নিকটে, সম্মুখে, মধ্যো, যারা তোমার নানাবিধ চৰ্চা, চূষা, লেহু, পেয় আহারীয় পদার্থ আয়োজন ক'রে ভক্তি সহকারে আহ্বান কচ্ছে, সেখানে এমন কি তোমার একটি ভক্তেরও গতিবিধি হয় না। আর যারা মহাকৃপণ, তোমার নামে আপাদ মস্তক জলে উঠে, তাদের বাটীতে স্বইচ্ছায় ভিক্ষা ক'রে—তারা দেবে না তথাপি কিঞ্চিৎ ভক্ষণ না করে উঠবে না; এ কি প্রভু! এ কি লীলা তোমার? তাই বলি ধন্য কলিকাল! ধন্য জীবগণ! যে নারায়ণের দর্শন দেবদুর্লভ, যিনি সাধনের ধন, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু হত্যাশন যাব দর্শনে সত্যত ব্যক্তি, যার জন্য শিব শ্মশানবাসী, সেই হরি জীবের ঘরে ঘরে, তাই বলি ধন্য জীবগণ! একবার নয়—উপর্যুপরি তাই বলি ধন্য জীবগণ!

নারায়ণ। নারদ! দেখ পৃথিবীতে কিসের জন্য কি প্রয়োজন। অন্ধকারের জন্য আলোক, আলোকের জন্য আলোক নয়। উত্তাপের জন্য শৈত্য, নির্ধনীর জন্য ধন, ব্যাধির জন্য ঔষধ, সেই প্রকার পাপীর জন্য ধর্ম। ধর্মের জন্য ধর্ম কি প্রয়োজন? যে পার্থক্য, সেত আমার ছায়ায় উপবেশন ক'রে শান্তিলাভ করেছে। তার আর আবশ্যক কি? ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণায় প্রপীড়িত ব্যক্তিকে, অন্ন, জল, প্রদান কলে তারা মৃতদেহে অমৃত লাভ করে। তাই পাপী তাপীর জন্য এত চিন্তিত। দেখ তাদের কেহ নাই। সকলেই ঘৃণা করে। পাপী বলে ত কারোর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চায় হয় না! ঐ দেখ যারা কিঞ্চিৎ ধর্ম সাধন কচ্ছে তারা অভিমানে আমার জীবগণকে কাঁটাগুঁকাট অপেক্ষা অবজ্ঞা ক'রে। কৈ, কে আমার হৃদয় জীবকে সান্বনা করে? ঐ দেখ, অগোধ ভাল মন্দ জানে না, বাঁকের মত স্বহস্তে সুরাবিষ পান ক'রে সাক্ষাৎ ভূজঙ্গিনী স্বরূপ বারবিলাসিনীর ক্রোড়ে

নিদ্রাগত হয়ে রয়েছে। তারা জানে না যে, যা পান করেছে তাও প্রাণনাশক, বার আশ্রয়ে অবস্থিতি কচ্ছে নেও প্রাণঘাতিনী, তথাপি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। তাদের সকলেই অস্পর্শনীয় বলে থাকে। এরা অবোধ, অজ্ঞান, আমি এদের জন্যে অস্থির। কে এদের আর আশ্রয় দেবে! কে এদের পরিব্রাজ্য করবে। আমি যা শিক্ষা দিয়ে এসেছি তা'ত কেউ শুনেনা। সে মতেত কেউ চলে না। ধর্মত একজনের জন্য নয়। এরা যদি আমার ভৃত্যী তা'পি জীবনের উপায় উদ্ভাবন করতো, তাহলে আমি স্বয়ং যেতেম না। কিন্তু সে শক্তি অন্যের অসম্ভব। তাদের অপরাধ নাই।

নারদ। তবে ত ঠাকুর, শাস্ত্রের কথা কিছুই রক্ষা হ'লোনা।

নারায়ণ। নয় কিসে? অবতারের ত নিকল্পণ নাই। আশ্রয় মতে আমি অবতীর্ণ হই। আমার কথা আমিই বুঝি। যাকে বুঝাই সেও বুঝে। অতের কথা শুনে ভাব গৃহণ সম্ভব নয়। সেই জন্ত এত শাস্ত্রের প্রভেদ, যাই হোক, আমার কথা এক, কখন ভুল নয়।

নারদ। ঠাকুর! আর একটি কথা আমার মনে হচ্ছে। তুমি যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং চৈতন্য এই ত্রিবিধ ভাব একাধারে প্রকটিত করবে বললে, জীব তা কেমন করে বুঝবে। অদ্বৈত ব্যাপার কি কিছু দেখাবে?

নারায়ণ। দেখাব আর কি? উদ্ভাসিত শতাব্দী জ্ঞানালোচনার সময়, সেই জন্ত শক্তির দ্বারা, ভাব দ্বারা আমি ক'টি করবো। জ্ঞানে চক্ষু প্রস্ফুটিত হ'লে বিশ্বকাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থই আশ্চর্য্য। অধিক কি বলবো, পার্শ্বিক পদার্থের প্রত্যেক পদার্থই জীবের ব্যক্তিগত অর্জিত। তাঁরা তাই দেখতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অজ্ঞান আশ্চর্য্য আর কি দেখবে। এই জ্ঞান শক্তির দ্বারা আমি তাদের হৃদয়ে অনন্ত কাণ্ড বদশুল করে

দ্বিগুণে ভক্তি ভাব প্রবল করবে। তখনই জীব আমার প্রেমে বিহ্বল হয়ে যাবে।

নারদ। জ্ঞান ভক্তির দ্বারা যদি কার্য্য কর, তা হলে ত তৌমার ক্লেশের অবধি থাকবে না। এত ব্যাকবন্ধ একাকী কেমন করে করবে।

নারায়ণ। একী নয়। জ্ঞান ভক্তির মূর্ত্তি ধারণ কর। ঘটে ঘটে প্রবেশ করে তাঁদের মধ্যে তত্ত্ব কণা প্রকাশিত করবে। এই দেখ জ্ঞান ভক্তি আমারই শক্তি (তট বাত ইত্যে জ্ঞান ভক্তির আবির্ভাব।) চল সকলে আর বিলম্ব সহ্য হয় না, পাণীর চুখে আমার প্রাণ ন্যাকুলিত।

[সকলে মিলিয়া হরিশ্রীনি ও গান করিতে করিতে প্রস্থান।

কিত।

ফুলপ্রাণে গাওরে বীণে, বল সবাই হরি হরি ॥

প্রেমের হরি প্রেম বিলাবে, আসবে ভবে দেহ ধরি ॥

প্রেমময়ের প্রেমলীলা, ভক্ত মিলে প্রেমের খেলা,

প্রেম-তরঙ্গে ভক্তমেলা, প্রেমের হরি হৃদবিহারী ॥

প্রেম লহরে মাতবে প্রাণ, ভেসে যাবে অভিমান,

প্রেমের টানে ভেদজ্ঞান, পাবে না আর স্থান—

একাধারে একাকারে, লীলা নয়-শুভ-কালী ॥



## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বৈঠকখানা ।

গোলক, ডিপুটী, ডাক্তার এবং উকীল উপস্থিত ।

গোলক । যে বাই বল পরাধীন, পরের বৃত্তিভোগী, পরভাগ্যভীষা এ সকল যেমনই হোক, ৬ টাকার বেতনের বস্তীর খানসামাও যেমন, আর অটিশত, দেড় হাজার, না হয় চার হাজারই হ'লো, জিজ্ঞাসা ক'ল চাকুরি ত বলতে হবে ? চাকুরির অর্থ চাকর গিরি, ইংরাজিতে “servant” বাদিগৎ আছে । যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর তা হ'লে ব্যবসা বাণিজ্য করাই সকলের কর্তব্য । কি বল ডাক্তার ?

ডাক্তার । তার ভুল কি, স্বাধীন ব্যবসা অপেক্ষা পরাধীন সর্বাংশেই নিকৃষ্ট, সেই জন্ত আমি চাকুরিতে প্রবেশ করি নিই, ভারি পেছন্নী ।

ডিপুটী । চাকুরী করা ভাল নয় বটে, কিন্তু উচ্চপদের চাকুরী তত মন্দ নয় । তাতে মান সম্বন্ধ আছে । তার সাক্ষী—আমাদের কন্সে কোন অপমানের কথাটি নাই । এত মাগ, যখন আদালতে গমন করি, অগ্রে আদালী হুই দিক্ থেকে সেলাম, হজুর ব্যতীত কথা নাই । এজলাসে বসলে ধর্ম্মাবতারের ছড়াছড়ি । মুন্সফী, জজিয়াতিতে মান

সম্ভ্রম আছে কিন্তু ডিপুটিদিগের হস্তে কর্তৃত্ব তার থাকায় সকলের অপেক্ষা অধিক মায়া । এরা দণ্ড বিধির বিধাতাপুরুষ ।

গোলক । চাকরির কিছুই ভাল নয় ।

উকীল । ডিপুটি বাবু ! একটা কথা বলা কর্তব্য বোধ হচ্ছে । আপনি যে পদগোরব কল্লেন, একবার স্বরণ ক'রে দেখুন দেখি বাস্তবিক কিছু গোরব আছে কিনা ? আমার বোধ হয়, বরং পেয়াদার মর্যাদা আছে ত উচ্চপদবীথাদীদিগের কিছুই নাই ; কারণ তাকে ধর্ম্মকালে সে তৎক্ষণাৎ কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে চলে যেতে পারে, আরও শোনা যায় তারা নাকি বলে যে, ৬ টাকার চাকরীর জন্ত মীন ষ্টোরায়ো ? দেশে গিয়ে চাষ করে দিনযাপন করবে । বড়ই হোক আর ছোটই হোক সকলের মাথায় কল্টা আছে । কার্য্যে কিঞ্চিৎ অমনোযোগ হ'লে, তৎক্ষণাৎ তার জন্তে দণ্ডই হতে হয় । চাকরী যে একেবারেই ভাল নয়, তার সন্দেহ নাই ।

ডিপুটি । তোমার কথায় হাসি পায় । ছেলে নানুস ; কাৎজ থেকে বেরিয়ে এসেচ, এখন স্বাধীন বৃত্তিটা তত খর্ব্ব হয়নি । কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে তার পর বোলো । এতো আমরা আছি ভাল । এক জন মনিবের মন যোগান কঠিন নয় । বেজারী যেমন কুপুরুষ হোক আর সুপুরুষ হোক, ব্যাধিগ্রস্ত হোক কিম্বা নির্ব্যাধি ব্যক্তিই হোক, পয়সার জন্ত মন বুগিয়ে থাকতে হয়, হাসি না পেলেও হেস আসর জম্বাতে হয়, মজেলদের সঙ্গে তেমনি করে ভোঁমায়ও পয়সা আদায় করতে হবে । ( ডাক্তারের প্রতি ) কেন ডাক্তার কি জান না ? আমাকে সে দিন একজন ডাক্তার বলছিল—সে লোকটি অতি সুন্দর, তত্ত্বলোক বটে—যে মশাই কি বক্তৃতা করে ডাক্তারি শিখেছি, এমন জঘন্ত ব্যবসা জানলে আমি কখন প্রবেশ কর্ত্তুম না ।

ডাক্তার। অতি মূর্খের ছায় কণা আপনি শুনেচেন। হয়ত সে ডাক্তার কোথাকার একজন মূর্খ, ১৭ বার ফেল হয়ে পাস হয়েছে, কিম্বা তা নাও হয়ে থাকবে, এমন ধরণের লোক ত কম নাই, তাই পসার নাই—ধার নাই, পসার হবে কেমন করে? আচ্ছা মশাই, যার কথা আপনি বলচেন তিনি কি পরীক্ষোত্তীর্ণ, না এমনি নেটিরিয়া মেডিকা পাঠ করে সহরে সম্বল করে রয়েছে। আমার বোধ হয় সে কখন ডাক্তার নয়। মশাই, ডাক্তারের চেয়ে সম্মানসূচক ব্যবসা আর একটি বাতীত তৃতীয় ব্যবসা নাই।

ডিপুটি। \*কোন ব্যবসা?

উকীল। ওকালতি—আর কি?

ডাক্তার। ওকালতি অথবা সভারকমের দিনে ডাকাতি।

উকীল। ডাকাতি! আপনি আমাদের সমুদয় সব্যবসায়ীদের অপমান কল্লেন? কিঞ্চিৎ সুতর্কতার সহিত কথাবার্তা বলবেন। আইন্ বড় প্রবল—এই অপমান সূত্রে আপনার নামে সম্মানত্রুটি অপরাধের অভিযোগ ক’রে ২০ হাজার টাকার দাবি করতে পারি, তা জানেন? উকীলের যে ব্যবস্থা তেমন আর জগতে সৃষ্টি হয় নাই। ডাক্তারি ত মেতরের কার্য। কারও ফোটক কর্তন করে, শরীরের অস্পর্শনীর ক্লেশ পরীক্ষার করে দিয়ে, দুই টাকা, তার মজুরি গ্রহণ, কারোর মূত্র পরীক্ষা ক’রে পঁচ, টাকা না হয় দশ টাকা। কারোর অঙ্গে পিচকারি দিয়ে মেথরের কার্য দ্বারা উদর পোষণ করাপেক্ষা ঘৃণিত কার্য আর কি হ’তে পারে! (ডিপুটির দিকে) আপনাকে যে ডাক্তারটা বলেছিলেন বাস্তবিক আমি তাঁকে ভদ্রলোক বলি।

ডাক্তার। যে কার্য শিক্ষা করেছি, তাই আমরা করে থাকি। আমরা শরীরের শান্তি দাতা। যে স্থানে যে প্রকার ব্যাধি উপস্থিত

হয়, তাই নিবারণ করা আমাদের কার্য্য। এতে অখ্যাতি নাই, অধঃশ্রম নাই। \* কিন্তু তোমরা কর কি ? সাধে বলেচি ডাকাত ! তবে একটা ঘটনা শুনবে ? কোন মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সম্মত পূর্বক একজন বিচক্ষণ উকালকে মধ্যস্থ মন্বলেন। আদালত ও তাই মঞ্জুর করলে। সেই উকাল উভয় পক্ষ থেকেই উদর পূর্ণ কলেন, কিন্তু যে পক্ষে বেশী পাওনা সেই কৃতকার্য্য হ'লো। দেখদেখি কতদূর বিশ্বাসঘাতকতা !

উকাল। বিশ্বাসঘাতকতার তৌমরাও কম নও। ভদ্রলোক পীড়ার যন্ত্রণার আপনার স্তা কি কত্যা না অল্প পুরমহিলাকে চিকিৎসার জন্ত প্রদান করলে। তৌমরা এমনি অবিশ্বাসী যে তার সমন্য কলে এলে। একি বিশ্বাসঘাতকতা নয় ?

গোলক। ডিপুটি বাবু! এঁরা বলেন কি ? অ্যা, ডাক্তার, উকাল, সকলে ভদ্রলোকের সম্মান, সুশিক্ষিত, এঁদের এমন ঘৃণিত চরিত্র ! এঁরা এক প্রকার ছয়বেশী প্রতারক। আমার শুনে হৃদকম্প হ'চ্ছে। ভাল, জিজ্ঞাসা কর, কোন ব্যক্তি বিশেষের এই প্রকার চরিত্র, না ব্যবসায়ের শিক্ষা ?

ডিপুটি। যে রকম দেখা যায়, তাতে ব্যবসার দোষ কখন বলা যায় না, ব্যক্তিগত দোষই বটে।

উকাল। বাস্তবিক তাই। সকলেই কি ভদ্রলোক হইবে থাকেন, না হওয়া সম্ভব। তবে শিক্ষিত শ্রেণীতে উত্তমের সংখ্যাই অধিক।

ডাক্তার। ব্যক্তিগত দোষ স্বীকার করলে, আমিও তা অনুধা করি না। ইংরাজিমতে গুরুগাঁর প্রথম ব্যবসা এবং দ্বিতীয় ডাক্তারী। এই দুইটি, ব্যবসার মধ্যে উচ্চ বলে প্রচলিত। গুরুরা অন্তরে এবং ডাক্তারেরা দেহ সম্বন্ধীয় ব্যাধির শাস্তি কর্তা।



গোলক । তবে ত ( ডিপুটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ) আপনাকে যে ডাক্তারটী ডাক্তারীতে দোষারোপ করে বলেছিলেন, তিনি অত্যাঘ বলেচেন ।

ডিপুটী । না, অত্যাঘ কেন ? তিনি বলেন যে চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষায় পাত্র দোষ বিস্তার সূত্রাং পাত্র দোষ জনিত বিপরীত কার্য প্রকাশ পাচ্ছে । যা'র হৃদয় ধর্ম্মে সংগঠিত নয়, যার দয়া নাই, যিনি নহিষ্ণুতাগুণ বিবজ্জিত এবং যিনি গোভী তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষা নিতান্ত অনুচিত । শুনেচি, চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষের শিরোদেশে নারিক জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে, “যে কেহ ধর্ম্মানুসঙ্গারী হন তিনি ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়েই লাভ করে থাকেন এবং যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থ এবং ধর্ম্ম উভয়েই বঞ্চিত হন ।”

গোলক । কি সুন্দর কথা !

উকীল । তাই বুঝি প্রত্যেক চিকিৎসক কলেজ থেকে বেগ্নিয়ে “দাতব্য চিকিৎসা” বলে, বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন ।

ডাক্তার । হ্যাঁ ।

ডিপুটী । অন্তরের ভাব তা নয় । ওসব দোকানদারী, পমার কর-বার উপায় ; এবং ছই টাকা ফি দিয়ে ডাক্তার আনা ভাল কিন্তু বিনামূল্যে চিকিৎসিত হতে গেলে, “আমার ফিবার মিক্‌চার,” “আমার আমাশয়ের ঔষধ,” এই প্রকার ব্যবস্থা পত্র দিয়ে, কখন বা “আমার ডাক্তারখানায় উত্তম ঔষধ” এই কথা বলে রোগীকে আপনার ঔষধালয় থেকে ঔষধ ক্রয় করিতে বাধ্য করে, আর যারা গমন করেন, তাঁরাও চক্ষুলাজ্য বাধ্য হয়ে থাকেন, সূত্রাং ডাক্তারেখ ফি, মায় গাড়ি ভাড়া পর্য্যন্ত ঔষধ বিক্রী করে আদায় করে থাকে । তা না হ'লে খরচ বাদ শতকরা পঁচাত্তর টাকা লাভ । এ কোক ব্যবসায়

হয়ে থাকে ? আবার শুনেচি কেউ কেউ শতকরায় শতকরা লাভও করে থাকেন ।

ডাক্তার । এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় । তবে কেউ কখন কৰ্ত্তে পারেন,—তা অর্থের জন্তে সকল কাজই করা বৃত্তি সম্ভব ।

ডিপুটী । কেউ কেন ? কাকে বাদ দিয়ে বলবো ? দয়া ধর্ম কারোর নাই বলে ও বলা যায় । থাকবে কেন ? দয়ার জন্তে, ধর্মের জন্তে, পরের উপকারের জন্তে ত শিক্ষা নয় । উদ্দেশ্য অর্থ, লাহেবী চাল, ডাক্তারী টং, ফলে তাই ফলৈ থাকে । আহা ! বেলা হাংহেবের কথা মনে হলে প্রকৃত ডাক্তারী ভাব বুঝতে পারা যায় । ( ডাক্তারের প্রতি ) আপনি যে কথা বলছেন তা বাস্তবিক কথা । যেমন গুরুকে দেখলে প্রাণ শীতল হয়, তেমনি ডাক্তারকে দেখলে অন্ধের রোগের শাস্তি হওয়া উচিত । তাঁনা হয়ে, বালক জ্বালোকেরা ত ভয় পানেকি, বড়োদেরই আশঙ্কা হয় । না আছে বেশের মাধুর্য, না আছে কথার মিষ্টতা । কেবল ঔষধ প্রয়োগ কর্নেই কি রোগ শাস্তি হয় ?

গোলক ! আবু বেধা কথায় দরকার কি ? চল সকলি আপনাপন কার্যে যাওয়া যা'ক ।

[ সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

কক্ষ ।

( শিবসুন্দরীর প্রবেশ । )

শিবসুন্দরী । মাকে আর কি বলবো । আমি বার বার নিবেশ করুম, তিনি কিছুতেই শুনলেন না । করি কি ? ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি । কি কুর্খমই করেচি—তাই বা কেমন করে বলি ।

## ( জয়মণির প্রবেশ । )

জয়মণি। দেখ্ তোকে মিনতি ক'রে বলচি কথা শোন, আর ঢলাস্নি, ঢলাস্নি। ওরে তোর জন্তে কি কোন দিকে ছুটে যাব, না বিষ খেয়ে ম'রবো। এমন কথাত কখন শুনিনি। বেদে নেই, কোরাণে নেই, ওয়া একি কথা গো। শিবি! শোন মা শোন। যা হবার হয়েছে, আর ও কথা কাউকে বলিস্নি। এখন বিয়ের সকল আয়োজন হয়েছে—বিয়ে কর, আমার মান রাখ।

শিবসুন্দরী। তোমার যা ইচ্ছা কর। আমায় কেন জিজ্ঞাসা করচো? অর্গম তোমাকে কতবার, বল্লম, তুমি ত কিছতেই শুনবে না।

জয়মণি। সন্দেহাশি, আমি কি মাথা খুঁড়ে মরবো। ভদ্রলোকের ঘরে কেউ কি কখন এমন দেবেচে না শুনেচে। তুই হলি কি? কল্লি কি? হাড়ি মুচির ঘরেও বে কখন হয় না। এক রত্তি মেয়ের কি পাকামো। আমি বড়ো হয়ে মন্তে চল্লম, কৈ এমন কথা বলতে ত আমার সাহস হয় না। দেখ্ মা, আমি তোর হাতে ধরে বলচি, বাছা লক্ষ্মীমেয়ে তুমি বিয়ে কর।

শিবসুন্দরী। মা, কতবার বিয়ে করবো? আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, এক পতি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় পতির অনুগামিনী হ'লে তাকে দ্বিচারিণী বলে।

জয়মণি। আরে আমার শাস্ত্রপড়া মেয়ে রে। অত বিদ্যা তোর কবে হ'লো, এক রত্তি মেয়ের ভিরকুটি দেখ। এখন ভাল চাস্ ত কথা শোন, তা না হলে, তোর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

শিবসুন্দরী। দুঃখের অবধি নাই, তা আমি জানি মা। যে দিন এই পঞ্চভৌতিক দেই ধ'রে তোমার গর্ভে জন্মেচি, সেই দিন হতে আমার দুঃখ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়েছে।

জয়মণি । সৰ্বনাশি ! তোর এমন মতিচ্ছন্ন কেন হ'লো । হায় হায় আমি কেন ম'ত্তে তোকে স্থলে দিয়েছিলুম, তা না হলে ত লেখা পড়া শিখতে পারতিস নি, আর আজ এই সৰ্ব্বনাশ হতো না ।

শিবসুন্দরী । মাগো, কেন ভাবচ ! কুলিন ব্রাহ্মণের ঘরে অবিবাহিতা মেয়ে ত চিরকাল থাকে, তাতে তাদের জ্ঞাত যায় না । আমি না হয় সেই রকম থাক । আমি মা কালীর ইচ্ছায় যা করেচি তাতে আমার দোষ নাই ! যা হবার হয়েছে ; কিন্তু তোমরা আর একটা বিবাহের জন্ত এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? না, তেঁমার পায়ে পড়ি আমার আর যন্ত্রণা দিওনা । দেখ মা তুমার পক্ষে হয়েছে ভাল । আমি বুঝতে পারচি যে আমার যা ইচ্ছা, ভগবান পূর্ণ করবেন ।

জয়মণি । তোর আর আমার বোঝাতে হবে না । আমি খ্যাংরা দিয়ে তোর ভৃত্য-ঝাড়ার । ভাবি ! ভাবি ! নিয়ে আর ত একগাছা খ্যাংরা আজ শিবির পাকানো বার করে দি ! যত কিছু না বলি তত যেন স্পষ্টা নেড়ে যাচ্ছে । আরে মলো । যা বল্চি অমানি কট্ কট্ করে কেটে দিচ্ছে —মা বলে একটু ভয় ডর নেই ।

( ভাবিনীর প্রবেশ । )

ভাবিনী । কেন মা শিবকে অত বক্চো ? আহা, দেখ দেখি কাদচে ।

জয়মণি । বোনের বোন—গুর গারে আর সইল না । তোকে আমি নীতি কথা শেখাবার জন্ত ডাকি নি ।

( নেপথ্যে—গিগি ঠাক্কর ! গিগি ঠাক্কর ! )

জয়মণি । যাচ্ছি দাঁড়াও । দেখ ভাবি ! তোর বোনকে বুঝিয়ে বল, কালকে বিয়ের দিন স্থির হয়েছে—আর যেন আমার মুখ হেঁট না হয় ।

[ প্রস্থান । ]

শিবসুন্দরী । মেজ দিদি ! আমি কি করবো বল ।

ভাবিনী । , মা কিছতেই গুন্টেন না । না হয় বিবাহই কর না কেন ? তুই ত তাঁকে বিবাহ করিস্ নি । তাতে দোষ হবে না ।

শিবসুন্দরী । সে কি গো ! আমাদের গন্ধৰ্ব্ব বিবাহের মতে তাকে বিবাহ বলতে হবে । তা যাই হোক । আমি বিবাহ করেচি বলে ত তাঁর কাছে যাচ্চিনি । এ আরও কামার পক্ষে ভাগ হয়েছে । বিবাহ হলে তার ঘর কন্না করতে হবে, তা হলে আনার মনের সাধ পূর্ণ হবে না ।

ভাবিনী । তোর ইচ্ছা কি আগায় বল না ।

শিবসুন্দরী । কাউকে বলবে না ?

ভাবিনী । না ।

শিবসুন্দরী । আমার মনে এই হয় যে, ভগবানের অর্চনা করে বেড়াব, তাঁর গুণ গান করবো, সাধু ভক্তদের সঙ্গে থাকবো, আর তাঁদের সেবা করবো । সংসারের দিকে চাইলে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে । মেজ দিদি তোমায় সত্যি বলচি ; যখন তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তখন আমার চক্ষে জল আসে । মনে হয় যে কি ভাব বন্ধনেই পড়েচ । এ বন্ধন ছেদন ক'রে কেমন ক'রে কত দিনে মুক্তি লাভ করবে । তাই, দিদি আমি ভাবি আর নিজ্জনে কাঁদি । সংসারের জীবের দশা দেখলে আমার যে কি দুঃখ হয়, তা আর কি বলবো ।

ভাবিনী । তোর কথা শুনে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে এখনি বনে চলে যাই । সংসারের সুখ কি তা আমি জানি । পতি গুণের কি সুখ তাও আমি জানি । অলঙ্কার, বস্ত্রের কি সুখ তা আমি খুব বুঝেচি, সুখ ত তাতে নাই । আমরা বুঝেও তা বুঝতে পারি নি । আর

করবে বা কি ? এমনি বন্ধন যে হাত পা সকল আবদ্ধ হয়ে রয়েছে ।  
আয়, আমরা নির্জনে গিয়ে কথা কই গে ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( জয়মণির পুনঃ প্রবেশ । )

জয়মণি । আরে ম'লো আবার কোথায় গেল ? শিবি ! শিবি !  
করি কি ? এই বিবাহের যে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তাতো ভেঙ্গে গেল ।  
লোকে জানতে পাল্পে তাই বা করবে কেন ? দো পড়া মেয়ের কি বিয়ে  
হয় ? পুনঃ পুনঃ বলচি যে, যা করেচিস্, তা আর কাউকে বলিসনি,  
তা কিছুতেই শুনবে না । এখন কি হবে ? কর্তা বেঁচে থাকলে  
আমায় এত ক্লেশ পেতে হ'তো না । পাড়ার লোক একে পায় ত  
আরে চায় । টি টি করে ঢাক পিটে ।

( ঈশান গাঙ্গুলীর প্রবেশ । )

ঈশান । বো ! একটা স্থির হয়েছে ।

জয়মণি । ঠাকুরপো ! মান বাঁচাও । তোমাদেরই বিপদ । কি  
স্থির করেচ ?

ঈশান । অত্ন আর কোথায় কি হবে । একবার বিবাহ হয়েছে  
একথা শুনলে কি কেউ বিয়ে করতে চায়, না ভদ্রলোকে ঢেলে দিতে  
পারে । তোমার বড় জামাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম । তাকে অনেক  
মিনতি ক'রে রাজি করেচি । সেই কাল মান রাখবে ।

জয়মণি । যাই হোক এখন দুই হাত এক হলেই বাঁচি । এ ত  
আর বিয়ে নয় যে, বর ঘর দেখবো । এখন কিসে জাত রক্ষা হবে তাই  
আমার চিন্তা । আয়োজন ত কিছুই করতে হবে—না, না ?

ঈশান । হবে বৈ কি ? পাড়ার লোক ছেনেচে যে অম্বকের সঙ্গে শিবস্বন্দরীয়া বিবাহ হয়ে গেছে, তাদের জানাতে উ হবে । তাদের না বলে এ কথা ত কেউ বিশ্বাস করবে না ।

জরমণি । কানকেই ত দিন স্থির হয়েছে ?

ঈশান । হ্যা, সন্ধ্যার পরই লগ্ন । দিল্লি আস্তে আস্তে কি ?

জরমণি । আজ হ'লে কাল নয় । মা কানিকে আমি জোড়া মোব বলি দেবো ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

### তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বিবাহের সভা ।

হরিশ, গিরিশ, মতি, অক্ষয় এবং অন্যান্য কন্যাযাত্রী

উপস্থিত ।

হরিশ । আগে বিবাহের বত আনন্দ ছিল এখন তার কিছুই নাই বললেই হয় ।

গিরিশ । বিবাহ ত নয়, এখন দায় হতে উত্তীর্ণ হওয়া নাত্র ।

মতি । সোণার বেণে, তাঁতি, এদেরই বিবাহের গোলযোগ ছিল, কিন্তু এখন কারসু, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এদের মধ্যেও ঐ সংক্রামক রোগ প্রবেশ করেছে । তাইত হলো কি ?

অক্ষয় । তখন বিবাহকালীন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব, আর অন্যান্য উদ্রলোকের জনতা হ'তো । পরস্পর সাক্ষাৎ হবার একটা বিশেষ

স্ববোগ ছিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিবাহ-ব্যবসা প্রচলিত হয়েছে, সে পর্য্যন্ত বাকে না বলে নয়, তাদেরই কেবল আহ্বান হয়। হবে কি—  
গৃহস্থ লোক কত দিকে জবাই হবে।

হরিশ। তাইত এর কি একটা উপায় হবে না। তুমি করে  
মানাজিক কুর্নিয়মগুলো প্রচলিত হয়ে যান।

গিরিশ। আনাদের সমাজকে আর সমাজ বল না। সমাজ  
বলতে লজ্জা হয়। সে সমাজ স্বার্থপরতার গঠিত তার কল্যাণ কোথায় ?  
এমন ভয়বস্থা না হলে ভগবান তাদের চিরদাসত্বে, চিরপরাধানশৃঙ্খলে  
আবদ্ধ ক'রে স্নেহ বান দ্বারা দুই পক্ষে দগ্নিত করাবেন কেন ?

মাত। ভাই, যাদের গৃহ বিচ্ছেদ করা স্বভাবসিদ্ধ ; ভাই ভগ্নি  
পিতা, মাতা যাদের অপোষ্য মনো পরিগণিত, স্বাই যাদের একমাত্র  
আত্মার তাদের কথা আর কেন বল। না, বাপের ছাত্র যাদের হৃদয়  
ব্যথিত হয় না, ভাই ভগ্নির চুখে যাদের প্রাণ কাদে না, তারা আর  
একজন অপরিচিত ব্যক্তির সমতঃখী হবে—এতকি সম্ভব ?

হরিশ। ভাই ! বলবো কি অগের ভয় আর কিছু রৈল না। দেশ  
ছারখার হবার উপক্রম হয়েছে। উপায় কি কিছুই হবে না !

অক্ষর। উপায় আর কি হবে বল ? বতই দারিদ্র্য বুদ্ধি হবে ততই  
সকলে টা টা ক'রে বেড়াবে। নিজ নিজ অবস্থা উন্নতি না হলে চুখের  
অবসান নাই।

হরিশ। ঠিক বলেচ। বাল্যবিবাহ বন্ধ করী প্রথম কার্য।  
আমার বোধ হয় নজুর মতই অবলম্বন করা সর্বসম্প্রদায় কর্তব্য। ত্রিশ  
বৎসর বয়স্ক্রম হলে তবে পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। তাহলে তার  
মত স্ত্রী আর কেউ হতে পারবে না।

গিরিশ। বাস্তবিক কথা। আনাদের লেখা পড়ার প্রায় পঁচিশ



বৎসর যায়, তার পর বিষয় কর্মের দক্ষতা লাভ করতে আরও পাঁচ বৎসর লাগে। এমন অবস্থায় বিবাহ হলে তার যে সকল সম্ভান জন্মে, তারাও বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান হবার সম্ভাবনা। সমাজ কি তা করবে?

মতি। •মা বাপ যে পর্য্যাপ্ত নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ না করবেন, সে পর্য্যাপ্ত কোন উপায় হবে না। তাঁদের এই সংস্কার যে ছেলে হতে চাঃখ যাবে। লেখা পড়া শিক্ষার জন্তে যে ব্যয় হয়েছে তার সুদের ক্ষুদ্র আদায় করতে হবে। তাই ১৫১৬ বৎসরের হলেই বিবাহ দিয়ে কতকটা টাকা আদায় করে নিয়ে থাকেন। নিজের স্বার্থের জন্তে যে বালকের সর্বনাশ করলেন তা দৃষ্টি নাই।

অক্ষয়। কেবল বালকের কেন, একটা পরিবারের বল। সেই বালক, তার বালিকা স্ত্রী এবং তদগর্ভজাত সন্তান, এদের সকলের শারিরীক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে কষ্টক স্বাপন করে দিলেন।

হরিশ। যাই হোক এখন অনেকে একথা বুঝেচেন। যত্নপি ক্রমাগত আলোচনা করা যায়, কালে সুফল ফল্বে, তার সন্দেহ নাই।

গিরিশ। বুড়োগুলো থাকতে আর কিছু হুচে না। তাদের নিকটে নিঃস্বার্থ কথা বলবার শক্তি কার আছে? একটা পয়সা তাদের গায়ের রক্ত। নীতি শিক্ষা নাই, ধর্ম্ম শিক্ষা নাই, সেইজন্য তাদের স্বভাব এত ভয়ানক।

মতি। আমি তাদের বিশেষ দোষ দিতে পারিনি। সময়ে সময়ে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত হয়েছে, সেই ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে এত বিকৃত হয়ে গেছে। যত্নপি সেই সকল ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ এবং ভাব ব্যাখ্যা করা যায়, তা হলে বাস্তবিক উপকার হবার সম্ভাবনা।

(নেপথ্যে - বর এয়েচে, বর এয়েচে। শঙ্খধ্বনি ও কোলাহল।)

( বর এবং বরযাত্রীর প্রবেশ । )

( সকলে গাত্রোথান পূর্বক বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন । )

গিরিশ । ( হরিশের প্রতি ) একি ! বড় জামাতাকে পুনরায়  
কত্যা প্রদান করবে ? এক পাত্রে দুই কত্যা দান ! এর অর্থ কি ?  
আহা অমন কত্যা কি বর জুটলো না !

হরিশ । অনেক কথা, সময়ান্তরে বলবো ।

গিরিশ । বন্ধ কিহে ? কোন চরিত্র-দোষ হয়েছে নাকি ? তাই  
বা কেমন করে বলবো ! কি ব্যাপারটা বল দেখি ?

হরিশ । উতলা হ'চ্চ কেন, কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়ে বলি ।

( ঈশানের প্রবেশ । )

ঈশান । আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? কত্যা-কর্তা ত কেউ নাই,  
লৌলোক বাটার কর্তী । মহাশয়েরা কেহ কিছু অপরাধ নেবেন না ।

( বরের পুরোহিতের প্রতি ) মহাশয় ! অনুমতি করুন পাত্রকে  
কত্যা দান করা যাক । ওরে তামাক দেবে ।

( তামাক লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও প্রস্থান । )

বর-পুরোহিত । এতো ঘরেরই কথা । অনুমতি আর কি—স্বচ্ছন্দে  
লয়ে যান ।

( প্রতিবাসী বালকদ্বয়ের প্রবেশ । )

১ম বালক । মহাশয় ! আমাদের গ্রামভাটা দিন ।

২য় বালক । বীরোয়ারী ২৫ টাকা দিতে হবে ।

বর-পুরোহিত । এতো প্রথম বিবাহ নয় যে গ্রামভাটা, বীরোয়ারী  
পাবে—বিবাহই নয় ।

১ম বালক । তবে কি করতে এই বুড়ো যিস্বে চেলির জোড় পথে এসেচে ?

২য় বালক । ওর বাপের কি শ্রাদ্ধ যে আমরা গ্রামভাটা পাবো না । বর-পুরোহিত । মঙ্গলিক কাণো অন্তত কথা ।

১ম বালক । আপনি তবে বলেন যে বিবাহ নয় । বুড়োর বিয়ে করতে এত সাব আর গ্রামভাটা দিতে বুঝি—স্মরণিক বলুনো ।

২য় বালক । হারে বুড়ো, তুমি কোন লজ্জায় আমার পালিকে 'বয়ে' করতে এসেছ ! ওও, ওও ; ( করতালি ) ।

ঈশান । 'চুপ কর ভাই, ডি অখন কথা বলতে নাও ।

নেপথ্যে - কি সন্ধান হ'লো, কি সন্ধান হ'লো ।

সকলে । ( চমকিত হইয়া ) বাপার কি ?

ঈশান । তাইত মেয়ের কাঁদছে কেন ? আমি গিয়ে সংবাদ নিয়ে আসি ।

[ প্রস্থান ।

০রিশ । এ বিবাহে একটা গোলগোল হবে তা আমি জানি ।

মাত । আমারও তাই বিশ্বাস ছিল ।

( ঈশানের পুনঃ প্রবেশ । )

ঈশান । সন্ধান বাস্তবিকই হয়েছে । হায় হায় আমি কি করবো । বর-পুরোহিত । 'বাপার'টি কি ? কারোর পীড়া ত হয় নাই !

ঈশান । মাথ! মুণ্ড বলুনো কি ! কত পলায়ন করেছে ।

বর-পুরোহিত । বলেন কি ? কত পলায়ন করেছে ? এর অর্থ কি ? এমন কথা ত কখন কোন বঁগে শোনা যায় না । পাত্রটি পালায়, কত পলায়ন করলে ? সত্য কথা না কপটতা করে বলেন ?

ঈশান। কপটতা কি ? আজ ক'দিন থেকে কস্তার মাতা তাকে বিবাহ করবার জন্তে বুঝাচ্ছিল। এই বিবাহের বিষয় সে কিছুই জানতো না। এখন তাকে সব মেয়েরা চেলির কাপড় পরাতে গিয়েছিল। সে এখন উন্মাদিনীর মত—মা কালী রক্ষা কর, মা কালী রক্ষা কর, বলে ঘন্টার শব্দে কোথায় পলারন কল্লো কেউ ধবধে পাচ্ছে না। যারা ধবধে ছিল সকলেই ভূমিশারী হয়েচে :

গিরিশ। এখন উপাষ !

ঈশান। আপনারা পাঁচ জন ভর্তীলোক আছেন, যা হয় ক'কম

বালকদয়। (করতালি দিয়া) দুগু বব, কনে পানালো, দুগু বব কনে পানালো।

বর। অগ্র থেকেই যদি আপনারা এমনই বুঝেছিলেন, তবে কেন আর আমার এই ছরবস্তা কল্লেন। এখন কেন ক'বে 'দব' বাহ, বলেন। আমার স্ত্রী তখনই বলেছিল সে ভূমি কখন এমন কাজ ক'বে না; শিবসুন্দরী সামান্য মেয়ে নয়। আমার এখন যে শিক্ষাপাণ্ডেয় মত দশা ঘটলো। লোভের বশবস্তী হয়ে দিক্ 'বদিক' অগ্রপঞ্চাৎ ফিরা না ক'রে লোলুপ হয়েছিলুম, তেমন তার শাস্তি হয়েছে।

গিরিশ। মেয়েটা কোথায় গেল, তার কিছুই 'দব' ক'লে না। চুপ্ ক'রে থাকা উচিত নয়। চল আমরা অন্তসন্ধান করিগে। হাঃ হরিশ বাবু! এর ভিতরের ব্যাপারটা কি ?

হরিশ। এখন আমি প্রকাশ ক'রতে পারি, 'শিবসুন্দরী' এক জন মা কালীর প্রমাদি, মালা গুলাষ দিয়ে গোলকের বাটাতে থেলা ক'বে গিয়েছিল। গোলক শিবসুন্দরীকে সই সই বলতো। কেন বলতো—তা আমি জানি না। শিবসুন্দরী গোলককে দেখতে পেরেই সে মালা তার গলায় দিয়েছিল। গোলক মুহূর্তে বেঁটোছিল, 'ভূমি

আমার মালা দিলে, একে যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।” শিবসুন্দরী সেই কথা শুনে কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হয়। একথা সে কাউকে কিছুই বলে নি। ক্রমে তা প্রকাশ হ’য়ে পড়লো। তখন জয়মণি পিসি বিবাহের জন্ত ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শিবসুন্দরী সেই কথা শুনে বলেছিল যে, “আমার ক’বার বিবাহ হবে, পুনরায় বিবাহ হ’লে দ্বিচারিণী হবো”। এই রকম বাদান্তবাদ, কত ঝগড়া—তাকে কান্দলৌকে বুঝালে, কিন্তু কিছুতেই শুনলে না। সর্ব্বশেষে ঈশান খুঁড়ো এই বিবাহ স্থির করে-ছিলেন।

গিরিশ। কি ভয়ানক মনের বল ! কি আশ্চর্য্য জ্ঞান শক্তি ! শিবসুন্দরী বালিকা, এগার না হয় বার বৎসরই বয়ঃক্রম হউক, তার এত বুদ্ধি ! ধর্ম্মাধর্ম্মের এত জ্ঞান ! সত্যের এত অনুরাগ ! সত্যের অনুরোধে আত্মীয়, ভাই, ভগ্নি, মাতা পরিত্যাগ ক’রে যাওয়া মুখের কথা নয়। এই প্রকার স্ত্রীর স্বভাবই আমাদের দেশে আদর্শ হওয়া উচিত। পতিব্রতা একেই বলে।

ঈশান। আরে রেখে দাও তোমার পতিব্রতা। জাত বিচার নাই, কুল জ্ঞান নাই, পতি বল্লই হলো ! এতো ব্রহ্মজ্ঞানীর সংসার নয়।

গিরিশ। তাতে ক্ষতি কি ? বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা নিকট জাতিতে আদান প্রদান করতে পারে। তাতে শাস্ত্রমত লঙ্ঘন হয় না। গোলক জাতিতে বৈষ্ণব বটে, তাতে দোষ নাই।

ঈশান। ওয় পেটের ছেলেরা ত বৈষ্ণব হবে। তারা কেমন করে পারিচয় দেবে এবং সমাজেই বা কেমন ক’রে চলিত হবে।

গিরিশ। সমাজে বৈষ্ণব বলে প্রচলিত হবে।

হরিশ। আপনি সে চিন্তা কেন কচেন ? শিবসুন্দরীর ছেলে হবে না। আর তাদের সমাজেও প্রবেশ করতে হবে না। যার বালাবস্থা

থেকে এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব, সে কি কখন সাধারণ জীবের মত ছেলেপেলে নিয়ে সংসার করতে পারে !

ঈশান । সৃষ্টিছাড়া ভাব—সে আর বলে জানাতে হবে না । আমরা বুড়ো হ'তে চলেম, এমন ঘটনা কখন দেখিনি । পিতা পিতামহের নিকট কখন শুনিওনি । আজ দাদা বেঁচে থাকলে যে, কি কাণ্ডই হতো তাঁ বলতে পারিনি ।

বর । স্বর্গীয় কথার চিন্তা দূরে থাক, এখন আমার উপায় কি ? কেমন করে লোকালয়ে মুখ দেখাব ! ঘরেই বা যাই কেমন করে ! আমার এ কি বিপদ হল !

ঈশান । চল, আমি তোমায় সঙ্গে করে রেখে আসি ।

বর । এবেশে যাব কেমন করে !

ঈশান । ব্যত্রে কেউ চিন্তে পারবে না ।

বর । তবে চলুন ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

বর-পুরোহিত । কত আশাই করেছিলুম । এক পেট ঘৃতপক আহার করবো—ছেলেদের জন্তে কিছু নিয়ে যাব । আর যা কিছু দক্ষিণা পাশ, তাতে ব্রাহ্মণীর নোওয়া গাছটা খালাস করে দেবো । এসকল আশায় ছাই পড়লো । যদিই পালালি বিবাহের পর গেলেই হতো । এই বৃদ্ধ বামুণ রাত্রিতে বৃথা ক্লেশ পেলুম । হায়, হায়, ব্রাহ্মণীকে কত আশ্বাস দিয়ে এসেছি, আমার জন্তে প্রদীপ জ্বলে বসে আছে । কি যে বলবো তার ঠিক নাই, আর খাবই বা কি ? আমি ব্রাহ্মণীর আহার পর্যাস্ত বন্ধ করে এসেছি । হায়, হায়, দুজনেই উপবাসে মরবো । অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট ! ব্রাহ্মণের কপাল প্রস্তরাবত ।

[ প্রস্থান ।

শিবীণ । ওল, আমাদের আর এখানে সময় নষ্ট করবার আবশ্যিক  
নাহি । বাদ শিবসুন্দরীকে অনুসন্ধান করে কোথাও পাওয়া যায়, তা হলে  
ভাল হয় । বালিকা পক্ষণীতে ভুলে প্রাণত্যাগ করবে, কি গলায়  
লাড় দেবে, কিছুটা স্তর নাই ।

[ সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

পল্লীগ্রামের পাড়ার রাস্তা ।

( শিবসুন্দরীর প্রবেশ । )

শিবসুন্দরী । মা, এই কি তোর মনে ছিল মা । আমি কখন  
অপনে ভাবিন যে বিবাহ করবো । এখনও বুঝিনি বিবাহ কাকে বলে ।  
তবে পুস্তকে পড়েছি যে, স্ত্রীলোকের স্বামী এক বৈ দুই হলে তাকে  
দ্বিচারণী বলে । মা ! কেন মা আমার এমন বুদ্ধি হলো, কেন আমি  
সুইসর গলায় মালা দিলুম, আমি মালা দেবো বলে ত কখন পূর্বে মনে  
হব না । মাঝ বাড়া থেকে ফিরে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হলো যে  
একবার সুইকে দেখে আসি । কেন মালা দিলুম । পূর্বেও ত কতবাব  
মালা গলায় দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু সেদিনকার মত ভাব হয় নি । এখন  
এলুম কোথায় ? অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি নি । গাই কোথায় ?  
প্রাণের দায়ে ছুটে বেরিয়ে এলুম, তখন কোন চিন্তা হয় নি । কোন  
দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না । এ স্থানেব নাম কি তাই বা  
জিজ্ঞাসা করি কাকে ৭

( একজন মাতালের প্রবেশ । )

কে যেন একজন আসচে—হ্যাগা মশাই এ গ্রামের নাম কি ?

মাতাল। কে—রে, বামা স্বরে সন্ধান কলে, কে বাবা তুমি ?

শিবসুন্দরী। মশাই। আমি যে হই, এষ্ট গ্রামের নাম কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ?

মাতাল। ( নিকটে গমনোত্তর, শিবসুন্দরী ততই পশ্চাৎ ধাবমান ) দাড়াও তুমি, কে আগে ভাল করে দেখি ।

শিবসুন্দরী। দেখবেন কি ? আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করি, তাই আপনি বলুন । আমার দেখবার কোন আবশ্যক নাই ।

মাতাল। তুমি কার বাড়ীর মেয়ে মানুষ বেরিয়ে যাচ্ছ, তার ভুল নাই । আমি তোমার ছাড়বো না । তা নষ্টলে এ রাস্তায় মেয়ে মানুষ ! ( শিবসুন্দরী রুদ্ধের অন্তরালে নিস্তকে দণ্ডায়মান, মাতাল ইতস্ততঃ অবেষণ করিয়া প্রস্থান । )

( দুই জন তস্করের প্রবেশ । )

১ম তস্কর। চুপু চুপু এই গাছের আড়ালে একটা পেত্নী দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

২য় তস্কর। না বাবা, আমি হুদিক দিয়ে ঘাচ্চিনি, এখনি পাড ভাঙবে ।

১ম তস্কর। আরে বাম বাম বল না ।

২য় তস্কর। “তুত নেয়া পুত, সাকচুগি মেবাঝি ।

গ্রাম লক্ষণ বকে আছে, পরোয়া আব কি ?

না ভাই আমার বুকি বাডে বসেচে, ও বাবা পেত্নীতে পেয়েচে গো !



১ম ভাস্কর । আরে পেত্নী কি মাহুষ আগে দেখি আর না ! একটা ঢিল মারবো ?

২য় ভাস্কর । নাহি, চটাস্নি । আর, আমরা রাম রাম বলতে বলতে পালিয়ে যাই । ওরে, কোথায় গেল রে ? গাছে উঠেচে নাকি !

১ম ভাস্কর । তাইত, তোয় পেছনে নাকি ?

২য় ভাস্কর । বাবা গো, কে রে !

১ম ভাস্কর । আরে রাম নম্রম কি পেত্নী দাঁড়াতে পারে ? এখন কোথায় যাই বল দেখি ! যেখানে ওং করেছিলুম তাতো হ'ল না । আজকের যাত্রাটাই অমনি গেল । ভেবেছিলুম নুতন নিয়ে হচ্ছে, রাত্রে সিঁদ দিয়ে বেনাক গয়না চুরি ক'রে আনবো ; আর বিশ্বে বাড়ী থেকে কতকি জিনীষ পত্র পাওয়া যাবে । দেখ, নৌ বলে দিয়েছিল যে, এক ঠাঁড়ি দৈ চুরি করে আনতে—তা কিছুই হ'ল না ।

২য় ভাস্কর । আরে, বরটার মুখ দেখে আমারই চঃখ হতে লাগলো, তা মেয়েটা কোথায় পালাল বল দেখি ! আমরা যদি তাকে ধরতে পারি আর নিয়ে গিয়ে যদি বরকে দিই, তা'হলে আমাদের পুত্র খুসি করে, কেমন না ।

১ম ভাস্কর । আরে—সে কি তোমার এই বনের ভিতর বসে রয়েছে! আর একটু খানি মেয়ে, আমরা ত রোজই দেখতে পাই ।

২য় ভাস্কর । দেখ আর একটা কাজ কল্পে হয় ।

১ম ভাস্কর । কি বল দেখি ।

২য় ভাস্কর । সেই বস্ত্রি বাবুকে খবর দিবি ?

১ম ভাস্কর । কি বলবো !

২য় ভাস্কর । বলবো ভট্টাচার্যদের মেয়ে তোমার অন্তে এমন

করে পালিয়ে গিয়েচে । তা হলে সে আমাদের খুজতে বলবে । আমরা তাকে নিয়ে গিয়ে দেবো । সে ভারি বড় মানুষ, আমাদের চিরকাল খেতে দিতে পারে । বেশত আমাদের আর চুরি করে খেতে হবে না ।

১ম উদ্ভর । তা যদি হয় ত বেশ কথা । চুরি করতে পেটের ভাতই জ্বোটে না । আর এই বনে বনে বেড়াতে হয় । শাঁত নেই, রুটি নেই, সাপ খোপের ভয় নেই, পেটের জালায় না বেকলেই নয় । আর না কেন আমরা চারিদিকে খুঁজে দেখি । এই রাতে গোলাবে কোথায় ? যদি ধরতে পারি, একেবারে সঙ্গে করে রুটি বাবুর কাছে নিয়ে যাবো ।

২য় তঙ্কর । এমন কপাল কি হবে ! মা কালীর ইচ্ছা ।

শিবসুন্দরী । বাছা ! তোমাদের মনের সাধ পূর্ণ হোক ।

উভয়ে । ( কৃতজ্ঞালি হয়ে ) কে মা, মা কালী ! আমাদের প্রতি কি তোমার দয়া হয়েছে মা । বড় ভঃপী—তা নইলে চুরি করে পেড়াব কেন ? মা তোমায় গড করি ।

শিবসুন্দরী । তোমাদের আর চুরি করে সংসার পালন করতে হবে না । যাকে অর্পণ করবে মনে করেচ, আমি সেট । আমার তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে চল ।

১ম তঙ্কর । সেট তুমি ! সত্যি বলচো না ছলনা করে অরে কেউ ?

২য় তঙ্কর । নাহে না, কথায় আমি বুঝিচি : চল মা চলী, একজন এগিয়ে যাক আর আমি পেছনে পেছনে যাই ।

(মাতালের পুনঃ প্রবেশ ।)

মাতাল । কেরে ? ও বাবা—সেই তুমি ? আমার কেন মনে ধরলো না ?

১ম তরুর । (দণ্ড দ্বারা প্রহার) শালা, কাকে কি বলিস—  
জ্ঞান নেই। আমার মা, তা জানিস্ নি।

২য় তরুর । মার শালাকে (প্রহারেচ্ছিত)।

শিবসুন্দরী । আর মের না, মাতাল—ওতে কি গু আছে ?  
যে ওতে ছিল সেত এখন মদের মাদকতায় অভিভূত । ওকে মারে কি  
হবে ? আমরা খাট চল ।

মাতাল । জ্ঞান দিলে মা । তুমি লে হও সে হও, আমি ত একটা  
প্রশাসন করে রাখি । দে আমি দে আমি এখন নেই, একথাটা ঠিক  
বলেচ, আরি মদ খাব না মা । মা, তুমি আমার মা হলে ।

। সকলের প্রস্থান ।

# তৃতীয় অঙ্ক ।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

পরন গ্রহ ।

( গোলক এবং রাধামণি উপস্থিত । )

গোলক । তোমায় বাস্তবিক বল্চি, তোমার চেয়ে কন্যেবৌকে  
কখনই ভালবাসিনা । কি করবো বল । বিজ্ঞপ করে বল্লুম যে, তুমি  
আমার গলায় মালা দিলে স্ত্রীত্বাং আমি তোনার স্বামী হলাম । সে, যে  
সেই কথা কে এতদূর ক'রে তুলেচে, তা আমি কেমন ক'রে জানবো ;  
নাতনী সম্বন্ধ পাতিয়ে সই বলেছিলুম । লোকেও ত এমন কত লোককে  
কত ঠাট্টা ক'রে বলে থাকে, কার্যো কি কিছু হয় ? দেখদেখি রাত দুই  
প্রহরের সময় ছোটো এচোরকে অবলম্বন করে, এসে উপস্থিত ! কি করি,  
সে অবস্থায় আশ্রয় না দিলে অত উপায় নাই । বিশেষতঃ আমারই  
কথায় এত দূর করেছে । তখন আমি কেমন করে তাকে নৈরাশ  
করি বল ।

রাধামণি । ও যে ব্রাহ্মণকন্যা ! আমি এত কথা শুনে অব্দি, আমার  
প্রাণ কেমন কচ্ছে । সদাই ভাবি, বুঝি কি অমঙ্গল হবে । বাই হোক,  
তুমি ওর অঙ্গ স্পর্শ করো না ?

গোলক । আমার সাধ্য কি ? যখন আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে  
দেখি, তখন ভয়ের আবির্ভাব হয় । যেন দেবকন্যা বলে জান হতে

থাকে। আর তাও দেখনা কেন। ঠাকুরদের নাম, ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ, আর পাড়ার মেয়েদের কেবল ধর্ম করতে পরামর্শ দেয়।

রাধামণি। আমি গেলেও ঐ কথা বলে। ওগো, ঠাকুরদের নাম করতে করতে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ে। কনেনৌয়ের কান্না দেখলে আমাদেরও কান্না পায়। বলতে কি, আমি এক দিন কেঁদে ফেলেছিলুম। সেট দিন থেকে আর আমি সে সময় যাঁচি নি।

গোলক। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নি। কোন দেবতা কি চলনা করে মনুষ্য রূপ ধরেচেন, অথবা অথ কোন রকম কি হচ্ছে, তা কে বলতে পারে? বাই হোক তুমি ওকে হতাদর করোনা।

রাধামণি। অবাক করেচে। তুমি কি কোন দিন কিছু দেখেচ? না কনেনৌ কিছু বলেচে?

গোলক। কনেনৌ আমার নিকট আজ ক'বৎসর এসেচে, এক-দিনও সাংসারিক কথা হয় নি। দিন গণনা কলে, বার মাসে বার দিন বারটা কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাও হয়েছে, তা সকলই ধর্মের কথা। কোন পুস্তকের প্রয়োজন জানিয়েচে, কিম্বা কোন সাধু ভক্তের সেবার বিষয় অনুরোধ করেছে।

রাধামণি। যে কথাই বলুক। স্বামীর কাছে কি বলেচে না বলেচে, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি না। স্বামীর স্ত্রীদাম আমি সব জানি।

• (স্বভদ্রার প্রবেশ।)

স্বভদ্রা। ও বাঁবা গোলক! বড় বৌ মা যে—

গোলক। কি মা!

স্বভদ্রা। বলি ববো, কি কালসাপিনীই ঘরে এনেচিস? আমি একটা ছেলে নিয়ে সংসারে রয়েচি—তারও ললিতমোহন অঁধার ঘরের

মাণিক, বাবা ! কখন কি হয়, তাই ভেবেই সারা হয়ে গেলুম। এমন ঘরের লক্ষ্মী বৌ—আমার সোণার পুতের মা, তোর কি বাচ্চা, কোথা থেকে একটা বামুণের মেয়ে আনা ভাল হয়েছে ? লোকে ক'ত কি বলে—কৈ• বে—থা কিছুই ত হলোনা ; কি এক গন্ধক-বে হয়েছে বলে একটা কি• বলে দিলি। বাই হোক বাচ্চা, সব যেন পাল্লুম—কিন্তু মেয়ে মানুষ হয়ে সারাগেহাম ঠাকুর পূজো করে—এ কি মা ! ঠাকুর এনে দিলে কে ?

গোলক। মাটির ঠাকুর গড়ে নিয়েচে। তা'তে ক'তি কি ? পূজো-টুজো করতে ভাল বাসে, কল্লোই বা ?

রাধামণি। সেই মাটির ঠাকুর অনেক দিন জলে কেলে দিয়েচে।

গোলক। তবে ও ঠাকুর কোথায় পেলো ?

রাধামণি। সেই বে আমাদের বাড়ীতে সাধু ছিলেন, তাঁর ঠাকুরটী কনেবৌ নিয়েচে।

সুভদ্রা। ও মা, সে কি গো ! সন্ন্যাসীর ঠাকুর বৌ পেলো কেমন করে ?

রাধামণি। পঞ্চ ঠাকুর যে দিন চলে যান, সেই দিন তিনি ঠাকুরটী বোধ হয় ভুলে কেলে গিয়েছিলেন। কনে-বৌ কেমন করে তা জানতে পেরেছিল। ও আত্মিক পূজো ক'রে, ভাত খাবার আগে সেই ঠাকুরটীকে এনে আবার পূজো কল্লো, কত কাঁদলে, হাসলে, আর সেই আত্মিক, সেই ঠাকুর নিয়ে দিন রাত যেন পাগল হয়ে রয়েছে।

সুভদ্রা। বাবা গোলক ! তোকে ব্যাগাতা করি, ওকে এখান থেকে বিদেয় করে দে। আমার ঘরের লক্ষ্মী বেঁচে থাক, ঘর যেন আলো করে রয়েছে। কোথা থেকে একটা আলক্ষ্মী ঘরু এনে পুরেছিস—এর কাণ্ড কারখানা দেখলে, পেটের ভিতর হাত পা সঁধিয়ে যায়।

মেয়ে মানুষে ঠাকুর পূজা করে, গান গায়, নাচে, হাসে, একি গো  
আমাদের এত লয়স হ'লো, মাথার চুল পেকে গেল, কৈ কোথাও এমন হ  
দেখিনি। চোক্ষ বছর কি পনের বছরের ছুঁড়ি বৈত নয়, তার এত  
ভিরকুটা ! শাণ্ডী ন'লে একটু ভয় ডর মেই, অমন বড় বোনের মতন  
লতীন, তাকে ফুৎপে নাও, পাড়া প্রতিবাদীদের লজ্জা নেই, হ'লো কি  
ইচ্ছা হয় যেন কোন দিকে ফুটে পালাই।

নেপথ্যে—গীত ।

পূজিতে রাজীব চরণ নয়ন ধারা বয়ে যায় ।

হয় মনে কতই উদয়, না পুরে কথায় ॥

অনুরাগে প্রাণ ধায়, নাহি মানে মানা তায়,

বাঁধি বুক তোমারই আশায়—

রাগিতে আশ্রিতে নাথ তোমারই ত দায় ॥

কি ছায় কুন্তল হার, অতি হীন উপহার,

জীবন সর্বস্ব সার চির রাস্তা পায়—

কৃপা করি দে'খ হরি নিরুপায় অবলায় ॥

ঐ শোন শোন ! গলা ছেড়ে দিয়ে গান কন্ঠে দেখ ! আরে  
দলো ! ক্রমে ক্রমে বাড়িয়েচে দেখ দেখি ! গোলক, তুই এখন যা  
হয় কিছু কর, তা নী হলে আমি বাঁটা মারতে মারতে বাড়ি থেকে  
বার করে দেবো।

( প্রসাদ হস্তে শিবসুন্দরীর প্রবেশ । )

শিবসুন্দরী । সর্বলকে প্রণাম করিয়া । মা ! প্রসাদ নিন্।

সুভদ্রা । যা, যা, তোমার আর প্রসাদ দিতে হবেনা। একরত্তি মেয়ের

বকম্বে লেব। কালীঘাটের বাবুন কি না! প্রসাদ দিয়ে পয়সা রোজ-  
গার করা রোগ আছে কি না, তাই সে চরিত্তির এখমো শোধরায় নি।

শিবসুন্দরী। নারায়ণের প্রসাদ, মা অবজ্ঞা করতে নেই।

সুভদ্রা। তাকে আর আশ্রয়-কিছু শেখাতে হবে না।

শিবসুন্দরী। আমায় যা হয় বলুন, প্রসাদের অমর্যাদায় উহ পত্র-  
কাল নষ্ট হয় মা।

সুভদ্রা। আরে ম'ল যা, যত বড় সুখ না তত বড় কথা। আমার  
উহ পয়সাকাল নষ্ট হবে? তোর মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। দূর হ,  
দূর হ।

শিবসুন্দরী। মা, আমার কটুকথা বলুন সেত আলীকাদ। কিজ  
প্রসাদ যে নারায়ণের। নারায়ণ, মা, আপনার আর আমার কি?  
তিম যে সকলেরই এক। প্রসাদ মিন—

সুভদ্রা। ওরে গোলক, গুনচিস তোর মেগের কথা গুনচিস।  
জুতো মেরে এখনি দূর করে দিস, ত আমি এ বাড়ীতে জল খান, নইলে  
আমিই কালী চলে যাব। তোর মেগের মৃগনাড়া খেয়ে থাকবো নাকি।  
[ প্রস্থান।

শিবসুন্দরী। দিদি! প্রসাদ নাও। (গোলকের প্রতি) তুমি  
প্রসাদ নাও।

বাধামণি। আমি এখম কাপড় কাচিনি।

শিবসুন্দরী। প্রসাদের কালাকাল নেই, তুমি নাও।

বাধামণি। দিতে হয়, ওকে দিগে যা, প্রসাদ কুসাদ আমি মানিনি।  
হুড়ি ঠাকুরের আবান প্রসাদ!

গোলক। বলি তোমার একি রীতি হ'লো। থাকে যা বলবার  
ময়, তাকে তাই বলতে লাগলে। যা করবার ময় তাই করতে



লাগলে। নামে মাত্র আমার পতি বল্লে। পতির কার্য—কি সেবা, কিছুই করে না। ধর্ম কর্ম কর কিন্তু পতির সেবা, পতির মনতৃষ্টি, পতি যাতে সুখে থাকে তাই করাই সত্যের ধর্ম। প্রসাদ প্রসাদ করে ভালবাসা দেখালে কি হবে? ও প্রসাদ তোমার হাতে সাজে না। তোমার যেমন অবস্থা, ঐ অবস্থায় যা সাজে তাই কর।

শিবসুন্দরী। তোমার অভাব ত কিছু হয় না। দিদি ত সেবা কচ্চেন। যদি সেবার ক্রটি হতো তা হলে আমার বলতে পারতে। তবে তুমিও প্রসাদ নেবে না?

গোলক। প্রসাদে কি আর আমাদের ভক্তি আছে! যা কিছু করি সে কেবল কর্তাদের নাম সম্বন্ধ রক্ষার জন্তে—তাও আর থাকে না। কপটধর্ম্মাচরণ আর ভাল লাগে না। আমি এই বার মনে করেছি যে, ঠাকুর সেবা টেনা সব বন্ধ করে দেবো।

শিবসুন্দরী। তোমাদের পায়ে পড়ি, প্রসাদের অপমান করো না।

গোলক। বল্লে কি হয়। তুমি সে দিন আমার সে কথাটা রাখ না। এখন তোমার কথা শুনবো কেন?

শিবসুন্দরী। ভাল, কি বলবো! ভগবান! যেন কোন অপরাধ নিশ্চ না। এরা অবোধ, বিষয় মদে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। দয়াময়! দয়া করে ভক্তি দান কর।

[ প্রস্থান।

গোলক। বৌমুটাকে আনবার দিন স্থির হয়েছে, আর অধিক দিন সেখানে রাখা উচিত নয়—বয়েসও ত হয়েছে!

রাধামণি। বে ধেড়ে মেয়ে বাছার গলায় দিয়েচ! আমি তাই অজ্ঞান হয়ে ভাবি। চুকে দেখে শুনে অমন বিয়ে দিতে নেই।

গোলক। সে তোমার দোষ। আমি ছোট ছেলের বিবাহ দিতে

কি চেয়েছিলুম ? তুমি বললে আমার একটা ছেলে, কত সাধ ;  
বিবাহ দাও, তাইত তোমার কথামত বিবাহ দিয়েচি ।

রাধামণি । বলেছিলুম বলে একটা ১৩।১৪ বছরের মেয়ে নিয়ে'লে,  
আজ! বাছার বয়স শতুরের মুখে ছাই দিয়ে বৃষ্টি এই ১৬ বছরে  
পা দিয়েচে । যে পরীক্ষা দিয়ে হয়েছে, বাছা আমার যেন গ'লে  
যাচ্ছে —নানান খান।অস্থখ হচ্ছে ।

গোলক । অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে ।

( ভৃত্যের প্রবেশ । )

গোলক । কি রে ?

ভৃত্য । আজ্ঞা—মশাই, বাইরে বাবুরা সব এসেচেন ।

গোলক । আজ্ঞা, অর্ঘ্য যাচ্চি ।

[ ভৃত্যের প্রস্থান ।

রাধামণি । আজ আর বেশী রাত করোনা, আর অত করে  
মদও খেওনা । অমনি ক'রে সে দিন সৌদামিনীর ভাতার যকুৎ পেকে  
মরে গেল । আর খবরের কাগজে সময়ে সময়ে ত দেখতেও পাওয়া  
যায় যে, অমুক বড়'লোক মদ খেয়ে মরে গেল, অমুক রাজা যকুতের  
পীড়ায় মরে গেল । খাবার জিনীষ ত ঢের আছে—মদ না খেলেই নয় ?

গোলক । এক দিন যদি এক গ্লাস খেয়ে দেখ, তাহলে আর এজন্মে  
ভুলতে পারোনা । খাবে এক দিন ?

রাধামণি । আর এ বুড়ো বয়সে কেন ? তুমি বরং কনেবৌকে  
খাওয়াতে শেখাও না !

গোলক । আরে মনেত হয় তাই—কিছুতেই বাগ মানেনা সে ।

[ প্রস্থান ।

রাধামণি। ইচ্ছা হয় এক দিন একটু খেয়ে দেখি, কিন্তু লজ্জা হ'ত  
পাছে আমার শেষ রাখতে না পারি। ছি! কন্যেবো শুনুলে বলবে  
কি? বাই দেখিগে সে কি কচ্ছে।

। প্রস্থান ।

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক ।

বাজপথ ।

জ্ঞানের প্রবেশ ।

জ্ঞান। বাই কোথায়! অধ্যক্ষের স্রোতে দেশ ভেসে গেল! কি  
কৃষ্ণগেট ইংরাজী বিদ্যা এদেশে এসেছিল! না, না, বিদ্যার দোষ  
যুগে কেন দি। বিদ্যাশিক্ষার দোষ কখন হতে পারে না। বিদ্যার  
মত যদি বিদ্যা শিক্ষা হয়—তাও নয়; কতকগুলি লোকের জ্ঞান  
এত ক্ষতি হয়েছে। তারা যে মত প্রচলিত করেছেন, সেই মতেরই  
দোষ। আর বারি অল্প শিক্ষা করে অধিক বিদ্যার জ্ঞান করেন,  
তাদেরই দোষ। কেমন ছেলে বেলা থেকে, ধর্ম নেই ধর্ম নেই, পুতুল  
পূজা পুতুল পূজা, হিন্দুদের ধর্ম সমুদায় মিথ্যা, এই সকল কুমন্ত্র দিয়ে  
এমনি কুসংস্কারে মন গঠিত করে দেয় যে, আর তার কোন দিকে  
যাবার যো থাকে না। করি কি? সকলেই বিলাসী, আত্মহুণের  
জগে যা কিছু ভাল মন্দ বিচার না করে, স্বচ্ছন্দে সমাধা কচ্ছে। ওঃ!  
স্বার্থপরতা, ঘেব হিংস্রতা সকলকে আবৃত্ত করে বেলেছে। সম্বন্ধ ত  
উঠে যাবার দশা পতিত! পশুভাষে সকলেই সমাচ্ছাদিত; মাসি,

পিণ্ডি, খুড়ি, জোটাই, ভগ্নি, ভাগ্নি, বিমাতা, জ্বী সকলেরই সহিত ভগ্নি ভাব। গুরু জ্ঞান নেই, দেবতায় ভক্তি নেই; আত্মনিষ্ঠা ভাবলোপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার! হলো কি! অস্তুর্য্যামি! আর কতদিন নিশ্চিন্ত থাক্বেন। জীবের এই শোচনীয় দশা দেখে কি কিছুই দয়া হুচে না। কোথার ঠাকুর, এম, দেখ একবার, তোমার লাধের সৃষ্টির কি অবস্থা •

( ডাক্তারের প্রবেশ । )

ডাক্তার। জ্ঞান বাবু যে? পথে চলতে চলতে ঈশ্বর ঈশ্বর। ধান্তবিক ভাই, তুমি যাই মনে কর, তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েচ। আচ্ছা, তুমি যে এত ঈশ্বর ঈশ্বর বল, তাতে ত একদিনও স্থখী দেখতে পাইনে। কিন্তু আমরা ঈশ্বর না মেনে ২৪ ঘণ্টা আনন্দের বাজারে বাস কচ্চি।

জ্ঞান। আনন্দই ঈশ্বরের স্বরূপ। বিষয়েও আনন্দ আছে। তোমরা সেই জ্ঞাত বিষয়ানন্দ ভোগ কচ্চ। মন্দ কি? কিন্তু যখন আনন্দ সম্ভোগ করবে তখন ঈশ্বরের স্বরূপ বলে মনে করো!

ডাক্তার। তাকে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ বলে, তাতে আমার আপত্তি কি? ভাল, জ্বীতে যে আনন্দ লাভ হয় তাকেও কি ঈশ্বরের স্বরূপ বল্বে? •

জ্ঞান। আনন্দ বাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাই ঈশ্বরের স্বরূপ।

ডাক্তার। তাহলে আমাদের নাস্তিক বল কেন?

জ্ঞান। যদি প্রত্যেক আনন্দ জনক কার্যো তাঁকে স্বরণ কর, তাহলে কেন নাস্তিক বলবো। •

ডাক্তার। দেখ ভাই, গোপক বাবুর বড় বিপদ। •

জ্ঞান । সে কি হে !

ডাক্তার । তাঁর বড় জীটি সহসা অজ্ঞান হয়ে যত্নগ্রস্ত হয়েছে ।

জ্ঞান । বটে—আহা ! গোলকের কি পরিতাপ ! ভাই, সকলেরই পরিণামে একই অবস্থা । জন্মালেই মৃত্যু, এতো আশ্চর্যের কথা কি ছুট নয় । জীবিত থাকাই আশ্চর্য্য । গোলক বাবু কি অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়েছেন ?

ডাক্তার । হয়েছিলেন বৈ কি, তাঁর ছোট স্ত্রী এসে বেশ উপদেশ দিয়ে নিরস্ত করে দিলেন ?

জ্ঞান । গোলকের ধন্ব অদৃষ্ট । অমন স্ত্রী কি সামান্য সৌভাগ্যে পাওয়া যায় ? ওকেই শাস্ত্রে বিজ্ঞা-শক্তি বলে । বার ঐ রকম স্ত্রী লাভ হয়, তার ঈশ্বর প্রাপ্ত হ'বার বিশেষ সুবিধা হয় ।

(তারার্টাদের প্রবেশ ।)

তারার্টাদ । ডাক্তার বাবু ! শিশু আমাদের বাটাতে আসুন, সন্ধান হয়চে !

ডাক্তার । আবার কি ?

তারার্টাদ । ননি বাবু কেমন ক'ছেন ।

ডাক্তার । সে কি হে ? ননি বাবুর আবার কি হলো ? এই আমি আসূচি, তখন ত কিছু ছিল না !

জ্ঞান । সে কণায় কাজ নেই । প্রত্যেক নিমেষে মনুষ্যের জীবনান্ত হ'বার সম্ভাবনা । এর কিছু বিচিত্র নাই ।

[ তারার্টাদ এবং ডাক্তারের প্রস্থান ।

জ্ঞান । এই সংসার ! এরই জন্তে লোক অস্থির, চিন্তিত, পর-স্পর বিবাদ । যেমন নাজিকরেরা ভেকীতে এই বিচি রোপণ করে,

তখনই অঙ্কুরিত, পরক্ষণেই বৃক্ষ, তাতে ফুল কলে পরিশোভিত হয়ে  
আবার তখনি কোথায় বিলীন হয়ে যায়। সংসার ও তেমনি। এই  
আমি ভূমিষ্ট হলেম, বদ্ধিত হলাম, জী হ'ল, আগার সন্তান, তারা  
বয়ে প্রাপ্ত, তাদের সন্তান, কত শাখা প্রশাখা হয়ে কিছু দিন পরে  
একে একে কালের কবলিত হ'ল। এমন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যাহ হচ্ছে.  
লোকে দেখে, তথাপি তাদের ভ্রম বিদূরিত হয়ে জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত  
হচ্ছে না কেন? ভগবানের এ কি বিচিত্র মহিমা। তাই ত! এ তব্ব  
আমি কোথায় পাবো? পণ্ডিতেরা ত'অর্থের দাস! তব্ব কথার কি  
জানবেন? সাধু কীর্তির তীরাও প্রতারক—উদরের জ্ঞান লালমুগ্ধ।  
বোধ হয় উত্তর পাক্ষমাঞ্চলে সিদ্ধ সাধুর দর্শন ছল্লভ নয়। যাই বা  
কেনন করে? ভগবান তু অন্তর্ধামী, সর্ববাপী, তাঁকে ডাকলে কি  
তিনি দেখা দেবেন না?

### ( জটধারী সাধুর প্রবেশ । )

সাধু। বাবা! কিস্তা কি? যে তাঁকে ডাকে তিনি তার সম্মুখে।  
তব্ব কথা জানবে? ( মুঠুস্বরে কাহ্না ) এখন কাউকে প্রকাশ ক'রো  
না! সময়ে সকলেই জানতে পারবে। বহু বজ্রাত থাকে না।

জ্ঞান। ( প্রণাম করিয়া ) কৃতার্থ করলেন ঠাকুর! আপনাত কথায়  
আমার শাস্তিলাভ হ'ল। আমি অতী তাঁর দর্শন জ্ঞান যাত্রা কুরবো।  
তুই দিনে কি যেতে পারবো না?

সাধু। আশ্চর্য্য কি?

[ প্রস্থান ।

জ্ঞান। সাধুর কথায় আমার হৃদয় কন্দের আবু আনন্দ ধরে না।  
কি সংবাদই পেলুম! এ সাধু কিস্ত তাঁরই প্রেরিত। দয়াময় এমন

করেই দয়া করে থাকেন। তা নইলে ভক্তেরা দয়াময় নাম দেবে কেন ? যাই—আর সময় নষ্ট করবার আবশ্যক কি ?

[ প্রস্থান ।

( উকিলের প্রবেশ । )

উকিল। বড় মানুষের ঘরে এক একটা দাঁও না জুটলে কি মজা হয় ? গরীবদের মামলায় আর আমাদের কি ঙ্খ খুচে ? এই সুযোগে পুলিশওয়ালারা ত বেড়ে মজা করে নিলে। আমিও পরামশ দিয়ে এলুম যে একটা কাউকে সন্দেহ ক'রে আসামো কর, তারপর হোকশকিছু, আর মাই হোক, আমাদের ত যথেষ্ট লাভ হবে। গোলক বেটা যেন কুবেরের মত টাকা করেছে, একটা ছেলে ছিল তাও ত গেল, স্ত্রীটে আছে সেটাত পাগল। ছেলেগুলোর আর সম্ভাবনা নেই, বয়েসও কম নয়, তবে ভোগের শরীর দেখায় ভাল। যে রাক্ষসীতে পেয়েচে—একা নয়, দুই বোনে—তখন আর বড় বেশী দেরি নেই, যাই বল—মদ আর বেজা এ দুটি না থাকলে গোলক একেবারে শিক্কে ফুকতো। স্ত্রী গেল, ছেলে গেল, আর অত ঐশ্বর্য্য, পাপরে সামলান বড় শক্ত। কিন্তু আর শোক টোক বড় নেই। তবে মনে করিয়ে দিলে বিমর্ষ হয়ে যায় বটে।

( ডাক্তারের পুনঃ প্রবেশ । )

ডাক্তার। কতদূর কি কল্লে হে ?

উকিল। আরে যাও। তুমিই ত মাটি করবার জোগাড়ে ছিলে।

ডাক্তার। কেন ভাই, আমি কি অশ্রয় করুম ?

উকিল। তুমি (apoplexy) স্ট্রোক বলে বাচাবার চেেষ্ট ছিলে। আরে পাগল, বড় লোকের বাড়ীতে এমন একটা ঘটনা

হলে, বিষ খাওয়ান সন্দেহ করতে হয়, তার পর যাই হোক ।

ডাক্তার । মিথ্যা কথা কি বলতে আছে ?

উকিল । কি আমার ধর্মপুত্র সুধিষ্টির হয়েছে হে- ভারি সত্যবাদী দেখছি, ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েচ নাকি ?

ডাক্তার । জ্ঞানে যা দেখবো, তাই বলাই না কর্তব্য ?

উকিল । ভারি কর্তব্য গোব হয়েছে দেখছি, তাই বুঝি ডাক্তার পানার সম্মুখে বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসার বিজ্ঞাপন দিয়েচ ?

ডাক্তার । বাস্তবিক, তুমি ঠিক বল্লেচ ।

উকিল । “আমার জরদ্ব,” “আমার উদরাময়ের ঔষধ” এরূপ ব্যবস্থা পত্র দাও !

ডাক্তার । দিতে হয় বৈ কি । তা নইলে আমার সময় নষ্ট করিয়ে মৃত্যুর নিকট ঔষধ ক্রয় কল্লে চলবে কেমন করে ?

উকিল । এটিও কি কর্তব্য ?

ডাক্তার । সূতরাং—

উকিল । বিলক্ষণ কর্তব্য শিক্ষা ভাই ।

ডাক্তার । পেটের জ্বালায় করি কি ? রেনের দোকানের মত

ডাক্তার খানা হয়েছে, কত বিক্রী হবে বল ?

উকিল । তবে সত্য সত্য করছিলে কেন ?

ডাক্তার । কি করি কথায়ও কি দোষ ?

উকিল । তবে এ দাঁওটা ছাড়া কি ভাল ?

ডাক্তার । আমি কি বলছি ? লাগাও না পেঁচ ।

উকিল । বেশ বলেচ । একটা ফন্দি করচি । চল এখন বাড়ী যাওয়া যাক ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।



## তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।



শিবসুন্দরীর পূজা গৃহ ।

( শিবসুন্দরী, বিধবা সপত্নীপুত্রবধূ এবং অন্যান্য  
মহিলাগণ উপস্থিত । )

শিবসুন্দরী । দেখ, পৃথিবীর সুখ দুদিন । পতি বল, পুত্র বল, পিতা বল, মাতা বল, ভাই বল, ভগ্নি বল, কেউ কারোর নয় । সকলেই আপনার কৰ্ম্মফলে আপনি সুখ দুঃখ ভোগ করে । লোকের নামে যে হেতুবাদ দেয়, সে কেবল হেতুই মাত্র ।

পুত্র-বধূ । কেনে মা ! যদি সুখ দুঃখ আপনার কৰ্ম্ম-ফলেই হতো, তা'হলে জীব তা বুঝেও বুঝতে পারে না কেন ? ভগবান কেন এবুদ্ধি দেন না ?

শিবসুন্দরী । তিনি বুদ্ধি দিয়েচেন বৈ কি । দেখ, প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখাচ্ছেন । মানুষ জন্মালেই মরে । এ কথায় কি কেউ অবিশ্বাস করে—তবে কেন মৃত্যুভয়ে অকৰ্ম্মগুলো পরিত্যাগ না করে ? দেখ কেউ সুখে দিনযাপন করচে, আর কারও ভিক্ষা ক'রে অন্নাসনও হয় না । কেউ সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে, আর কেউ চিরক্লম্ব হয়ে শয্যাগত । এ সকল দেখচে, বুদ্ধিদ্বারা তার কারণ বুঝে, তবু কেমন সকলে ভুলে যায় ।

পুত্র-বধূ । সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করছি মা ।

শিবসুন্দরী । সে কথার উত্তর কি মানুষে দিতে পারে ? যারা জানতে চায়, তারা ভগবানকে ডাকে, তিনি সব জানিয়ে দেন ।

পুত্র-বধু । মা, কি ক'রে তাঁকে পাবো মা । তাঁকে কি পাওয়া যায় ?

শিবসুন্দরী । প্রাণের ঈশ্বর তিনি । প্রাণনাথ ব'লে ডাকলেই তিনি সে কথা শুনে, আর অমনি এসে দেখা দেন । মা, তিনি বড় দয়ালু ।

পুত্র-বধু । প্রাণনাথ কি তাঁকে বলে ! আমরা নাটকে পড়েছি যে স্বামীকেই বলে ।

শিবসুন্দরী । তা সত্যি । কিন্তু এ স্বামীত মাটির পুতুল ! এট আছে এই নেই । স্বামী কাকে বলে তাতো জান বাছা ।

পুত্র-বধু । ( মস্তকাবনত করিয়া ) তারপর মা বল না ।

শিবসুন্দরী । তোমার স্বামী ত এখন আর নেই । এখন সেই ভাব কোথায় ফেলে দেবে ? অমর স্বামী নারায়ণ । তোমার পতি-ভাব তাঁতে অর্পণ কর, চির সুখ হৃদয়ে বিরাজ করবে ।

পুত্র-বধু । আহা মাগো ! কি কথাই বলেচ মা । মা, তোমার কথা শুনে আমার মত দুঃখ যেন কোথায় লুকিয়ে গেল । আমি কি ঠিক পতির মত ভারী করবো ?

শিবসুন্দরী । ঠিক তেমনি । প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ এই কথা ব'লে ডাক, তারপর যা হয় আপনি হবে । এখন কেবল নামই তোমার একমাত্র ভরসা জান্বে ।

পুত্র-বধু । আচ্ছা, মা, যাদের পতি আছে তারাও কি এই ভাবে নারায়ণকে ডাকবে ।

শিবসুন্দরী । স্ত্রীলোকদিগের দুটি ভাব অতি সহজ । যাদের মস্তান হরচে তারা বাৎসল্য ভাবেও তাঁকে পেতে পারে ।

পুত্র-বধু । বাৎসল্য কি মা ?

শিবসুন্দরী। গোপাল ভাব—আপনার ছেলের মত তাঁকে চিন্তা করা।

পুত্র-বধু। তাও কি হয় মা ?

শিবসুন্দরী। হয় বৈ কি। যাপ্ন য়ে ভাব ভাল বোধ হয়, তার সেই ভাবই গ্রহণ করা উচিত।

( গোলকের প্রবেশ । )

( পুত্র-বধু এবং অশ্রীয়া স্ত্রীলোকের প্রস্থান । )

গোলক। তুমি কি এই নিয়েই দিন রাত কাটাবে ? এত দিন কিছুই বলিনি। অদৃষ্টক্রমে সে চলে গেল। তার শোক বিস্মরণ না হ'তেই পুত্রটীও ছেড়ে গেল। ঘরে বৃদ্ধা মা, আর পূর্ণ যুবতী পুত্র-বধু, এদের দেখে কে ? পূজার্চনা করতে ইচ্ছা হয় নিষেধ করি নি কিছু সংসারের দিকেও ত' চেয়ে দেখতে হয় ?

শিবসুন্দরী। আমার বুণা বলে কি হবে বল। সংসার নিয়ে কি হবে ? সংসারের সুখ এখন বুঝতে পার নি ? তুমি ত মনোনিবেশ করে সংসার করলে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, "অশ্রীয়া" বন্ধু, বেষ্টা, মদ, মাংস কিছুই অনাটন নেই। আচ্ছা, বল দেখি সুখ শাস্তি কিছু পেয়েছ কি ?

গোলক। সাময়িক সুখ আছে বৈ কি !

শিবসুন্দরী। সাময়িক—অবিচ্ছেদ অনন্ত সুখ ত নয় ?

গোলক। আমি অত বিচার করতে আসি নি। তুমি আমার কণা শুনবে কি না বল ?

শিবসুন্দরী। কণার মত কথা অবশ্য শুনবো। বধুকে কথায় আমি কর্ণপাত করি না।

গোলক । তোমাকে আমি যা বলবো তাই করতে হবে । করবে কি না ?

শিবসুন্দরী । রাগ কল্লি কি হবে ? ঐ রাগে—অনু সংযোগ ক'রে ঈশ্বরে প্রয়োগ কর—সদগতি হবে ।

গোলক । মা তখন বা বলেছিলেন, এ তাই হ'ল । সেই জ্ঞান ছোড়া যে ধরণের কথাগুলো বলে, এরও সেই রকমই ধরণ দেখাচি । জ্ঞানের সঙ্গে কি তোমার সম্পর্ক আছে ?

শিবসুন্দরী । জ্ঞানের সম্পর্ক না থাকলে কি জীবিত থাকতে পারি ?

গোলক । তাই, আমার প্রতি হৃদয় ? ব্যাভিচারিণী হই !

শিবসুন্দরী । হই নাই, তুমি করতে চাচ্চ ।

গোলক । কিসে ?

শিবসুন্দরী । অজ্ঞানের সঙ্গে ?

গোলক । তোমার ছেঁদো কথা রেখে দে

শিবসুন্দরী । আমার নয় তোমার, তুমিহ বাধতে চাচ্চ ।

গোলক । তুমিই ত কথার চাতুরী করচো । আমি সোজা কথা বলচি ।

শিবসুন্দরী । চিন্তা করে দেখ, কে সোজা, কে ঝাকা ?

গোলক । তোমার মনের কথাটা কি আমার খুলে বল ।

শিবসুন্দরী । বলবো আর কি ! চক্ষু থাকে ত প্রত্যক্ষ কর ।

গোলক । কি দেখবো ! তোমার ঐ হুড়ি ঠাঁহুর, আর বনের কতকগুলো ফুল পাতা ?

শিবসুন্দরী । সেত এই চক্ষে দেখ্‌চো । আর কি চক্ষু নাই ?

গোলক । এই ত দুই চক্ষু, তোমারও দুই চক্ষু । মান্না বর সকলেরই দুই চক্ষু,—এতে আর ত কিছু দেখা যায় না ।



শিবসুন্দরী । মা কালীর ক' চক্ষু ?

গোলক । তিন চক্ষু ।

শিবসুন্দরী । কেন—কারণ কিছু জ্ঞান ?

গোলক । কে জানে তোমার কারণ ? এতো ভাল তর্কপঞ্চাননের  
পাল্লায় পড়লুম ।

শিবসুন্দরী । ওকে বলে জ্ঞান চক্ষু । এই চক্ষুে স্থল ভাব দেখে যে  
স্থল ভাব বা তাৎপর্য পাওয়া যায় তাকে জ্ঞান বলে । সেই জ্ঞান যখন  
সঞ্চারিত হয়, তখন স্থল দর্শন ক'রবামান্দেই তাৎপর্য বহির্গত হয়ে আসে ।

গোলক । তোমার উপদেশ তুমি রাখ । আমি তোমায় যা  
বলছি তাই করতে হবে । আর পাড়ার মাগিদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে  
দেবো না,—দরওয়ানদের এই চকুম থাকবে । ফের যদি চাঁৎকার  
ক'রে কেটে কেটে করবে, তখনই তোমায় দূর ক'রে দেবো । এখন  
বলছি যদি ভাল চাও, তা'হলে যেমন গৃহস্থের ঘরে মেরেদের স্বভাব সেই  
রকম কর ।

শিবসুন্দরী । তুমি যদি আমার যেতে বল, আমি এখনি প্রস্তুত  
আছি । তোমার তাতে কল্যাণ হবে ।

গোলক । তা আমি বুঝিচি । যখনই জ্ঞানের কথা বলেচ, তখন  
তোমার ধ্বংসের দৌড় জানতে বাক্তি নেই । পালাবার উপায় নেই,  
তাই ঘস্ত্রের ভিতর বসে আছি । আমি পায়ে বেড়ী দিয়ে ঘরে ঢাবি  
দিয়ে রেখে দেবো ।

শিবসুন্দরী । এর উপর বেড়ী, আর না । এক বেড়ীতেই এই  
অবস্থা হয়েছে ।

(প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ ।)

গোলক । তোমরা আবার যদি আমার বাড়ীতে প্রবেশ কর, আমি

তৎক্ষণাৎ অপমান করে দূর করে দেবো। দিন নেই, রাত নেই, আমার অন্দর মহলে যেন কীৰ্ত্তনের আকৃড়া বসিয়েছে। মাগিদের আর মরবার জায়গা নেই।

শিবসুন্দরী। আমায় যত পার তিরস্কার কর, ইচ্ছা হয় মার। ওদের কি অপরাধ? আমি আস্তে বলি তাই না দয়া করে আসে। এত দিন কি কেউ তোমার বাড়ীতে আসতো?

[ প্রতিবাসিনীগণের প্রস্থান।

গোলক। আমি দরওয়ানদের বিশেষ সতর্ক করে দিয়ে আসি।

শিবসুন্দরী। আমি বাগানের দিক দিয়ে জ্বাসতে বলে দোবো। জ্ঞান বলে দিয়েচে।

গোলক। তোকে না তাড়ালে আর বাস্তবিক আমার কল্যাণ নাই। তুই দূর হ। আমি বলাচি তুই এখনি যা। আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। আমি তোর মুখ আর দেখতে চাইনি।

[ প্রস্থান।

শিবসুন্দরী। হরি, হরি, হরি। এতদিনের পর মনোসাধ পূর্ণ হলো, আর বন্ধন কেন? আর সংকীর্ণ স্থানে কেন? জীবগণ মোহ-তিমিরে আবৃত—দেখি যদি আমার দ্বারা কিছু উপকার হয়। ভগবানের ইচ্ছা যা তাই হবে।

( পুত্রবধুর প্রবেশ। )

পুত্রবধু। মা! আমি তোমার সঙ্গে যাব। নিয়ে যাবে ত? দেখ মা এখন কাউকে প্রকাশ করো না। আমি অহুমতি নিয়ে রাখলুম কিন্তু যাবার বিলম্ব আছে।

( দাসীর প্রবেশ । )

দাসী । ওগো কনে দিদি ! শিগ্গির এস, বাবুর ভেদ্ বমি হচ্ছে ।

শিবস্বন্দরী । এই যে এখান থেকে গেল !

দাসী । দেখ্বে এস । তুমি কেবল পূজো পূজো করবে । সন্ন্যাসীর  
ঠাকুর নিয়ে, সন্ধানশ কল্লে আর কি ! যাবে ত এস না ।

শিবস্বন্দরী । তোরাও কি ভাল কথা জানিস নি ?

দাসী । তোমার আবার ভাল কথা বলবো ? আমি এই সংসারে  
বুড়ো হ'লুম । এমন মেয়ে কোথাও দোঁখনি ! এখন যাবে কি না ?  
আমি ঘিরে গিল্লি মাঁকে বলে দিইগে৷

শিবস্বন্দরী । কিসে কি হয়, কে জানে—

পুত্রবধু । ম্যা ! এতো অমঙ্গল হচ্ছে কেন ? সত্যি কি সন্ন্যাসীর  
ঠাকুর এনে এমন হ'লো ।

শিবস্বন্দরী । সংসারের লোকেরা বিষয়নাশ প্রাণবিরোগ দেখলে  
অমঙ্গল বলে, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে মঙ্গল বলেন । বিষয়াচ্ছন্ন না কেটে  
গেলে, দিব্য-জ্ঞান চক্ষু কিসে হবে ? সন্ন্যাসীর ঠাকুর এ সংসারকে  
পরিভ্রাণ করলেন । চল একবার দেখে আসি । এই সময়েও যদি জ্ঞান  
লাভ করতে পারে, তা'হলে পরকালে সঙ্গতি লাভ হবে ।

[ গৃহদ্বারে শৃঙ্খল প্রদান পূর্বক প্রস্থান ।



## চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

উদ্যান ।

( তারাচাঁদের প্রবেশ । )

তারাচাঁদ । আজকে যে করলে ফেলোচি, তাতে কৰ্ত্তাবাবুকে, আর ছিঁড়ে পালাতে হবেনা। কি মজাই কল্লুম ! আপনার বুদ্ধিকে আপ নিই বাহবা দিই। ছেলে বেটাকে ত খুন কল্লেম, তারপর বুড়ো বেটাকেও সে দিন এক চাল চলেছিলুম, তাতে রক্ষা পেয়ে গেল। বিষ খাইয়ে ঠিক গুলাউঠা দ্রাগ ক'রে দিবেছিলুম, ডাক্তার বেটাও ধরতে পারে নি। সেও বললে গুলাউঠা। এমনি বেটাদের বিজ্ঞা। কৰ্ত্তার নূতন স্ত্রী—কি ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়ে দিলে, অমনি কমে গেল ! আমি ত স্বচক্ষে দেখলুম। যাই হোক, আজকে যে খেলা খেলবো, শিব সাক্ষাৎ হলেও নিস্তার নেই। জাল উইলবানাও করেচি। এই কীর্তিটা গেলে তারাচাঁদ অমনি বাবু হয়ে বসেন আর কি ! আমি কিন্তু মহারাজার খেতাবটা কিনবো। আর ঐ যে কতকগুলো ই, বি, সি, মামের পরে লেবে, তাও কিম্বদন্তি হবে। আজ রাত্রেই কস্ম ফর্সা হবে। কাল সকাল বেলায় কোম্পানিতে একলাক টাকা পাঠাচ্ছি আর কি ! পরন্তু দিন অমনি মহারাজা হয়ে আসা সেঁটা লোক জন আগে পাছে থাকবে। ওঃ তখন আমি মহারাজা তারাচাঁদ দাস বাহাদুর হবো। ইংরাজীটা জানি না, খবরের কাগজ পড়বো কেমন করে ? সকাল বেলা উঠে কেদারায় বসে কাগজ দেখতে ত হবে। দেখবো, মাথাটাতা নাড়বো, কখন হাসবো,



কখন বলবো বা এখনটা বেশ লেখা হয়েছে। এই রকম করে লোক ভুলিয়ে দেবো। যদি লাটসাহেবের সভার সভ্য করে, তা হলে কি হবে? সেই দিন ডাক্তার সাহেবের চিঠি পাঠাব। আর একটা ঠংবাজা মুন্সী রাখতে হবে। এ সকল ত হলো কিন্তু ঐ ছুড়ীটা—সম্বন্ধ কিসের? প্রতিপালক—তুমিও যেমন আমার কাছে বাচ বিচার নাই—

( চাপরাসীর প্রবেশ । )

চাপরাসী। দাওয়ানজী মশাই, বাবুরা সব এই দিকে আসছেন।  
ভার্টাচাদ। বটে?

গোলক, উকিল, ডাক্তার, ডিপুটী, মুন্সেফ, সদরওয়ালী  
এবং জ্ঞানের প্রবেশ ও উপবেশন।

উকিল। জ্ঞানকে আজ অভিষেক করতে হবে।

ডাক্তার। তার সন্দেহ কি? এই অল্প বয়সে ছোঁড়াটা বড়ই  
খেপে উঠেচে, লেখা পড়া শিখে কোথায় উন্নত হবে? তা না হয়ে সেই  
বুদ্ধ পিতামহের ধরণগুলো আবার কেঁচে বাহাল করেছে।

মুন্সেফ। কৈ গোলক বাবু! বিলম্ব কিসের, আমরা কিয়দূরী  
আসেচেন?

উকিল। জ্ঞান, তুমি নাকে ঠাঁড়ি কাট এঁকে রেখেচ কেন?

ডাক্তার। সর্ব জীবেরই চৈতন্য বিরাজিত। সেই জন্তে ঐ হাঁড়ি  
কাটের ভিতরে চৈতন্যকে ফেলে, জয় মা—কেমন ভাই জ্ঞান।

জ্ঞান। যা ইচ্ছা হয় বলুন, বলে খুশি হন আবার বলুন।

ডাক্তার। জ্ঞানের সহগুণ অতিশয়। সাধুর ধরণটা হয়ে এসেচে।  
আচ্ছা তোমাদের নিতাইকে জগাই মাখাই কলসির কান। ফেলে মেরে-

জান, তবু রাগে নি। যদি তোমাকে আমরা রোষ্ট করি তা'হলে কি কর ?

জান। তা করবেন—

উকিল। কথায় চটেন না, ভারি সহ্যশীল ত। আমি জানি বন্দ-বন্ডেল গুলো মিটিমিটে ডান।

( মদের বোতল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ । )

( সকলের মত্তপান । )

জান। আমি তবে এখন আসি—

সদরওয়াল। সে কি হে, তুমি নাকি নির্দোষ হয়েচ! মদের খণ্ডেই পালাতে চাও। ছি! ছি! বি, এল পাস ক'রে হ'লে কি ?

( নানাবিধ মাংসাদি লইয়া মুসলমান ভৃত্যের প্রবেশ । )

জান। আমি আসি। এখনি আপনাদের আনন্দের হানি হবে।

মুন্সেফ। তুমি কু'সে ব'সে দেখ—আমরা ছ'শো মজা করি।

( সকলে মিলিয়া মাংস ভক্ষণ ও মদিরা সেবন । )

গোলক। আমার পাচকটা বিশেষ সুনিপুণ, কেমন ডিপুটী বাবু ? ডিপুটী। অতি সুন্দর।

সদরওয়াল। আমায় একটা দিতে পারেন ? আমার বাঁকটিটা পাকা বটে, কিন্তু একটা মাংস ছোয়না, বলে মোদের জাতির হারান, আমার কিন্তু ঐটিই ভাল লাগে—বাঁবা, হাড় নাই।

মুন্সেফ। জ্ঞানবাবুর অমন করে ব'সে থাকাকা ভাল দেখাচ্ছেনা : একটু একটু চলুক না।

গোলক। এতে বড় নেই।

( চন্দ্রমুখী এবং বেদানার প্রবেশ । )

( জ্ঞান বাতীত সকলে গাত্রোথান পূর্বক )

আস্তা'জ্জা হোক, আস্তা'জ্জা হোক ।

সদরওয়াল। আপনাদের এত বিলম্ব কেন ? আমাদের আস্তা'জ্জা কিছুতেই জন্মছিল না, যেন অন্ধকার হয়েছিল ।

চন্দ্রমুখী। তবে কি এখন চন্দ্রোদয় হ'লো ?

সুস্মেক। তার সন্দেহ কি? “এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার করে। লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করিতে পায়েরে ॥” আমাদের এখানে আজ ভোড়া চাঁদের উদয় ।

ডিপুটী। ভাল ত চাঁদ ?

চন্দ্রমুখী। তুমি ত আর খবর রাখ না ।

ডিপুটী। মান কেন—বাড় ?

সদরওয়াল। হবে না ? স্বীজাতি অভিমানের গড়া ।

চন্দ্রমুখী। অভিমান ক'রে আর কি করবা ? আপনারা পার রাখেন তাই এখন এদেশে আছি, তা নইলে ( জ্ঞানক্রমে লক্ষ্য করিয়া ) এষ্ট যে বাবু—বদি এখনি বিদেয় ক'রতে পারেন ত আর এক ঘণ্টা রাখেন না । সে দিন উকিল বাবু আমাদের বারাণ্ডা থেকে গুঁর তিলক দেখে ঠাট্টা করেছিলেন, আমিও ছ একটা কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন কি, “এ বাস্তবিকই ইঁাড়িকাট, এতে অবিজ্ঞা শক্তি বলিদান দেবো” । তারপর আমি জানলুম যে, আমাদেরই অবিজ্ঞা বলে ।

ডাক্তার। নাও ভাই এক গ্যাস, শরীর মন তাজা কর । আর ও অর্ধাচানের কথায় কাজ নেই । ( মদ্য প্রদান ) ।

উকিল। জ্ঞানচন্দ্র হে, আজ তোমার জ্ঞানচন্দ্র উদয় করে দিই ।

দেখ্‌চো কত চক্কের উদর হয়েছে । আর কেন অজ্ঞান তিমিরে অবস্থিতি  
করবে ? সংসারের সার স্বর্থ এই কামিনী আর লাল পানি ।

গোলক । বাজে কথা রাখ বাবা, একটা গান হোক ।

সকলে । হাঁ হাঁ ঠিক—আচ্ছা চাঁদবদনী, একটা চলক না ?

চন্দ্রমুখী ও বেদানার গীত ।

প্রাণ চায়না মারে কারে ।

নিতে যে পারে, সে পারে ॥

যে প্রেমিক হ'তে চায়, সাথে প্রাণ বিকায়,

না বিলালে আপন প্রাণ, পরের প্রাণ কি পায়—

প্রাণে প্রাণে মেশামিশি, প্রাণ কেড়ে নেয় জোর করে ॥

গোলক । বা ।

সকলে । বেশ, ভাই বেশ—ডবোল বেশ ।

মুন্সেক । এন্‌কোর দাদা—এন্‌কোর—

উকিল । ( জ্ঞানের প্রতি ) দেখ ভাই দেখ, একবার চক্ক খুলে  
দেখ । যাদের জগ্গে সংসার, যাদের জগ্গে জগৎ ; আমড়া ভাতে জাত  
ধেরে যে লেখা পড়া শিখেছিলুম, তার এই পুরস্কার হাতে হাতে ।

মুন্সেক । দেখ ভাই বেদানা, তুমি একটিও কথা কচ্চ না যে ?

বেদানা । কথার সময় হলোই কইব, আপনারা শু্যু ত এতক্ষণ বোবা  
ছিলেন ।

ডাক্তার । খাণ্ড না ভাই, এক ম্যাস ।

বেদানা । আমি মদ খেতে জানি নি ।

সকলে । ( উচ্চ হাস্য ) ছি ! ছি ! এমন বেলই কথাটা বলে  
ফেললে ।

চন্দ্রমুখী । আপনাদের জ্ঞানবাবু যদি মদ খান, বেদানাও তাই হ'লে পাবে ।

উকিল । বেশ বলেচ । জ্ঞান, লেডির request রাখ ।

চন্দ্রমুখী । আমার হেলথ পান করুন ।

জ্ঞান । মান রাখলেম । ( সুরা ভূতলে নিক্ষেপ )

উকিল । এমন পশু তুই । তোর পশু জন্ম আজ সূচোণে । তারাচাঁদ পর বেটাকে—ওর গালে মদ ঢেলে দোবো । যদি না গেলে তাহ'লে না করার তাই করকো ।

জ্ঞান । আমি সুরা স্পর্শ করি না । আপনাদের অন্তরোধে এই সম্মান রক্ষার জন্তে তাও করুন । তথাপি অত্যাচার ক'ছেন কেন ? আমি নিমন্ত্রণে আসতুম না, কেবল আপনাদের সম্মানের জন্তে এসেছি । এখন অন্তরমতি করুন—আমি বিদায় নি ।

ডাক্তার । ( মাংসের টুকরা জ্ঞানের গায়ে নিক্ষেপ ) । খাও না খাও আশ্রয়টা নাও, পশু জন্মটা সাথক হো'ক ।

( ইত্যবসরে তারাচাঁদ কর্তৃক সুরার সহিত বিম প্রয়োগ এবং তাহা গোলককে প্রদান ও গ্রহস্থান । )

গোলক । চন্দ্রমুখী ! আমার হাতের মদ ভারি আনন্দদায়ক । পান কর, পূর্ণানন্দ লাভ করবে ।

চন্দ্রমুখী । ( পান করিয়া ) উঃ এত তিস্ত কেন ? ( বমন ) ।

সদরওয়াল । ঐমন হ'লো কেন ?

চন্দ্রমুখী । ( বমন ) ওঃ আমার প্রাণ যেন কে টেনে আন্টে । প্রাণ কেমন করচে, সর্বশরীর যেন ভেঙ্গে গেল—মলেম ।

ডাক্তার । যেন ঐষ্ট্রিকনিয়ার দ্বারা বিষাক্তের দ্বারা বোধ হচ্ছে উঃ কি কনভালসান !

ডিপুটী : কি যত্ননা !

সদর ওয়ালী । ষ্ট্রিকনিয়া দিলে কে ?

মুন্সেফ । আমার বোধ হয় তারাতাদের কক্ষ । সে গেল কোথায় ?

গোলক । সেট না আমার ঐ প্লাস দিয়েছিল ? কে আচিস্ রে—

( চাপরাসীর প্রবেশ । )

গোলক । তারাগেগি কোথায় ?

চাপরাসী । দাওয়ানজী একটু আগে বাসায় গিয়েছেন ।

গোলক । শীঘ্র ডেকে আন ।

[ চাপরাসীর প্রস্থান ।

সদর ওয়ালী । এঠ কাগজখানি কি, দেখুন দেখি ।

গোলক । উঠল ? তারার নামে ! কি নকশাশ ।

ডাকল । চন্দ্রমুখা ত অজ্ঞান হয়ে এল । উঃ ! কি খেচনী !

বেদানা । হ্যাগা ডাক্তার বাবু, চিদ্দিকে একটু অশুধ দিন না ।

দিদি কি বাচবে ? ওয়া, চোক কপানে তুলে বে ? হ্যাগা কি হবে

গা ? দিদি কি আর বাচবে না ?

জ্ঞান । আমি পুণিশে সংবাদ দিইগে ।

[ প্রস্থান ।

গোলক । জ্ঞানবাবু, স্থির হোন ! একটা কথা শুনে যান !

ডিপুটী । এখন উপায় ? আমাদের আর লক্ষ্যার সীমা থাকিবে না ।

আমি এ মোকদ্দমার হাঁকিম, ফেমেন ক'রে বিচার ক'রবো ? এবার

দেখ্চি চাকরি থাকা দায় ক'লো ! আমি এই বেলা পালাই তোমরা

কেউ আমার নাম কোরো না ।

ডাক্তার । জ্ঞান কি না বলবে ?

( চন্দ্রমুখীর মৃত্যু । )

বেদানা। কি হ'লো, দিদি, কি হ'লো! আমার কি হবে?  
কেমন ক'রে ঘরে বাব!

( ইন্সপেক্টর, কন্টেবল এবং জ্ঞানের প্রবেশ । )

জ্ঞান। এই দেখুন মৃত চন্দ্রমুখী বেওয়া, ঐ বোতল, আর এই দেখুন হাকিমগণ এই বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত। আর ঐ থানা জাল উইল। ( বোতল ও উইল আরম্ভ করণ । )

( দ্রুতপদে তারাচাঁদের ও পশ্চাৎ কন্টেবলের প্রবেশ । )

তারাচাঁদ। বাবু, রক্ষা কর, আমি এই আপনাদের এখান থেকে বাসার গিয়েছি। আপনারা সকলেই দেখেছেন। বিষ দিয়েছি ব'লে আমার গ্রেপ্তার ক'রে।

জ্ঞান। এই তারাচাঁদ, আমি একে এক একম সাদা গুঁড়ো দিতে দেখেছি।

ইন্সপেক্টর। বাবো শালাকে।

( কন্টেবল বন্ধেনোদাত । )

তারাচাঁদ। দোহাই ইন্সপেক্টর বাবু, আমি কিছুই জানি নি। যদি কিছু হ'য়ে থাকে, ঐ জ্ঞান বাবুই করেছে। আপনি বরং জিজ্ঞাসা করুন ও মদ খাননি। কত ঠাট্টা তামাশা হয়েছিল। উঃ বড় লাগে ছেড়ে দে—কে, আমি কি চোর না ডাকাত। দেখ বাবু, দেখ, রক্ষা কর আম'র।

( ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রবেশ । )

ম্যাজিস্ট্রেট। কি এ? ডিপুটী, সুস্কেফ, সুবডিনেট জজ, ডাক্তার, উকিল, আপনারা এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত! ইন্সপেক্টর, তুমি সংবাদ পাঠিয়ে ভাল ক'রেছ। এখন লাস চালান কর, আর বোতলটা কেমিক্যাল একজামিনারের আফিসে পাঠিয়ে দাও। এই বুঝ আসামী?

ইন্স্পেক্টর । আজ্ঞে—হাঁ হজুর ।

তারাচাঁদ । ধর্ম্মাবতার ! ঐ জ্ঞানবাবুই সব করেছে ।

জ্ঞান । ধর্ম্মাবতার ! ঐ জাল উইলখানা দৃষ্টি করুন ।

ম্যাজিস্ট্রেট । তাই ত—তারাচাঁদের নামে যে ?

গোলক । আজ্ঞে, আমি ও করি নাই ।

ম্যাজিস্ট্রেট । বুঝ্‌চি । ( ইন্স্পেক্টরের প্রতি ) আসামীকে হাজতে পাঠিয়ে দাও । আপনাদের একটা কথা ব'লে যাই । আপনাদের হাতে প্রজাদের মান, সম্ভ্রম সঙ্গাসঙ্গ শাস্তিরক্ষার ভার রয়েছে । আপনারা আজও চরিত্র সংগঠিত ক'রতে পারেন নাই । আমি কি ক'রে গভর্মেন্টে এ কথা লিখবো, তাই চিন্তা হচ্ছে । ইংরাজী শিক্ষায় কি আপনারা এই কল লাভ করেছেন ? দেখ্‌চি, আমাদের মত থানা প্রস্তুত রয়েছে । অতি অগ্রায়—এমন কুৎসিত অনুকরণ ক'রতে কেন শিক্ষা করেছেন ? আমাদের যে সকল সদগুণ আছে, সে সকল ত আপনারা অনুকরণ ক'রতে চেষ্টা পান না । গুণ অনুকরণ ক'রতে পরিশ্রম আবশ্যক । আমি সবদা দেখতে পাই, সাহেবি ধরণের পরিচ্ছদ, সাহেবি চাল, সাহেবি চং, এগুলো কেন করেন ? আমরা কি এই অনুকরণ প্রথা শিক্ষা দিয়ে থাকি ? আপনারা এই রূপে নষ্ট হবেন, আর আমাদের কলঙ্ক বিস্তার হবে ? দেশীয় রীতি নাতি, দেশীয় বেশ ভূষা, দেশীয় উন্নতি যে, ব্যক্তি মাত্রেই শোরবের জিনিস তা কি আপনারা অবগত নন । ইতিহাস পাঠ কি জ্ঞান করেছেন ? আর্থাভূষিতে আর্থা-সম্ভান হ'য়ে আর্থাঙ্গের জগৎ বিখ্যাত যশোকাঙ্ক্ষি লোপ করবার হেতু হচ্ছেন । আমরা এখন আর্থাংশ সম্ভূত হ'তে ইচ্ছা করি, তা কি আপনারা জানেন না ? এমন ক'রে কেন আপনাদের সর্বনাশ নিমন্ত্রণ ক'রে আনছেন ? আমার প্ৰশ্ন নিম্ন । আপনারা দেশীয় রীতি



নীতি কখন পরিত্যাগ করবেন না। তারই উন্নতি বিধানে যত্নবান হউন। পরিণামে মঙ্গল হবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একজন ঠংরাঙ্গী বেশধারী বাঙ্গালীকে দেখলে কি ব'লে ব্যক্ত করা যায়? রূপে সাহেব নয়, চালচলে সাহেব নয়, শক্তিতে সাহেব নয়, এ সকল দেখলে বাঙ্গালী ব'লতে হবে। আবার পরিচ্ছদ, চং দেখলে সাহেব ব'লে বোধ হয়, এমন ব্যক্তিকে কি ব'লেবে?—না বাঙ্গালী না সাহেব, এমন ব্যক্তিকে ব্যাভিচারী ব'লতে হবে। আমি সত্য কথা ব'লচি, এমন ব্যক্তিদের আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আর প্রকৃত দেশীয়েরা ত তাদের ঘৃণা করেনই। এমন কিস্তুত কিমাকার সম্প্রদায় হ'বার তাৎপর্য কি? যাই হোক, এট মৌকদ্দমায় যাতে আপনারা বিশেষ শিক্ষা পান, তাই আমি করবো। গুড্‌নাইট জ্ঞান বাবু।

[ প্রস্থান। ]

জ্ঞান। ভগবানের খেলা কে ধণ্ডন করবে? এখন এ বিপদের ত্রাণকর্তা এক মাত্র তিনি। আমার পরামশ শুভুন, তাঁকে আপনারা প্রাণপণে ডাকুন, আমিও আপনাদের জন্তে প্রার্থনা ক'রবো।

[ প্রস্থান। ]

[ লাস এবং আসামী লইয়া ইন্সপেক্টর প্রভৃতি ]

সকলের প্রস্থান।

বেদীন্দ্র। ডাক্তার বাবু! দিদিকে কোথায় নিয়ে গেল?

ডাক্তার। ডাক্তারে সাথেবের কাছে পরীক্ষা হবে।

সদরওয়াল। আর ওর কথা শুনে আমাদের কি হবে? এখন চল, যাতে অপমান থেকে উদ্ধার হ'তে পারি, সেট পরামশ করা যাক্।

[ সকলের প্রস্থান। ]

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

কালী মন্দির ।

জ্ঞান এবং ডাক্তারের প্রবেশ ।

ডাক্তার । আপনার কাছে আমি বিশেষ বাধক আছি বলে কি. বা আমার অন্তরের কথা নয়, তাহা স্বীকার করবো ? অন্তর, এ কথা কখন বিশ্বাস করতে পারবো না । সাধু বল, ভক্ত বল, তাতে ক্ষতি নাই ।

( ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ । )

ডাক্তার । কি বলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ? আপনিও ত আমাদের সকল শুনেছেন ।

ভট্টাচার্য্য । ক্লৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভায় বিচার ক'রে চৈতন্যকে অংশাবত্মরও নয়, আর পূর্ণাবতারও নয়, স্থির হয়েছিল । এ সাধুটিকে সেই প্রণয় ভক্ত বলতে পারি । আর আমাদের শাস্ত্রে যে সকল অবতার কখন আছে তন্মধ্যে কলি অবতার অবশিষ্ট আছে ।

জ্ঞান । শ্রীমদ্ভাগবতে যে অসংখ্য অবতারের উল্লেখ আছে—পুস্তকের বিতরণ কাম্য কি ? লক্ষ্য দ্বারা স্থির করেই হয় ।

ভট্টাচার্য্য । ইনি কি অলৌকিক কোন কন্ম করেছে ? শক্তি কোথায়, এক এক জন সিদ্ধ পুরুষেরই অদ্ভুত ক্ষমতা, তাও এর নাই । সাধু বল তাতে ক্ষতি নাই ।

ডাক্তার। আমি ত তাই বলছি। জ্ঞানবাব সকল বুঝে—এইটে কেমন সেকেন্দ্রে ধরণের কথা বলছেন। মানুষ কখন পূর্ণ হ'তে পারে না।

জ্ঞান। প্রত্যেক পদার্থ পূর্ণ তা জান ?

ডাক্তার। কেমন করে—এক কলসী জল কি সমুদ্রের জলের সমান ?

জ্ঞান। স্থলে নয় বটে, কিন্তু অণু পরমাণুর হিসাবে পূর্ণ ঋণ্ড ব'লে যা বোধ হয়, তা কেবল অবস্থার কথা। আমরা বাকে ক্ষুদ্র মনে করি, তাদের আবার আণুবীক্ষণিক কাঁটাতির চক্ষে, বৃহদাকাবে প্রতীকমান হয়।

ডাক্তার। তাই যেন হ'লো, তাতে অবতার প্রমাণ ক'রবে কিসে ?

জ্ঞান। যেমন জড়জগতের আবিষ্কারক, তাঁরা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা মধ্যাদাপন্ন। তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের ভগ্ন প্রকাশকদের অবতার বলে।

ডাক্তার। এ প্রকার অবতারদের আমি বিশ্বাস করি।

জ্ঞান। তবে বিশ্বাস না কর কি ?

ডাক্তার। পূর্ণ ব্রহ্ম। এই কথা।

( ব্রহ্মজ্ঞানী নিশিবাবুর প্রবেশ । )

• নিশি। জ্ঞানবাবুর ঐ কথাটা আর কিছতেই গেল না।

ডাক্তার। আর্মিণ্ড তাই বলছিলেন।

নিশি। আমরাও ত হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেছি। দেখুন যজ্ঞোপবীত কেনে দিয়েছি, হিন্দুসমাজ পদযাত্রাতে চূর্ণ করেছি; জ্ঞানি একাকার করেছি, এ সকল শিক্ষার ফল, বৃত্তমান রীতি নীতির ফল। পূর্বে কাশা বৃন্দাবন যেতে হলে, ছ'মাস এক বৎসরের কমে হ'তো না।

আমাদের পিতা মাতারা তাই ক'রে গেছেন। আমরা কি সেই জন্ত রেলের গাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাশী গমন করবো না ? খবরাখবর প্রেরণ করতে হ'লে কি ডাকে অথবা টেলিগ্রামের সুবিধা ছেড়ে দোবো ? রজনীতে গ্যাসের আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চলে যাব ? যা তাঁরা না করেচেন, আমরা সুবিধা অসুবিধা না বিচার ক'রে তাই করবো ? এ কি কঁথার মত কথা, না সামান্য জ্ঞানের পরিচয় ? জ্ঞানবাবু, জ্ঞানবান হয়ে এমন অজ্ঞানের মত কথা বলা উচিত নয়। যাই বল, এটা তোমার নিতান্ত কুসংস্কার।

জ্ঞান ! কে বলে আপনাকে কুসংস্কার, অথবা পিতা পিতামহের আদিষ্ট কন্ম ব'লে সম্পন্ন ক'রে থাকি ? সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেরই বুদ্ধি বৃত্তি আছে। সকলেই বাহিরের ঘটনা পরম্পরা দর্শন, স্পর্শন এবং সংযোগ করিচেন। সকলেই সকল বিষয়ের কার্যাকারণ অনুসন্ধান ক'রে নিরস্ত হইছেন। যতপি কার্যাকারণ বিচার ক'রে কারণ সাব্যস্ত হয়, তা হ'লে সে কারণ কে পরিত্যাগ করবে ? এমন কোন কথাই নাই যে, পূর্বকালের সকল বিষয়ই পরিত্যাগ করতে হবে। এই কথাটাই যে মহা কুসংস্কারের কথা। তাঁরা জলকে জল বলতেন, তবে আমরা অমৃত নাম করি ! তা না হ'লে ব'লবে কুসংস্কার। মানুষকে মানুষ বলাও সেই জন্ত বল কুসংস্কার। রেলের গাড়ীর কথা যা বলে, ও সে সময় প্রস্তুত হ'লে তাঁরা কি ব্যবহার করতেন না ? আচ্ছা, এ সকল বলবার তোমার অভিপ্রায় কি ?

নিশি। তখনকার লোক-সাধন প্রণালীর সুব্যবস্থা জানতো না, তাই গাছ, মানুষ, পাথর পূজা করতো। এখনকার নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা। এমন প্রণালী কেউ কখন জ্ঞানতো না। তাই বলি, আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ কর, পরিভ্রাণ লাভ করবে।

জ্ঞান। এ সকল কথা আলোচনা করতে লজ্জা বোধ হয়। কিঞ্চিৎ সামান্য জ্ঞানের প্রয়োজন; কেবল পুস্তক পাঠের কন্ম নয়—সাধন আবশ্যিক। নিরাকার উপাসনা নূতন নয়, আমাদেরই বৈদান্তিক মত।

নিশি। তবে তোমার আপত্তি কেন?

জ্ঞান। আপত্তি কিছুতেই নাহি। তবে অযথা ইংলেই কথা কহতে হয়। সাধকের প্রণমাবস্থার নিরাকার উপাসনা। মূর্তিকার দেবদেবী হোক, আর দারুময়ই হোক কিম্বা পাতুনির্মিতই হোক, এ সকল নিরাকার লক্ষণ। যখন দেবদেবীর পূজা হয়, তখন প্রাণপতিহার বানস্তা আছে। কোন দেবতাকে আহ্বান করা হয়, ক'রে পূজা করা হয়, আবার তাঁকে দক্ষিণাস্থ করা হয়। সেটা কি জ্ঞান আছে? সেই জন্ত সাধকের প্রণমাবস্থা নিরাকার। যখন সাধনে নিমগ্ন হ'য়ে অভিলষিত দেবতার দর্শন লাভ হয়, তাকে সাকার বলে। তারপর প্রেমের সময়। যেমন তুমি এক জ্ঞানের নাম শ্রবণ ক'রে তাঁর নিকট গমন পূর্বক দর্শন লাভের পর যে বাক্যালাপ হয়, সেইরূপ তিন অবস্থাতে এই প্রকার তিন ভাব রয়েছে।

নিশি। সাকারের অর্থ কি কাট, মাটি নয়? তবে পূজা কর কেন?

জ্ঞান। সাধক দ্বিতীয়াবস্থায় বা দর্শন করেন, তারই আভাস রূপ উদ্দীপনের জন্ত প্রস্তুত ক'রে রাখেন।

নিশি। তবেইক মানুষ্যের দ্বারা ঈশ্বরের গঠন হয়েছে।

জ্ঞান। ভাব ত 'মানুষ্যের নয়! বা তিনি সাধককে দেখান, তাই গঠিত হয়। এই জন্তে জড় মূর্তির আদি কারণ ঈশ্বর।

ভট্টাচাৰ্য্য। সাধক নিরাকার বা বলেচ, তা অতি সত্য কথা কিন্তু অবতার ক'কে বল সে কথাটা ভাল বুঝনি।

জ্ঞান । জীবের দয়া অবতারের প্রথম লক্ষণ । সর্ব জীবের সমভাব দ্বিতীয় লক্ষণ । নিঃস্বার্থ প্রেম তৃতীয় লক্ষণ । সাম্প্রদায়িক ভাব পরি-  
শুদ্ধ চতুর্থ লক্ষণ । পরম বৈরাগ্য পঞ্চম লক্ষণ । পাত্তিত ব্যক্তির  
আশ্রয়দাতা ষষ্ঠ লক্ষণ । জৈবদর্শ্য বিবর্জিত সপ্তম লক্ষণ ।

এই সকল লক্ষণ যে ব্যক্তিতেই প্রকাশ পায়, তাঁকেই অবতার বলে ।  
সাবুদিগের এই সমুদায় লক্ষণ কখন প্রকাশ পায় না ।

ভট্টাচার্য্য । স্বীকার করুন যে, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত পুরুষই  
অবতার, কিন্তু এর ত এ সকল লক্ষণ নেই ।

জ্ঞান । আছে কি না, আমি কথার বলবো কি ? যद्यপি দেখতে  
চক্ষু হয়, সরল মনে, বাকুল প্রাণে তাঁর শরণাপন্ন হোন, সকলই প্রত্যক্ষ  
করবেন । কথায় কি আছে ? আমরা কথার কথাকে কথামাত্র  
জ্ঞান করি । স্বচক্ষে দর্শন করা চাই ।

ডাক্তার । একজনের আশ্রয়ে থাকেন, কেন ? সকলের কাছে  
এত ধীনতা বা স্বীকার করেন কেন ?

জ্ঞান । বালককে যখন ক, খ, শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন গুরু মহাশয়  
নিজে ক, খ, লিখে দেখান । তাই বলে কি গুরু মহাশয়কে মূর্খ বলা  
যাবে ? আমরা তবু সম্বন্ধে পঞ্চনবর্ষীয় বালক বিশেষ । তাই উনি  
নিজে আমাদের শিক্ষার জন্তে আপনি কার্য্য ক'রে থাকেন । একেবারে  
অভিমান শূন্য না হ'লে তত্ত্বজ্ঞান কখন প্রাপ্ত হ'বার উপায় নাই ।

ডাক্তার । তাও স্বীকার করুন, শক্তি উপদ্রবী কেন ?

জ্ঞান । শক্তি ভিন্ন আর আছে কি ? ঈশ্বরের শক্তি না থাকলে  
কে তাঁকে জানতো, কেনই বা তাঁর শরণাপন্ন হওয়া । আমরা কেন  
তাঁকে ডাকি ? পাপ তাপ হতে মুক্তিলাভের জন্তে—তার অর্থ  
আমাদের পাপ ধ্বংস করবার শক্তি তাঁর আছে । এ শক্তি না থাকলে

ঈশ্বর সহায়তা প্রার্থনা কেহই করতো না। ধনীর নিকট ধন বাচিজ্ঞা করে, দিওয়ানের নিকট বিদ্যাার্ণী হতে হয়। বিশেষতঃ আজ কাল জড় শক্তির অতিশয় প্রাবল্য, দেখ--রেলগারে, জাহাজ, ইত্যাদি নানাবিধ কল চলচে উদ্ভাপ শক্তিতে; তারে সংবাদ চলচে তড়িৎ শক্তিতে, উর্দ্ধে বিচরণ করচে পদার্থ শক্তিতে; মনুষ্যেরা নানাবিধ প্রতিষ্ঠা লাভ করচে বিদ্যাশক্তিতে; জম্বীর বোধ হচ্ছে জ্ঞান শক্তিতে। তথাপি শক্তি পূজা উপেক্ষা ক'রে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রচলিত হয়েছিল। ইনি নিজে শক্তি উপাসনা ক'রে, শক্তিশিববিজিত একাক্ষী ব্রহ্ম সাধন, পরি-বর্তন করে ব্রহ্মশক্তি বা যোগ ভাব শিক্ষা দিলেন।

ভট্টাচার্য্য। আমাদের শাস্ত্রে যে যুগল মঙ্গল সাধন রয়েছে, তারও উদ্দেশ্যে কি ব্রহ্মশক্তি।

জ্ঞান। সকল যুগল নয়। সাধকের অবস্থা বিশেষে যুগল ভাবেব তারতম্য আছে। প্রথমাবস্থায় শিব-ভূগী ভাব। ভগবতীকে মাতা এবং শিবকে পিতা জ্ঞান। আর রাধা-কৃষ্ণ ভাব সাধকের চরমাবস্থা। রাধাকে আনন্দরূপিনী বলে। মাতৃভাবে উপাসনা ক'রে যে অবস্থায় আনন্দ উথলে উঠে, তখনই রাধা ভাব ব'লে কথিত হয়।

ভট্টাচার্য্য। তবে এই রূপ সকল ভাবের কল্পনা মাত্র ?

জ্ঞান। ভাবের কল্পনা কি ? তাঁদের সত্ত্বা হেতু ভাব। এর মধ্যে ছোট বড় নাই। দুই সত্য।

নিশি। দেখ--কুণ্ঠা, ভূষণ, কাম, ক্রোধ এগুলি সব ভাবের বিষয় এবং তাদের তারতম্য ও ব্যাঘা, কিন্তু রূপ ত নাই।

জ্ঞান। যতপি কোন ব্যক্তির ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাকে দেখবা মাত্র কি ক্রোধী ব'লে জ্ঞান হয় না ?

নিশি। তা হয় বৈ কি।

জ্ঞান । ক্রোধের ত রূপ আছে, তা' নইলে কি দেখা যায় ?

নিশি । ভাবে সেই প্রকার পরিবর্তন করে দেয় ।

জ্ঞান । দেখ, ভাবে আকৃতি পরিবর্তন হ'তে পারে এবং বস্তুতঃ তাই ঘটে । কারণ ক্রোধে, কামে, লোভে, আনন্দে, হতাশে সর্ব অবস্থায় মনুষ্যের মুখাকৃতি দ্বারা আভ্যন্তরিক ভাব উপলব্ধি করা যায় । এই প্রজ্ঞা প্রত্যেকের স্বাভাবিক স্বীকার করিতে বাধ্য । ঈশ্বর যখন ভাবে বিকশিত হন, তখন সেই ভাব স্মৃতির আধারে স্মৃতিমান হ'তে কি অশক্ত ? যদি অশক্ত হন তা হ'লে তুনি সর্বশক্তিমান নন । 'রূপাদি দশন সাধকের অবস্থার কথা ।

নিশি । জ্ঞানবান, বা বল্লেন, সকল কথাই শুনলুম, কিন্তু ঈশ্বর রূপ ধারণ করেন, অবতায় হন এ সকল কথা বিশ্বাস হয় না ।

জ্ঞান । করেচেন কি ? ঈশ্বর দর্শনের জন্তে কি কখন মনে চিন্তা করেচেন ? না দেখা যায় না—এই কথাই ধারণা আছে । যখন পুস্তক পাঠ করেন, যত্নপূর্ণ অভ্যাস করতে না চান, তা হ'লে কি কন্ঠস্থকালে অভ্যাস হ'তে পারে ? একবার জীবনের জমা খরচ কেটে দেখুন দেখি ? অগোপালার্জন করবার জন্তে কত সময় গিয়েছে, আর ঈশ্বরের জন্তেই না কত সময় অতিবাহিত করেচেন ? যখন বিষয়ের জন্তে জীবনের পোনের আনা তিন পাই দিয়ে সম্যকরূপে স্তুত্বী হ'তে পারেন না, তখন কেমন ক'রে এক পাই সাধনে ঈশ্বরের সমুদয় ভাব অবগত হ'তে আশা করেন ? আজীবন অধ্যয়ন ক'রে আত্মপরিষ্কার কেহ পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত করতে পারলে না । আর করেক ঘণ্টায় সমুদয় জানতে বাসনা করেন ? এই অল্প সময়ে ঈশ্বরালোচনায় বিশ্বাস অবিশ্বাস হয়ে গেল ? সঙ্গীত শিক্ষার সময়, সা—রে—গা—মা শিক্ষা করতে কত দিন সাপেক্ষ, একবার সঙ্গীতজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবেন । “তাক তেটা



ঘেটা" বোলটা মুখে বলা সহজ, কিন্তু বাস্তব বস্ত্রে বহির্গত করা বিশেষ অগাধ সাধা। তাই বাল, বাক্যায় ছেড়ে কায়া করতে শিক্ষা করুন। সত্য সত্যই সমুদর প্রত্যক্ষ করবেন। বিচি বপন করেই কেউ ফল কামনা করতে পারে না। কিন্তু কথা আছে। কোথায় কথা বলুম বটে, কিন্তু যদি একবার প্রাণপণে কোথায় হরি, কোথায় অগতির গতি, দাননাথ, দয়াময়, প্রাণেশ্বর বলে ডাকতে পারেন, দেখবেন আপনার সম্মুখে তিনি উপস্থিত। মন প্রাণ সেতু পাদপদ্মে জন্মের মত উৎসর্গ করে দিয়ে জন্মাসন বিস্তারিত করে দেখুন দেখি, তিনি ততপরি উপবেশন করেন কি না? কোথায় আপনাদের অনুরাগ? কোথায় আপনাদের হরি দর্শনের লালসা? আমি আপনাদের চরণে বসে বলছি, একবার ডেকেই দেখুন। এমন নয় যে এ জন্মে কিছু হইবে না। যে সময়ে পূর্ণ মন হইবে, যে সময়ে প্রাণ অনুরাগ প্রবাহিত হইবে, যে সময়ে ঈশ্বরগত প্রাণ হইবে, যে সময়ে ঈশ্বর বিরহে প্রাণ আকুলিত হইবে, যে সময়ে তার দর্শন বিহনে প্রাণ শুভাগত হইবে; জন্মময় হইবে স্বাসরুদ্ধ জন্মিত প্রাণের যেমন অবস্থা হয়, প্রাণ তৃণ্য সম্ভান বিরোগ কালে হৃদয়ের ভাব যেমন হয়, পতিব্রতা গতিনিখনকালীন দর্শাদিক যেমন শূন্যময় দেখে, সেই প্রকার ঈশ্বরের জন্মে ব্যাকুল হলেই তার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

• • • (একজন ভিখারীর প্রবেশ ও গীত।)

মজিয়ে তুচ্ছধনে, ভুলেছ আপন জনে।

কে আছে আপন জন আর ছদ্মহারী হুরি বিনে ॥

ক্ষণতরে মন, কর সমর্পণ, পতিহারী সতী অধীরা যেমন,

মগ্ননীরে প্রাণ যে করে, ডাক' দেখি সেই প্রাণে ॥

বিমগ বিলাস বিমে, পশি ক্ষণ মুখ আশে,  
সহেছ শতেক জ্বালা, সাধের জীবনে :—  
হরিনাম রস পানে, ফুল্লাচিত হরিগানে ;  
পরাশি পরশমণি, পরিণত কাঞ্চে ॥

বাবা, ভিক্ষা দাও ।

নিশি । তুমি এ গান কোথায় শিখলে ?

ভিক্ষুরী । আমি অমন ঢের জানি ।

ভট্টাচার্য্য । আর একটা গাইতে পার ?

ভিক্ষুরী । হঃ—

গীত ।

সাধু কি অসাধু জানি না ।

সে ত আপনি কিছু বলে না ।

শুধু ব'লতে সাধু গনত সরে না ॥

সাধু ব'লে অসাধুরে দেয় সাধে সে কোল,

চরণ পেলৈ অবহেলে ঘোচে ভবের গোল,

প্রেমে বলে হরিবোল ;—

চিন্তা যাঁর চিন্তামণি, চিনেও তাঁরে চিনি না ॥

জ্ঞান । একে ! প্রাণের কথা টেনে বু'লছে । এ' দেখি  
তীরই প্রেরিত ।

ভিক্ষুরী । বাবা! কিছু দিলে না ?

( সঙ্কলের ভিক্ষা প্রদান )

[ ভিক্ষুরীর প্রস্থান ]

নিশি । গাঠিলে মন্দ না ! না'গোক আমি তোমার নিকট চিরবাধিত  
হলুম । অনেক নূতন কথা শুনলুম । সময়ে সময়ে দেখা করবো  
এমনি ক'রে সাধুর কথা ব'লে আশায় কৃতার্থ করবেন ।

জ্ঞান । যতপি অল্পমতি হয় তী হলে আমি এখন স্থানান্তরে গমন  
করি ।

ভট্টাচার্য্য । আমরাও সাধুটাকে একবার দর্শন করে যাই ।

[ সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

সংস্কৃত শব্দ

নদীকূলে আশ্রম ।

( সন্ন্যাসী এবং ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ ) ।

ভট্টাচার্য্য । যাই বলুন মশাই, এখনকার লোকজ্বলোর কোন  
জ্ঞানকার নেই । সাধু বলে আপনাকেই চক্ষে দৈকে, আপনি কত  
উৎকট পীড়ার শাস্তি করতে পারেন, কতবার মরণ করে দিতে পারেন,  
আপনাকে পরিত্যাগ করে ঐ ভগ্নুর কাছে কি ভিসাবে যাব ? আমরা  
এত বার্ণ, কেউ শোনে না । কেমন মোহিনী শক্তি আছে । বোধ হয়  
পিপাচ সিদ্ধ হবে ? তাই এখানে যে যায় তাকেই ভূনিরে রাখে ।  
সেনজা, মেজর সাহেব, তর্কবাগীশ, হেড মাস্টার, ডাক্তার, উকিল, আর  
ছোট ছোট স্কুলের ছেলের ত সীমা নেই । আমাদের চক্রবর্তী ছোঁড়াও  
পূব গিগেচে । তর্কবাগীশ ত কেঁদে পায়ের ধুলো নিয়ে গেল । আমার  
সাহেব, গুপ্তান, খোটা, বাউল, সাঁট, কণ্ঠভজা, আর কত সাধু

কঁকর আসে, তার গথনা কে করে বলুন। যে আসে সেই কেঁদে শ্রাবের ধুলো নেবে, আর দলে, তুমি পূর্ণ বন্ধ। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এর ভিত-  
রেণ বাপারদি কি বলতে পারেন ?

সন্ন্যাসী। আমি ভাবতর্ষের প্রায় সকল তীর্থই দর্শন করেছি, কিন্তু এমন ভাব কোথাও দেখিনি। একে আজ কয়েক বৎসর থেকে বন্ধুত্ব পাশলুম না। মনে করে মাই, আজ এই কথা জিজ্ঞাসা করতে, বলতে না বলতে সেই কথার মাঝামাঝি করে দেন। দেখলে, আনন্দ উপলে উঠে। আর এই যে বৈশ্বলোকজন আসচে, এরা সন্মিলিত পাণ্ডিত্য, বেশ মৃগ নয়। এরা কেন এই চরণ ধরে পড়ে রয়েছে। আমি দু এক দিন এই বাবুদের সম্বন্ধে কথা করেছিলাম, তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। কি বলবে বলুন—লোকে যা বলচে, নিতান্ত মিথ্যা নয়।

ভট্টাচার্য্য। সে কি মশাই, অদভাব! বিচার নেই, আচার নেই, একটা ঠাকুর বলে বিশ্বাসও নেই। কানো, ছগা, শিব, রাধা, রাম, অন্ন্য, শাস্ত্র, কভাভজ্ঞা, মীঠি, বাটল, পঞ্চনামা, নবরসিক ও সকল মনেই সাধন করেছিল। এই পঞ্চটি করে কষ্টক যোগ করেছিল।

সন্ন্যাসী। কুণ্ডল। বলেন কি ?

ভট্টাচার্য্য। আমাদের মত ব্রহ্ম সাধন পণালী আছে, টিনি সব করেচেন। তাই আমরা বলি, লোকে একটা একটা পণ্ডিত অবলম্বন করে; সকল মত ঘুরে বেড়ান ত কিছু নয়। মশাই; আপো দে কম্পিত্তো তা আর কি বলবে। কখন ঠাসতেন, কখন কাঁদতেন, কখন বা অচেতন হয়ে পড়ে থাকতেন। আমার কখন কখন মেয়ে মাক্ষর সঙ্গে সমস্ত রাত নেচে নেচে বেড়াতেন। তাই লোকে পাগল বলে।

সন্ন্যাসী। আপনার কথা শুনে, আমার মনে হচ্ছে যে, আমি অতি

## লীলানুত নাটক

সন্ধ্যা, কাজ করেচি। আর্জ এই কয়েক দ্বন্দ্বের মধ্যে বসে রইয়েছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপও করি নি। কেবল আপনাদের পাঁচজনের কথায় এট বিন্দু হয়েছে। কারোর কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।

( বৈরাগীর প্রবেশ । )

বৈরাগী। গৌর বলে দণ্ডবৎ—সন্ন্যাসী ঠাকুর। ভাল আছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ?

সন্ন্যাসী। ঠাকুর কাছে আসা হয়েছিল না কি ?

বৈরাগী। পৌর, গৌর, ঠাকুর কাছে আমাদের কি বাওয়া আছে। তিলক নাই, কোপিন নাই, মালা নাই, হরিনামের ঝুলি নাই, কি করবো, দেখা হলে গৌর বলে দণ্ডবৎ করেন। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস মনে করে, একটা দণ্ডবৎ করতে হয়।

সন্ন্যাসী। আমার ত তিনেক মালা নাই ?

বৈরাগী। আপনি একটা আশ্রম ধরে আছেন। ঠাকুর যে কিছুই নাই। হরি বলেন, রাম বলেন, রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে পান কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, প্যান কৃষ্ণ—আমরি ! কি সুগল রস—কপট বোদন—

ভট্টাচার্য্য। ঠাকুর কি দশা হই ?

বৈরাগী। আবার সেয়াত্মের মন্দির—

ভট্টাচার্য্য। সেয়াত্ম কি ?

সন্ন্যাসী। কালী।

বৈরাগী। গৌর, গৌর, প্রাতঃকালটা আমার নষ্ট করে দিলেন। ও নাম কি আমাদের শুনতে আছে।

ভট্টাচার্য্য। কালীনামে আপনার এত ঘেঁষ কেন ?

বৈরাগী । ( কর্ণে অঞ্জলী প্রদান পুষ্পক ) গৌর, গৌর, ক্ষমা দিন মশাই । সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার বলকারক একটু ঔষধ দিন, আমি চ'লো যাঠি । গৌর, গৌর, আমি বুঝিচি, যখন উনি পাঁচপীঠে এখানে রয়েচেন তখন আর নিস্তার নেই । দর্শ্য কন্সটা সব খেলে !

সন্ন্যাসী । দেখ'চেন ভট্টাচার্য্য মশাই, ধর্ম্মের ঘেঁষ ভাব, দেখুন । কালী নামে—

( বৈরাগী কর্ণে অঞ্জলী প্রদান পুষ্পক গমনোত্তর । )

সন্ন্যাসী । স্থান পরিচ্যাগ করলে উত্তর, আর উনি সকল সম্প্রদায়ের ঠোকাঁদিগের সহিত সনান, আনন্দ করে থাকেন । সকলেই প্রীতি লাভ করে, তাই তারা আসে । এক স্থানে সকলের আনন্দ লাভ কি মথের কথা ! আমি বিলক্ষণ বুঝিচি, তাই এত সাধন করেচেন । আমার একটা মন্ত্র সাধন করতে আজ বিশ পাঁচিশ বৎসর কেটে গেল, মনান্তরই হ'লো না । আমি যত সাধু দেখেচি, তাঁরা এক একটা ভাবে সিদ্ধ হয়ে বসে আছেন । কিছু উনি সকল ভাবে সিদ্ধ । একি সামান্য মন্ত্রবোঝা কাম্য ! বিশেষতঃ গেথা পড়া জানেন না । যত্বপি পাপিত হ'লেন, ব্রহ্মতম পুণি প'ড়ে জ্ঞান হয়েচে ! যখন সাধন করেচেন, তখন নিশ্চয় বজ্রানী—একটী ধর্ম্মের নয়, সকল ভাবের, সকল ধর্ম্মের বিজ্ঞানী । ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! নিতাস্ত গুরুতর কথা । তাইত ! এক আশ্রমের ছই জনের মনো মিল হয় না, পরস্পর ভাবের প্রভেদ ; আর এ'র নিকট সকলের মিল । একি সামান্য কথা ! সাম্প্রদায়িক ঘেঁষভাবে জগৎ পূর্ণ । শাক্ত বৈষ্ণবদের বিক্রপ করেন, ব্রাহ্মেরা সাকারবাদী হিন্দুদের ঘৃণা করেন, কঠাভজারা আপনাদেরই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে সকলকে উপহাস করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদের কান্ধের বলেন, এই প্রকার পরস্পর ঘেঁষভাবে সব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় । যদিও

সিদ্ধপুরুষেরা কাউকে ঘণা না করুক, কিন্তু আপন ভাবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন এবং সেট জগতের এত দলের সৃষ্টি করেছে। যাহা হোক আমার জ্ঞান হচ্ছে, উনি সামান্য সিদ্ধপুরুষ নন! তা না হ'লে এই জ্ঞানী, মানী, বনী, দিক্তানা, পণ্ডিতগণকে যেন মেদপালের মত নিয়ে বেড়াচ্ছেন? কৈ, আমরা এক জনকে কেন অত্যাচার করব অসহ্য? কথা সোজা নয়। আমাদের ভাবদৃষ্টি মতনে নিকটে থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। আর আমি চরণে শরণ নোবো।

উদ্যোক্তা। তাইত! আশ্বিনে যে ভাবে দেখেন। তবেই ত, আমিও কি শরণাগত হবো! তাইত অনেক কটকাটবা যে শাস্তি

সন্ন্যাসী। আমি জানি, চলুন আপনি, আপনার কোন ভয় নাই।

( নেপথ্যে—সংকীর্্তন ধ্বনি । )

সন্ন্যাসী। এই সংকীর্্তন হচ্ছে, চক্, আমরা শরণ করিগে।

বৈরাগী। যাই বলি, সঙ্কীর্্তনের সময় যে কি স্তম্ভের নৃত্য করেন, আর যে ভাবাবেশ হয়, তাতে সবং গোরাঙ্গ বলেই মনে হয়।

[ সংকলের প্রস্থান ।

( পট পরিবর্তন )

( উদ্যান । )

ভক্তগণের সংকীর্্তন ।

ভবে আর নাইত উপায় বিনা ভূরির রাঙ্গা পায় ।

সাধন ভজন আর কি কারণ, পায় যে সে পায় চরণ কুপায় ॥

প্রাণের জ্বালা বোঝে প্রাণে, প্রাণ দিয়ে সে প্রাণটী কেনে,

ব'সে হৃদি পদ্মাসনে, প্রাণে প্রাণে প্রাণ মাতায় ॥

এস হরি হৃদয় মানো, এস এস মোহন মাজে,

মন মজান মধুর ভাবে পূর্ণ কর মন কায়;—

আছি চেয়ে আশাপণ অভয় পদ ভরসায় ॥

বৈদ্যগি। আপনাদের সংকীৰ্ত্তন শ্রবণ করে আমি চরিতার্থ হলাম !  
এমন ভক্তিপূর্ণ নাম কখন শুনি নি। মশাহ, আমি আপনাদের সঙ্গে  
থাকবো, নান সংকীৰ্ত্তন করবো। দয়া করে আশ্রয় দেবেন কি ?

ভানি। আমরা বার পদাশিত, বার চরণ যুগল এত ভব সৃষ্টিপের  
একমাত্র ভূত্বা স্বরূপ, যিনি এত উনাংশ শতাব্দীর ধীর নাস্তিকতা ও  
সাম্প্রদায়িক ভাব অপনোদনকর্ত্তাস্বরূপ শ্রীতার বিরাজ করছেন, তাঁর  
পায়ে আমরা সকলে বাস করি। আমরা সকলেই তার দাস। তিনিই  
সকলের একমাত্র ভগবান। ভয় কি আপনার, ভক্তিপূর্ণ  
পদেই পরমাপিত হউন।

[ সকলের প্রস্থান। ]

তৃতীয় গর্তাস্ক ।

শয়নাগার ।

( শৈলবালা এবং বিধুমথার প্রবেশ । )

বিধু। বো, তোর ভারি অত্যাচার। দিন দিন এ কি রীতি হ'চ্ছে ?

শৈল। আমার দোষ কি ? তোমার ভেষের দোষ বুঝি কিছু  
দেখতে পাওনা ? তা পাবে কেন, সে যে আগনার ভাই, আর আমি  
পরের মেয়ে কি না ?



বিধু। দাদা যখন রাতে বাড়ী থাকতো না, মদ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকতো, কত বমি করতো, তখন ত তুই এমন করিস না ? এখন সব ছেড়ে দিলেন, মাছ পর্য্যন্ত খান না। ধর্ম্মের জন্তু পাগল। আহা ! দাদাকে এখন দেখলে ভক্তি হয়। অমন ক'রে কি বিরক্ত করতে আছে, কোন্ দিন কোন্ দিকে ছুটে পালাবেন।

শৈল। তোমার কি বল না ? তুমি ত রইছ'হ'য়ে যাঁড় হয়েচ। আমার পেটে যদি একটা গুঁড়ো থাকতো, তাহ'লে মনে প্রণোদ দিতুম। বলবো কি, রাতে ঘরে গুয়ে পাকে, তা একটা কথা কয় না। মেয়ে মানুষের কত সাপ, তা কি তুমি জান না ? আর বলে কি যে,—“তোমাকে ভাগ বলতে ইচ্ছা হয়”। মা গো ! কথা শুনে গেগা শিউরে উঠে। মাধে কি অমন করি।

### ( উকিলের প্রবেশ । )

উকিল। আজ আমি প্রভুর কাছে বাকি, বোধ হয় রাবে আসতে পারবো না।

শৈল। কালকে আসা হবে, না না ? তা কি আর আসবে ? কাল আবার রবিবার। তা আর বাড়ীতে আসবার দরকার কি ? আমায় এমন করে বজ্রপা দিয়ে আর তোমার লাভ কি ? আমি তোমাদের ধর্ম্মের শত্রু হয়েছি। তোমার বোন কোমর বেঁধে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে। কর, কর, ধর্ম্ম কর, আমায় বাগবাজারে পাঠিয়ে দাও।

বিধু। তোমার সঙ্গে ঝগড়া কল্পন কখন ? ভাল কথাই বলেছি, দাদা ধর্ম্ম করতেন, এত তুমি রাগ কর কেন ? একে কি ভাই ঝগড়া বলে ?

শৈলবালা । বগড়ার কি হাত পা আছে না কি ? যদি ধম্মই করবে, তবে আমার বিবাহ করেছিলে কেন ? এমন করে একটা ঘর মজাবার দরকার কি ছিল ?

উকিল । আমি তোমাকে ত কোন ক্লেশ দিই নাই । আগে বরং ক'ন তিরস্কার করোচ, নেরেচি, তাতে ত রাগ করতেন না । এখন 'তুমি' বটে 'তুচ্ছ' বলি না, তবু এত অত্যাচার করচো কেন ?

শৈল । আমি অত্যাচার করছি, না তুমি ? আমার মারবার আর থাকে কি রেপেচ ? তাহে না মেরে ছাতে মেরেচ । এর চেয়ে ছাতে মারা ভাল ছিল ।

উকিল । দেখ, শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে, তাহো তুমি জান ? তবে কেন ধম্ম পথে কাঁটা দিচ্চ ? এস, আমি যে পথে গমন করোচি, তুমিও আমার খশাংগামিনী হও । আমাদের পুরাতন ইতিহাসের কথা বিশ্বাস না কর, বর্তমান ঘটনা দেখ । যার আদৌ পুণ্ডান কি বন্ধন অলম্বন করচে, তার স্ত্রীও পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি পরিত্যাগ করে স্বামীর অঙ্গুগামিনী হচ্ছে । আর আমি ত অন্য কোন ধম্ম অবলম্বন করি নি, দেখ, তোমায় বলতে কি, বর্তমান প্রভুর নিকট কি ভক্তদের সাহিত্য কথোপকথনে থাকি, ততক্ষণ আমার পরমানন্দ বোধ হয় । কিন্তু যেই গৃহের কথা মনে হয়, তখন তোমার এই ভাবণ মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে, আমার বিচলিত করে ফেলে । তোমার জন্তে কত প্রার্থনা করি । দেখ, কত স্ত্রীলোক তাঁর কাছে যাচ্ছেন, তাদের মোহতিমর বিদূরিত হয়ে যেন তারা বিস্ময় হৃৎপ্রেমে নিমগ্ন হয়ে গেছেন । তাদের চরণদশন করলে কত লোক পবিত্র হ'য়ে যায় ।

শৈল । একটু একটু পদক জল খেতে পার না ! বটে—  
আমি যা শুনেচি তাই সত্যি ! এই জন্তে অত টান ? ওমা তোমাদের

সেখানে, এটী হয় ? যদি বিনে পরমায় আনন্দ হয়, তা ডেডে কে পরমা  
খরচ করে বল ? সব ভগ্নামী ! আপনার মুখেই প্রকাশ হয়ে গেল ।  
একথা আমি অনেক দিন শুনেছি । তাই জগৎ ত অত বাগ করি ।  
ধর্ম্য কর্ম্য কর্ত্তে, কেউ কি লাগ 'কবে ? সত্যি কি আমি 'এমনি  
তোকি ? আজ আমি খবরের কাগকে সব লিখ পাঠাবো । ঢালনি  
মাগিণা পশ্চাত চঃ 'কবে সব পুরুষ জটিলে মনের সাধ পূর্ণ 'কবতে !  
তাটী 'ক বলি—এমনি সাধ এসেছেন 'সে, মাতাল বীড়খোঁস মিথ্যাবাদী,  
জগাক্টোর, সব এক দিন ৭ দিনে সাধ হয়ে যাক্কে । সেটী মিলেই বা  
কি ধর্ম্য 'কবে ? 'একি বাবসা—তাব কে লাভ কি ?

উকিল । তোমার নিত্য 'কবজি ঘটেছে ! মানসান হয়ে কথা  
'ক' আমায় যা উচ্চা বল, কিন্তু যদি 'কক'নিক, কিছা সেটী সাম্বী সন্ধ্যা  
লক্ষীদেব 'নিন্দা 'কববে, তাহলে আর মগ 'দর্শন 'কববে না । তুমি  
নিশ্চয় জেনো, আমার ধর্ম্য একদিকে আর সমস্ত জগৎ তার 'কে দিকে  
হলেও আমার মনের 'ভাব 'কারের অনকল্প 'কববান 'অনিকার নাট ।  
তুমি 'এ কথা নিশ্চয় জেনো 'সে, পশ্চাতকো পশ্চেষ 'কববাক 'হলে সীমান্ত  
গভধারিণী বলে জ্ঞান 'কববতে হবে, আর সীনা পুরুষদিগকে সন্ধানের  
আর দেখবে । 'সে পরাস্ত 'এটী প্রকার মন 'ভাব উপস্থিত না হয়, 'সে  
পরাস্ত 'জৈয়রজ্ঞান 'প্রাপ্ত 'হ'বার উপায় নাট । স্ত্রী পুরুষ 'ভাব 'ত জগতের  
জীবিত্ত্ব, দেবতাদের 'কি তাটী ?

বিধু । দাদা ! আমার 'একদিন নিয়ে যাবে ?

উকিল । তোমার যদি সাধ থাকে, যবে 'বসে প্রভু 'দর্শন পাবে ।

বিধু । 'সে কি দাদা ! আমি যবে 'বসে দেখতে পাবো ! তা কি  
হয়, দাদা !

উকিল । আমি বলছি, তুমি এক মনে 'তাকে ডাক, অবশ্যই পাবে ।

বিশু । কি ব'লে ডাকবো ?

উকিল । যা ইচ্ছা, কিছু মনে জগদগণ যেন থাকে ।

বিশু । তবে আমি এখন ডাকিগে । বো, অমন ক'রে ঝগড়া করিস্নান । তুহুও কেন ডাকনা ?

[ প্রস্থান ।

শৈল । হ্যাগা সত্যি ? পরামেশ্বরকে ঘরে ব'সে দেখতে পাওয়া যায় ? কেউ কি তাকে দেখেছে ?

উকিল । তবে আমরা কি অল্পমানে বিশ্বাস করি ?

শৈল । তবে ও উনি ঈশ্বরপরুষ ।

উকিল । তার আর ভূমি কি !

শৈল । সব সত্য । তুমি যে কথা বলতেছো, তাতে আমার আব আবশ্যাস নেই । তুমি যে বেষ্ঠাসক্ত ছিলে, যে মদ খেতে, গুরু পাবেন নি, পুরুত পাবেন নি, মা বাপ পাবেন নি, পাড়ার দশজন ভদ্র-লোক পাবেন নি, এত বড় পড়েছ, তাতে হয় নি, কত সমাজে যেতে তাতে হয় নি, আর একবার তার কাছে যেতেই বেষ্ঠাকে মা বলতে পেরেছ, এততে আমি বিশ্বাস করি । আমার কি হবে ? আমি যে তাকে গাল দিয়েছি । তোমার পায়ে পাড়, আমার কি হবে ?

উকিল । প্রভু আমার পাপীর ঠাকুর, তাই তার নাম পতিতপাবন । তুমি তাঁর চরণে আশ্রয় নাও । ঈশ্বর তিনি দয়া করবেন । আমি এখন চলেম !

[ প্রস্থান ।

শৈল । ( পশ্চাদ্গমন করিয়া ) আমার জন্তে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো ।

[ প্রস্থান ।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

উদ্যান ।

( জ্ঞানের প্রবেশ । )

জ্ঞান । সংসার ! আর তুমি আমার কি করবে ? ভীষণ মূর্খ ! তোমার ঐ করাল বদন ! দেখাও—তাতে আর ভয় করি না । আর কি তোমাকে বিভাষিকা, পলোভনে জ্ঞানের মন বিচলিত হয় ! অহঙ্কার হচ্ছে ? এটা কি মাৎসর্যা প্রসূত কথা হ'লো । হ'লো বই কি ? তাই 'বা কেমন ক'রে ? 'আমার আছে কি ? জ্ঞান লাভ করা কি আমার শক্তিতে হয়েছে ? সংসারের মোহিনী মূর্তি কি আমি পদদলিত করেছি ? কখন না, কখন না । যে জ্ঞান আমি ছিলাম তাও জ্ঞান জানি, আর এখন যে আমি তাও আমি জানি । ও—কে ? কে আমার হৃদয়কমলে দণ্ডায়মান ? কার চরণে সচন্দন তুলসী প্রদান করছি ? কে আমার দেহমস্ত্রে বস্ত্রী হয়ে উপবেশন করেছেন ? ঠাকুর, আমি না তুমি ? এখন তুমি, আমি নই । কর তোমার কন্ম, দোষ 'শুণ তোমার, যশ অপ-যশ তোমার । সংসার শুণ্ণে ? আবার শোন । ঐ দেখ তোমার বড় সাধের কল্যাণ কামিনী বিজনে রোদন করচে ? যাকে সুবেশে সজ্জিত ক'রে আমার তুলিয়ে রেখেছিলে, এখন সে কোথায় ? কোথায় তার হাব ভাব ? 'কল্ল ভয়ে পলায়ন ? সংসার ! সাবধান, যেন আমার মত আর কাউকে মোহাঙ্ক ক'রে না রাখে । অনেক ক্লেশ পেয়েছি, বহু বস্তু দিচ্ছে । কুর্হাকনীর কি কুহক—কি মায়া, কি অদ্ভুত ঐক্সজালিকু ঘটনা । সংসার, আমার এই কথা, প্রভুর আদেশে প্রত্যেকের কণে পবন বেগে প্রেরণ কর । বড় সুখের

সমাচার, জীব তা জানে না। মায়াবিনার মায়ায় জানতে দেয় না। যেমন মানক সেবনে অচেতন হলে বাহিরের কোলাহল তার নিকট অনেক দূর, তেমনি মায়ার মায়া। আর কোথায় তোমার পুত্র কাক্ষন? পলায়ন কতদূর—দেখা যায় না, দৃষ্টির বহির্ভূত! যেমন দিবাকরেবু আগমনে রজনীর তামসরাশি পলায়ন করে, যেমন উত্তাপ উপস্থিত হ'লে শীতলতা অপগমন না ক'রে থাকতে পারে না; যেমন প্রবল পবনের সমাগমে কার্পাস সম্মুখে অব্যাহতি করতে অসমর্থ হয়, যেমন মুক্তাদিন বহির নিকট বারুদ স্থান পায় না; তেমনি প্রভুর নামেই কামিনী বশঙ্কন পলায়নপর হয়েচে, সংসার! আমার দোষ নয়, আমার, গুণও নয়। আর মায়াজাল বিস্তার করবে? কিন্তু তুমি লজ্জাহীনা। কতবার মস্তক মুগুন করে দিলেন, তথাপি তার সম্মানদের নিগ্রহ করতে চাড় না। করি কি? গৈরিক পরবে! না পুরাকালীন পরিচ্ছদ বিকৃত, বাহ্যিক আড়ম্বরে পূর্ণ। তাই প্রভু পরিত্যাগ করেছেন। তবে কি কোপিন—না, তাও না—আড়ম্বর নয়। অম্বরে কোপন চাহ। পর কোপিন, হও গুপ্তবৈরাগী। লোক দেখান সকলই ত্যাগ করতে হবে। তাই প্রভু নির্গিপ্ত ভাবে বশ্মোপদেশ দিচ্ছেন। তাই গোপনে নিরহঙ্কার হয়ে ছদ্মবেশীর মত রয়েছেন, কেবল শক্তিতে কার্য্য করছেন। কর ঠাকুর কর, গোপন ত রইলে না। কে আমায় বলে দিলে তুমি কে? কেমন ক'রে ভক্তেরা জানতে পেরেচে? অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকলে ত কালে নিজ রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। বুঝেচি—জীব শিক্ষার জন্মে!

৩ (ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মচারী। কি বাপু, শিবোহং এর কি-মামাংসা করে? আমি যা বলেচি তাই সত্য। সবই শিব।

জ্ঞান । আমি কে ? এই সকল কি ?

রক্ষচারী । সবই শিব ।

জ্ঞান । ছিলেন কি, আছেন কি, ভবেন কি ?

রক্ষচারী । ত্রিকালেই শিব ।

( জ্ঞান কড়ক গাএ স্পর্শ করণ )

রক্ষচারী । স্পর্শ করিল ? আমি রক্ষচারী। তুই শূদ্র আমার স্পর্শ করিস ? এ যদি হিন্দু রাজার অধিকার হতো তাহলে তুই মান করে দণ্ড বিধান করতুম ।

জ্ঞান । সকলই শিব । শিবে স্পর্শ করেছে । কোবের ক্ষার কি ?

রক্ষচারী । তাই বলে, তুই শূদ্র আমার স্পর্শ করাব ?

জ্ঞান । সকলই যে শিব—কে কারে স্পর্শ করে ?

রক্ষচারী । কলিকালে যে এমন বশ্ম গোপ হবে, রক্ষচারীর মান সম্বন্ধ বাবে, তা ত ঋষিরাই আছে । এমন জানলে, এ পদে পদে আসতেম না । এমন ব্রাহ্মণেরা রক্ষচারীর ভেদ, তার সম্মান নেই ?

জ্ঞান । কে কার মান রক্ষা করবে, সকলেই যে শিব ।

রক্ষচারী । দুঃখ পাগায়া ! যাবনিক অধিকার ? তাই শূদ্রের এত স্পর্ধা !

জ্ঞান । এই আপনার শিবজ্ঞান, বিচার করণ, চাঁৎকারের কন্ঠ নয় ।

রক্ষচারী । শূদ্রের সহিত বিচার, রক্ষতত্ত্ব ! অ্যা হ'লো কি ? বলে কি ? না—না, আর আমার থাকা হলো না ।

[ প্রস্থান ।

জ্ঞান । এমন অবস্থা না হ'লে, প্রভুর অন্তরঙ্গ সঁজুবে না । আশ্রমের অভিমান, ধর্মের লপট হা, ধর্ম বিপ্লব, ধর্মরাজ্যের বখেচ্ছাচারীতা এতই প্রবল হয়েছে ?

নার্সিকের প্রবেশ । )

নার্সিক । ধন্য ধন্য করছেন কি ? আমার ইচ্ছা ছিল যে, মনুষ্যেরা  
কল্পনার রাজ্যে কেমন ক'রে বাস করে, তাই একবার দেখবো, তা  
দেখলাম ভাল ।

জ্ঞান । কি দেখলেন ?

নার্সিক । কল্পনা, কল্পনা, কল্পনা । প্রত্যক্ষ পরিভাগ ক'রে  
কেনা কল্পনা ।

জ্ঞান । প্রত্যক্ষ কি, আর অপ্ৰত্যক্ষ কি ?

নার্সিক । এত দেখে গিয়ে—প্রত্যক্ষ ব্যাপার, স্বভাবে হচ্ছে যাচ্ছে ।

জ্ঞান । একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাক । জল কি  
পদার্থ ?

নার্সিক । এত প্রত্যক্ষ পদার্থ ।

জ্ঞান । এরকম ?

নার্সিক । প্রত্যক্ষ ।

জ্ঞান । বাষ্প ?

নার্সিক । পতা—না, ওটা ঐ জলের রূপান্তর মাত্র

জ্ঞান । তবে অপ্ৰত্যক্ষ বলুন ।

নার্সিক । ঠা, কাজেই বলা যেতে পারে ।

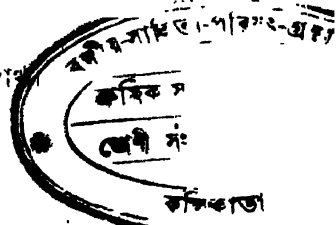
জ্ঞান । অপ্ৰত্যক্ষ হয়েও প্রত্যক্ষ হয় ।

নার্সিক । স্বীকার করি ।

জ্ঞান । এখন জলের ত্রিবিধাবস্থা স্বীকার করলেন ?

নার্সিক । কি বলবেন বলুন ।

জ্ঞান । জলের প্রকৃত অবস্থা কোনটা ?





নাস্তিক। সবই প্রকৃত।

জ্ঞান। প্রত্যক্ষ, অপত্যক্ষ দুই প্রকৃত ?

নাস্তিক। স্মৃত্যং—যা পরাক্ষায় পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করণে কেন ?

জ্ঞান। বাষ্পের পর অল্প অবস্থা আছে কি না, অনুমান হয় ?

নাস্তিক। কি অবস্থা ?

জ্ঞান। জলের মৌলিকাবস্থা, তদুপরে কেবল মৌলিক ভাব, এ বিশ্বাস করেন ?

নাস্তিক। করি।

জ্ঞান। সে অপত্যক্ষাবস্থা ?

নাস্তিক। হ্যাঁ।

জ্ঞান। তবে, প্রত্যক্ষ বাতীত স্বীকার করেন না, কেন বললেন ? আপনি নিশ্চয় জানবেন, কারণ বাতীত কার্য হয় না। অভাবে যে পর্যন্ত গমন করতে পারেন, তার অতীত বস্তু থাকিয়া যায়। সেই জন্ত অনন্ত শব্দ প্রয়োগ হয়। জগতে প্রথমে যা কিছু নয়নে প্রতিফলিত হয়, তাকে স্থূল বর্ণে, স্থূলের উপাদান কারণকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের কারণকে কারণ এবং এই কারণের কারণকে মহাকাশ বর্ণে। পদার্থের এই চারপ্রকার বিভাগের প্রত্যেককে পুনর্বার চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। জড় জগতে কারণকে শক্তি বনে। শক্তির অতীত আর কাহার বাবার অধিকার নাই। সেই শক্তির কারণ জৈব।

নাস্তিক। ওঃ, কল্পনা এতদূর গমন করতে পারে ?

জ্ঞান। যদি কল্পনাট স্বীকার করেন, তা হলে বা কিছু দেখছেন, তাহো বাস্তবিক কল্পনা। প্রকৃত কি ? জল, বরফ, বাষ্প, এদের

## লীলামৃত নাটক ।

প্রকৃত অবস্থা কি ? তবে অবস্থা বিশেষে সেই অবস্থাকে প্রকৃত বলা যায় । কারণাবস্থা বাস্তবিক কল্পনা । আমরা কি ? কল্পনা । কারণ যা ছিলুম, তা এ নয় । জড় শরীরের উপাদান কারণ অল্প প্রকার ছিল । এখন এই প্রকার দেখচো, আবার অল্প প্রকারে পরিণত হবে । সেই অল্প অবস্থা গত বিচার পরিত্যাগ করলে, সবই কল্পনা । কিন্তু এই কল্পনাই জগদাশ্বরের মহিমা । তাই একে মাধা বলে ।

নাস্তিক । মহাশয়, আমি আমার শিক্ষককে ডেকে আনিগে; আপনাদের কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করতে আমি অশক্ত ।

[ প্রস্থান ।

( গোস্বামী এবং মাতালের প্রবেশ । )

গোস্বামী । রাধে, রাধে, বেগ্লিৎ বেটা আমার সমস্ত রাস্তা জালাতন করে মেরেচে ।

মাতাল । কালী, কালী, কি কুঞ্জেই বেরিয়ে ছিলুম । বেটা গোর—স্বামীর পাল্লায় পড়ে অস্থির হলুম । মা, জয় মা—এই বেটা বোকা পঁটার রক্ত পান কর মা ।

গোস্বামী । স্পর্শ করিস নি, পাষণ্ড ! তোর জালায় একটু গোপনে হরি নাম করতে এলুম, তবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসেছিস । দূর হ পাপিষ্ঠ !

মাতাল । তোমার ঝুলিতে কি বাবা !

গোস্বামী । ঝুলিতে হরি নামের মালা—আর কি ?

মাতাল । দেখি তোমার ঝুলি ।

গোস্বামী । আরে স্পর্শ করিস নি । তুই মাতাল, আমার হরি নামের ঝুলি স্পর্শ করিস নি ।

মাতাল। আমি দেখবো তোমার ঝুলি।

গোস্বামী। আরে রে 'রে সর্বনাশ করলে।' ও গো, কে আজ গো, দস্যুর হাতে আমার প্রাণ যায়। ছাড়্ বেটা, ছাড়্। আরে পামর, বর্ষর, ছাড়্ বেটা। ওগো বাবু, আমায় রক্ষা কর গো। এ বেটা ডাকাত!

জ্ঞান। বিবাদ কেন? বৃদ্ধকে ছেড়ে দিন, বিক্রপে আবদ্ধ কি?

মাতাল। মশাই দেখুন, বেটার হরিনামের ঝুলিতে কি? (মাথার চিকুনি, লেডির জুতো, পোমেটম, এক মোড়ক বিস্কুট, শিশিতে মদ) এ কিরে বেটা? ওরে বুড়ো, এ কি? এই তোর হরিনামের আস্বাব, না তোর মা বাপের শ্রাদ্ধের উপকরণ। কি রে বেটা বুড়ো খেলিক?

জ্ঞান। ছি! ছি! ছি! ঐকি, আপনি বৃদ্ধাবস্থার পতিত, কখন নূতন কলেবর ধারণ করবেন স্থির নেই। এসকল কি?

মাতাল। মশাই, উনি কল্কেতার একজন গোস্বামী ঠাকুর, জীবের ত্রাণকর্তা, আজ বেটার তিলক চেটে নোবো।

গোস্বামী। আরে দেখ্, দেখ্, ক্ষমা দে, ক্ষমা দে। ধরা পড়েছি আর কেন? ছেড়ে দে—প্রাণে প্রাণে পাসাই।

জ্ঞান। জগতের ব্যাপার এত দূর! ধর্মের এত অধোগতি! নিত্যানন্দ বংশধর ব'লে যারা পরিগণিত তাঁরাই কি এঁরা? পাততপাবন নিতাই কেবল একবার এসে দেখে যাও। এসকল লোকের কি মতি হবে? ধর্মের কপটতা—এর কি কখন কালে পরিজ্ঞান আছে? এমন যেমন বজ্রা পাড়ে, পরিণামেও ততোধিক। জ্ঞানকৃত অপরাধের অধিক শাস্তি। মহাশয়, আর কেন? অকলঙ্ক চৈতন্য ধর্ম, তার যথেষ্ট অপমান করেচেন, নিতাই—জগাই, মাধাইয়ের নিকট উৎপীড়িত হয়েও তাদের প্রেমে আলিঙ্গন করোছিলেন। এত প্রেম, এত উদারতা,

আপনারা সমুদয় বিনষ্ট কলেন ? ক্রমা'দি'ন গোস্বামী ঠাকুর, আপনার চরণে ধরি, আর তাঁদের নামে কলঙ্কাকৃত করবেন না। যে নিতাই চৈতন্যের নামে চৈতন্য হয়, মায়াবরণ দূরীভূত হয়, নিত্যান লাভ ক'রে জীব নিত্যানন্দে দিন যাপন করে ; সেই বংশধর হয়ে, এই ঘৃণিত কার্যে নিমগ্ন !

গৌস্বামী। কে তুমি ! কে আমার মোহভিমির বিদূরিত কল্ল ! কে তুমি আমার চক্ষু প্রক্ষুণ্ণিত করে ? আমি চিরবাধিত হলাম। হায়, হায়, আমি কি কুলঙ্গার ! কি নর পিশাচ ! কি পশু ! পশুরাও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গোস্বামীকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে, শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা ক'রে লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে থাকি, কিন্তু আমিই এত দিন অন্ধ ছিলাম। আমার গতি নাই, যা তুমি বলেচ তা সত্য। বাবু, কে তুমি, পরিচয় দাও। পরিত্রাণের উপায় বল। বুঝতে পাচ্ছি, তোমার দ্বারা আমার উপকার হবে। ঘৃণা করো না—পাতকী বলে পরিত্যাগ করো না—বুদ্ধ বলে দয়া কর। পতিত, অসহায় আমি। আমার আশা ভরসা আর নাই। কর্ণে মহামন্ত্র দিয়ে তারই ধর্ম্য নষ্ট করেচি। ওহো ! জন্মের বিদোর্ণ হয়ে যায়। দশদিক শৃঙ্খল বোধ হচ্ছে। অশনিপতন কেন হচ্ছে না। গত জীবনের বিভীষিকা সকল একে একে মানসক্ষেত্রে সমুদিত হচ্ছে। ঐ ঐ ঐ সেই নৃশংস ব্যাপার ! কত—পিতার কার্য ! পিতার কার্য ! পশু ! পশু ! পশু !

মাতাল। তাই ত ? আমিও ত তাই ! সম্বন্ধ বিচার আমারও ত নাই। আমিও ত গণ্ডার কার্য করেচি ! এক দিনও মনে করিনি যে কচ্চি কি ? আমার উপায় ? মহাশয়, আমার কি হবে ?

জ্ঞান। পতিতপাবন নারায়ণ সকলের আশ্রয়দাতা। পতিত পাপী-

দিগের তিনি দয়াল ঠাকুর। তাই তাঁর নাম পতিতপাবন। তিনি  
 দীননাথ— দীন, অসহায়, অনাশ্রয়, বিপন্নের অবলম্বন, তাই তাঁর নাম  
 দীননাথ। তিনি পুণ্যবানের পতিতপাবন নন। আমরা পতিত,  
 আমরা দীন, আমাদের তিনি সহায়। আমাদের ঠাকুর, আর কাহারও  
 নয়। আসুন তাঁকে ডাকি। আসুন তাঁর করুণা প্রার্থনা করি।  
 আসুন প্রাণতরে দীননাথ পতিতপাবন বলে ডাকি।

গীত।

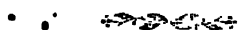
“দীননাথ নামটী তোমার, দোনের তরে চিরদিন।  
 “দোনের সখা দাওহে দেখা, দেখ মোরা দীন হীন ॥  
 তোমার নামটী নিলে হৃদয় গলে, ভক্তি উথলে—  
 দয়াময় নামটী ধর, হের রূপার অধীন ॥

( পটক্ষেপন। )



## পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



নিবিড় স্মরণ্য ।

( ডাক্তারের প্রবেশ । )

ডাক্তার । কোথায় যাই ? কি বিপদেই পতিত হইলুম ! মনুষ্য  
কি কখন এমন বিপদে পতিত হয়েচে ? এ যে চিন্তার অতীত ।  
তাইত, তখন জ্ঞানবাবুর কথা কেন শুনিলাম না ? তাঁর কথায় অবিশ্বাস  
ক'রে তার্থে বহির্গত হইলাম । ভাবিলেম, কোন স্থানে না কোন স্থানে  
সাধুর দশন পাবো । কত দেশ ভ্রমণ করলাম, কত তীর্থ দেখলাম,  
কত বন গিরিগুহা, অশ্বেষণ করলাম, কোথাও আমার অভিমত সাধু  
পুরুষ পেলুম না ।••••• বাদেই দেখি, তাঁদের সঙ্গে জ্ঞানবাবুর সহিতই  
ভুলনা হয় না । আহা, কি মধুর কথা শুলি, হস্তপূর্ণ বদন ধানি মনে  
হ'লে সকল দুঃখ দূর হয় । এখন বুঝতে পারছি, যদি কিছু ধর্ম কর্ম  
থাকে, যদি কিছু দেখবার শোনবার থাকে, তা হ'লে সেই সাধু ব্যক্তিত  
আর কাউকে শ্রাণ চায় না । তখন যদি মনেই এই অবস্থা হ'তো,  
তাহ'লে এত ক্লেশ, অর্থব্যয়, আর স্ত্রী নিচ্ছেদ সহ্য করতে হ'তো না ।  
তাইত, সে কোথায় গেল ? বনে একাকিনী অনাথিনীর মত, হয় ত  
কোথায় বেড়াচ্ছে ; না হয় কোন বস্ত্রপত্তর গ্রাসে পতিত, অথবা কোন  
নৃশংসের কবলিত হয়ে ধর্ম ভ্রষ্ট হয়েচে । উঃ কি হ'লো ! কেন এমন

মৃত্যু ক'রে অগ্রসর হয়ে এলুম। আহা! পিপাসা প্রলীড়িতা হয়ে সেই পুষ্করিণীতে জল পান করতে গেল—আর ত এল না। তবে কি জলমগ্না হলো? তাই বা কেমন করে? পুষ্করিণীর মধ্যস্থল পর্যন্ত অন্বেষণ করেছিলুম, কোন 'চিহ্ন' পাই নাই। কতটা বিয়োগে আমরা উভয়ে উন্মত্ত উন্মত্তা হই। তাই তার মনোরঞ্জনের জন্তে সমস্ত বাহ্যারে এনেছিলুম। হায়! হায়! এত স্বার্থে আনা হলো না—বনবাসিনী করে গেলুম। যে ভীষণ অরণ্যে এসে পড়েছি, এর ত কোন দিকে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি নি। এ অরণ্যে কি মনুষ্যের বাস সম্ভব! তাই বা কেমন করে বিশ্বাস করি। যোগী স্বামী—হাই বা কে বলতে পারে? ধর্ম ব'লে কিছুই বিশ্বাস করতুম না। গোলক বাবুর বাগানের চত্বাকাগুর পর জ্ঞানবাবু অনুরোধে একটু মৌখিক ধর্ম ভাব দেখিয়েছিলুম। তারপর, সেই সাধুকে অবতার বলতেই আমি তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করি। ঈশ্বর কি মানি? না—বিশ্বাস কৈ? আমার এই বিশ্বাস যে, মনুষ্যদেহ, জড় জগতের রূঢ় পদার্থদিগের সংযোগ শক্তির সহায়তায় গঠিত। পদার্থ অবিনাশী, শক্তিও অবিনাশী। যোগ বিনষ্ট হ'লে, যৌগিক পদার্থ ধ্বংস হয়। তখন রূঢ়পদার্থেরা অল্প যোগে অবস্থিতি করে। তবে ঈশ্বর মানবো কেন? এখন কি বিশ্বাস করবো? না, কখন না। ভয়ে, বিপদে পতিত হয়ে, ঈশ্বর বিশ্বাস করবো? তা পারবো না। প্রাণ যায় যাক, তার ভক্ত চঃখিত নই, তবু ভয়ে ঈশ্বর স্বীকরণ করবো না। কার্য কারণ বোধে—কারণকে ঈশ্বর বলে, না—সে কারণও স্বভাব। স্বভাবের কারণ কে? জানি না—বুদ্ধি পরাজিত। এখন করি কি? প্রাণ যে কেমন ক'রে? অশাস্তির উপায় কি? ওঃ! ভূমি কোথায় গেলে? কোথায় পরিত্যাগ করে এলুম। হয় ত আমার মত অনাহারে যুথুজ্ঞে মাতঙ্গিনীর ছায় আমার

বনে বনে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে । অবলা, দুর্বলা, শোককাতরা,  
পতিহারা, অনাধিনী, অনশনে কোন বৃক্ষমূলে পতিত হয়ে রয়েছে ।  
ক'র কি ? এ দুঃখের অবসান কি—মৃত্যু ? তাই হোক, আমি নিশ্চিত  
হই । (মৃত কণ্ঠ উদ্দেশে) হারে প্রাণের পুত্তলিকা, কোথায় বাছা !  
তুই ত আমার হৃদয় শূন্য করে গিয়েছিলি । উঃ ! শাস রুদ্ধ হবার  
উপক্রম হচ্ছে । এই ত আমার পরীক্ষার সময় । দেখি অর্থ চিন্তা  
করলে শান্তি লাভ হয় কি না ? কোথায় ভেসে গেল ! এত কোম্পানির  
কাগজ মনে কল্পম, এত স্বাবর অস্বাবর বিষয় স্মরণ কল্পম, কৈ কিছুতেই  
শান্তি হ'লো না । তবে কি অর্থে শান্তি নাই । জ্ঞান বিচার করবো ?  
তাও স্থান পেলো না । ভাল, জ্ঞানবাবুর কথা একবার স্মরণ করেই  
দেখি না । বলেছিলেন যে প্রাণপণে বে ডাকবে, তাকেই তিনি দেখা  
দেন । প্রাণপণে ত কাজেই হয়েছে । ভগবান্, অন্তর্যামি, দীননাথ,  
পতিতপাবন, কাকালশরণ কোথায় আছ একবার দেখা দাও । এই  
বিপদে রক্ষা কর ।

( ঋষিগণ কর্তৃক হরি গুণ গান । )

গীত

কাতরে ডাকলে পরে রইতে নারে প্রাণের হরি ।

ফিরে সে পাছে পাছে চায়না প্রাণে লুকোচুরী ॥

প্রাণভরে ডাকলে পরে,

দয়াল ঠাকুর রইতে নারে,

আদর ক'রে মুখের পানে চায় ;



বলে—ডাকলে কে আমায়—

সরল প্রাণে ডাকলে কে আমায়—

কাতর প্রাণে ডাকলে কে আমায়—

বাঁধা চির দীনের দায় দীননাথ নাম ধরি ॥

আপন হরি, বিনা হরি নাহিত আপন,

যে নামে বেরূপে ভার, সে ভাবে আপন,

ভেদ জ্ঞান অজ্ঞান কারণ—

শান্তিময় শান্তিদাতা ভক্তচিত্ত বিহারী ॥

কি আশ্চর্য্য ! আমিগণ কোথায় ছিলেন । আহা কি মধুর সঙ্গীত, আমার যেন সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে আসছে । এত নেশা হ'লো কেমন করে ? ( অচেতন ) ।

( ঋষিগণের প্রস্থান । )

( চেতনু পাইয়া ) আমি কি স্বপ্ন দেখলুম ? স্বপ্ন ? তাই বা কেমন ক'রে বলি । আমি যে চক্ষে দেখলুম, স্পষ্ট জীবণ কল্পম, তারপর তাঁরা কোথায় গেলেন ? আহা ! কি রূপই তাঁদের দেখলুম, জ্ঞানবান্ধব বলেছিলেন, তাই ত স্বচক্ষে দেখলুম । স্বচক্ষে কৈ ? সেটা বিহ্বলা-বস্থায় কি ভ্রম দেখেছি ! এখন সত্য কোনটা ? আমার পক্ষে উভয়ই সমান হয়ে গেল । এই জন্তে কি স্বপ্ন, জাগ্রত, হৃষিক্তি আর তুরীয় অবস্থা ভেদে সকলেরই সত্যতা ~~স্বপ্নের স্বপ্ন~~ বাই হোক, এই অরণ্যটা ভাল ক'রে অনুসন্ধান

১০৪ / ১০৪

[ প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অভ্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, গহ্বরে সমাধিস্ত যোগী, স্রোতস্বতী নদী ও  
মধ্যস্থান জালামুখী ।

( পাণ্ডা উপবিষ্ট । সন্ন্যাসিনী বেশে শিবসুন্দরী ও  
সপত্নি-পুত্রবধু এবং ডাক্তারের স্ত্রীর প্রবেশ । )

শিবসুন্দরী । এই দেখ জালামুখী । দক্ষলগ্নে সস্তীর প্রাণ ত্যাগ-  
হ'লে বিক্ষুব্ধে তাঁর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হয়েছিল । যেখানে যে অঙ্গ  
পতিত হয়, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলে কথিত হয় । এই স্থানে  
নাকি জিহ্বা পড়েছিল । এখানকার আশ্চর্য্য এই, যদি কিছু নাকে  
উপহার দাও, দেবী অর্মানি প্রজ্বলিত শিখায় তা গ্রহণ করেন ।

ডাক্তার-স্ত্রী । মা ! ভগবতীর কি সাফাৎ পাবে ?

শিবসুন্দরী । ডাক না, এখনি দেখা পাবে ; ( সঙ্গিনীর প্রতি )  
ভোগের দ্রব্য কি কিছু এনেচ ?

পুত্র-বধু । হ্যাঁ মা । ( প্রদান )

শিবসুন্দরী । এস, আমরা এই কুণ্ডের তীরে বসে মাকে ডাকি ।

## গীত ।

চমকে উজলি বিজলী প্রায় ধীর মধুর খেলিছে ।

স্বীরা দামিনী, নলকে পলকে আঁধারে ফিরে ফিরিছে ॥

লোল রসনা করাল বদনা মহাকাল হৃদি দলিছে ।

কভু শবাসনা কভু শিবাসনা পুরাতে বাসনা জাগিছে ॥

বলে—ডাক্লে কে আমায়—

সরল প্রাণে ডাক্লে কে আমায়—

কাতর প্রাণে ডাক্লে কে আমায়—

বাঁধা চির দীনের দায় দীননাথ নাম ধরি ॥

আপন হরি, বিনা হরি নাহিত আপন,

যে নাগে বেরূপে ভাব, সে ভাবে আপন,

ভেদ-জ্ঞান অজ্ঞান কারণ—

শান্তিময় শান্তিদাতা ভক্তাচিত বিহারী ॥

কি আশ্চর্য্য ! “ঋষিগণ কোথায় ছিলেন । আহা কি মধুর সঙ্গীত, আমার যেন সর্কসরীর অবশ হয়ে আস্চে ।” এত নেশা হ’লো কেমন করে ? (অচেতন) ।

(স্বামিগণের প্রশ্নান ।)

(চেতন পাইয়া) আমি কি স্বপ্ন দেখলুম ? স্বপ্ন ? তাই বা কেমন ক’রে বলি । আমি যে চক্ষে দেখলুম, স্পষ্ট জ্ঞান কল্লুম, তারপর তাঁরা কোথায় গেলেন ? আহা ! কি রূপই তাঁদের দেখলুম, জ্ঞানবান্ধা বলেছিলেন, তাই ত স্বচক্ষে দেখলুম । স্বচক্ষে কৈ ? সেটা বিহ্বলা-বস্থায় কি ভ্রম দেখেছি ! এখন সত্য কোনটা ? আমার পক্ষে উভয়ই সমান হয়ে গেল । এই জন্তে কি স্বপ্ন, জাগ্রত, অসুপ্তি আর তুরীয় অবস্থা ভেদে সকলেরই সত্যতা ~~স্বপ্নের স্বপ্ন~~ বাই হোক, এই অরণ্যটা ভাল ক’রে অনুসন্ধান

১০৪ / ১০৪

[ প্রশ্নান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

\*\*\*

101

অভ্যুচ্চ গিরিশঙ্কর, গহ্বরে সমাধিস্ত বোঙ্গী, শ্রোতস্বতী নদী ও  
মধ্যস্থান জালামুখী।

( পাণ্ডা উপবিষ্ট। সন্ন্যাসিনী বেশে শিবসুন্দরী ও  
সপত্নি-পুত্রবধূ এবং ডাক্তারের স্ত্রীর প্রবেশ। )

শিবসুন্দরী। এই দেখ জালামুখী। দক্ষলয়ে সস্ত্রীর প্রাণ ত্যাগ-  
হ'লে বিষ্ণুচক্রে তাঁর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। যেখানে যে অঙ্গ  
পতিত হয়, সেট সেই স্থান পীঠস্থান বলে কথিত হয়। এই স্থানে  
নাকি জিহ্বা পড়েছিল। এখানকার আশ্চর্য্য এই, যদি কিছু মাকে  
উপহার দাও, দেবী অর্মানি প্রজ্বলিত শিখায় তা গ্রহণ করেন।

ডাক্তার-স্ত্রী। মা! ভগবতীর কি সাক্ষ্য পাও ?

শিবসুন্দরী। ডাক না, এখনি দেখা পাবে; ( সঙ্গিনীর প্রতি )  
ভোগের দ্রব্য কি কিছু এনেচ ?

পুত্র-বধূ। হ্যাঁ মা। ( প্রদান )

শিবসুন্দরী। এস, আমরা এই কুণ্ডের তীরে বসে মাকে ডাকি।

## গীত।

চমকে উজ্জলি বিজলী প্রায় ধীর মধুর খেলিছে।

স্বীরা দামিনী, নলকে পলকে আঁধারে ফিরে ফিরিছে ॥

লোল রসনা করাল বদনা মহাকাল হৃদি দলিছে।

কভু শবাসনা কভু শিবাসনা পুরাতে বাসনা জাগিছে ॥

আঁধার কায় আঁধারে ধায় কিরণ বিমল ভাতিছে ।  
 শকতি বিকাশি ষোড়শী রূপমা অট্টহাসি কিবা হাসিছে ॥  
 দিনকর কর ক্ষীণ শশধর অতুল মাধুরি হেরিছে ।  
 চিরদাসী পদে অভয়া বরদে ভীতভয় বারিছে ॥

( তদনন্তর স্বব । )

‘কোথা গো মা ভগবতি, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিণি, !  
 • বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপা, বিশ্ব-সনাতনি !  
 জগতপালিকা মা গো, জগততারিণী !  
 জগদ্ধাত্রি, ত্রাণকর্তৃ, জগতমোহিণি !  
 জগদম্বে ! জগন্মাতঃ ! অপার মহিমা,  
 চতুর্বেদ, পঞ্চতন্ত্র, দিতে নারে সামা ।  
 অষ্টাদশ পুরাণে মা, বাখানিতে নারে,  
 ভাগবত আদি করি সর্ব শাস্ত্র হারে ।  
 তুমি স্থল, তুমি জল, অনিল, অনল,  
 • জড়াকাশ, চিদাকাশ, তুমি সে সকল ।  
 তুমি স্থল, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি সে কারণ,  
 তোমাতে সকলি হয়, তোমাতে নিধন ।  
 মা, মহাকারণ বলে সকলে তোমায়,  
 আত্মশক্তি, নারায়ণী, অভয়া অক্ষয় ।

গুণাতীত, গুণযুত তুমি পরাৎপরা,  
 সৰ্ব্বারাধ্যা সৰ্ব্বাণি, সৰ্ব্ব সারাৎসারা ।  
 কার জায়া, কার মাতঃ, কাহার ললনা,  
 বিগা বা অবিগা তুমি কে জানে বল না ।  
 তুমি কি না, তুমি বা কি, স্বরূপ তোমার,  
 স্বরূপ আপনি জান, জানিবে কে আর !  
 নির্নিকার তুমি গো মা ! তুমি নিরাকারা,  
 সাধকের সন্ধে হও তুমি সে সাকারা ।  
 চিৎশক্তি, মায়া শক্তি, শাস্ত্রে যাকে কয়,  
 সকল, সকল যাতে, হয়, যায়, রয়,  
 সেই শক্তি তুমি মা গো ! ভগবতী নাম,  
 পুরাও পুরাও আজি মম মনস্কাম ।  
 কি জানি কি কব মোরা, দুঃখিনী অবলা,  
 দেখা দাও, দয়াময়ী, কান্দালবৎসলা !  
 শুনেছি মা, দেখা পায়, যে ডাকে তোমারে,  
 মা-মা-মা-মা-মা-মা বলে সরল অন্তরে ।  
 কি জানি, সরল কারে কহে নাহি জানি ;  
 দেখা দাও ডাকি তৌরে বলে মা জননী ।

( অগ্নি শিখা রূপে জলে প্রকাশিত । )

শিবসুন্দরী । দেখ, দেখ, মা আত্মশক্তি সপ্রকাশ—মা ! মা ! মা !

ডাকারের-স্ত্রী। কৈ মা ? মা ভগবতী ত আমাদের উপহার গ্রহণ কলেন না। মা ! আবার ডাক না ?

শিবসুন্দরী :—

কাতরে ডাকি মা তোমা এস মা জননী ;

কৃপাময়ি, কৃপা করি লও উপহার ।

কি দিব, কি আছে মোর, ওগো কান্ত্যায়নি,

তোমারই তুমি লহ, যাচি বার বার ॥

( অগ্নি শিখা পুনঃ প্রকাশ এবং আহারীর দ্রব্য ভক্ষাভুক্ত । )

পাণ্ডা। মা, তোমাদের মনসাধ পূর্ণ হয়েছে ?

শিবসুন্দরী। হাঁ বাবা ! ভগবতী আমাদের দয়া করেচেন।

পাণ্ডা। তবে মা, তোমরা আমার প্রতি একটু দয়া করে যেও। ভগবতী এখানে বিরাজিতা। বিশ্বভাণ্ডারদরী, ঠুর উদর পূর্ণ কে করতে পারে ? ভক্তে যা প্রদান করে, তাতে মারই সংকুলান হয় না। প্রসাদ পাবার কোন উপায় নেই। পাত্রাবশিষ্টই না হয় আশ্বাদন করি— তারও যো নাই। দেখলে ত পাতাটি পর্যন্ত ভক্ষণ ক'রে ফেললেন। আমি হুঃখী ব্রাহ্মণ যে পড়ে আছি, তা মার একটু দয়া হয় না। তোমরাও যেন বিমুখ হয়ে না। আমি বড় হুঃখী। ব্রাহ্মণী আছে, আবার হুটি ছেলোও আছে। কিছু দিয়ে যা মা ! মা তোমাদের সুখে রাখবেন।

শিবসুন্দরী। এই লাও বাপু। আমরাও বনবাসিনী, কোথাও কি পাব বল।

পাণ্ডা। আলীকাদ করি, তোমাদের কুশল বহুক। তোমরা দেখেচ ঐ যোগীবর বসে আছেন। দর্শন করে যাও।

[ প্রস্থান ।

( ডাক্তারের প্রবেশ । )

ডাক্তার । এখানে তুমি ? কি আশ্চর্য্য ! এ'রা কে ?

ডাক্তারের-স্ত্রী । মা, উনি আমার স্বামী ।

শিবসুন্দরী । এই তোমার স্বামী ? মা ভগবতীর রূপায় তোমাদের মিলন হলো । বাপু ! অমন করে কি ফেলে যেতে হয় ?

ডাক্তার । ফেলে যাব বলে বাই নি । বিধাতার চক্র, আমি কি করবো ? মা, আপনার আশ্রম কি নিকটে ?

শিবসুন্দরী । এই বনের প্রান্তভাগে আমি বাস করি ।

ডাক্তার । আপনাকে আমি স্বদেশীয়া বলে দেখিচি । বয়স নিতান্ত অধিক নয় । কে মা আপনি—নবীন তপস্বিনী সেজেছেন ?

শিবসুন্দরী । সে পরিচয়ের আবশ্যক নেই । আমি ভিখারিণী—এই আমার পরিচয় ।

ডাক্তার । যতপি অপরাধী না হই, তা হলে আমার জানবার জন্তে অতিশয় বাসনা হচ্ছে ।

শিবসুন্দরী । আমি কোন জমিদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলাম । তাঁর অত্যন্ত চরিত্র দোষ ঘটলো । একদিন বাগানে একটি বেষ্ঠা মদের সহিত বিষ খেয়ে মরে যায় । তাতে কত অর্থ ব্যয়ে, আর জ্ঞান বলে একটি ছেলের বিশেষ সাহায্যে আমার স্বামী রক্ষা পান, কিন্তু ভাড়াচাঁদ, যে বিষ প্রদান করে, তার ফাঁসী হয় । এই সকল ঘটনার পর, আমার প্রতি অনেক অত্যাচার হতে লাগলো । আমি অত্যাচারকে পারতুম, কিন্তু প্রাণ ভ'রে যে হরি নাম করতে পেতুম না, সেই জন্তে সংসার ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছি ।

ডাক্তার । ( স্বগতঃ ) গৌলকের স্ত্রী ! আমার ত কতবার দেখে-



চেন, তবে কেন চিন্তে পাল্লেন না? বটে, বটে, উনি কখন পরপুরুষের মুখ দেখতেন না। তাই আমাদের দেখেন নাট। হয়েচে ভাল। সজ্জের কামিনীটি কে? এ কি গোলকের পুত্র-বধু? (প্রকাণ্ডে) ইনি কে মা?

শিবসুন্দরী। সম্বন্ধে আমার পুত্র-বধু হন। আর এ সকল কথার কাজ নেই। চল ঐ যোগীবরকে দর্শন করে আসি। (সকলের গিরিশঙ্কে আরোহণ এবং যোগীকে প্রণাম)।

যোগী। কে তোমরা? ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

ডাক্তার। প্রভু! দয়া করুন, আমরা বড় দরিদ্র।

যোগী। অমন কথা বলে না। দীন আমি। ভগবানের নাম মাত্র আমার সম্বল। তুমি ধন্য! আমি তোমার প্রণাম করি।

ডাক্তার। করেন কি? (প্রণাম শু পদধূলি গ্রহণ)।

যোগী। তুমি সাক্ষাৎ পূর্বজন্মের দর্শন লাভ করেচ।

ডাক্তার। সে কি ঠাকুর! তবে কি সেট ঋষিরূপীদিগকে লক্ষ্য করচেন?

যোগী। না—না? যে স্থান থেকে সন্দেহ করে এসেচ। জ্ঞান বাবুর কথা কি স্মরণ হয়?

ডাক্তার। আপনি জানলেন কেমন করে?

যোগী। যোগবলে সব জানতে পারি। তুমি যাও, কোথায় ভ্রমণ করে বেড়াবে? কলোঁতাকে? এ দাসকে কত দিনে দয়া করবেন?

ডাক্তার। তবে ত আমি অপরাধী হয়েছি। আমার কি চরণে স্থান দিবেন?

যোগী। ঈশ্বর নিকট অপরাধীহীন কে আছে? জীবের অপরাধ নিলে আর কারোর রক্ষা ছিল না। জীব যখন তাঁকে ছেড়ে

থাকে, তখনই অপরাধ হয় । নিকটে গেলেই নিশ্চল হয়ে যায় । আর একটা কাজ করো । এই ফলটা তাঁকে প্রদান করো । ( প্রদান )

ডাক্তার । মহাশয় ! আপনার রূপায় আজ আমার জ্ঞান হলো । জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস না করে অতি অত্মায় করোচ ।

শিবসুন্দরী । বাবা ! আমরা কি সেই মহাপ্রভুর চরণ লাভ করবো ? আপনার আশীর্বাদ হলে, না হবার হেতু নেই ।

যোগী । মা ! তোমায় আমি কি আশীর্বাদ করবো । আমার তুমি রূপা ক'রে কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদান কর । মা গো ! তুমি কি সামান্য, নরদেহ ধারণ ক'রে সকল বিষ্মত হয়েচ । তুমি মা সাক্ষাৎ ভক্তি ।

শিবসুন্দরী । ছি ! বাবা । আমি অতি হীন, কলঙ্কিনী । আমার মত দুঃখিনী কেউ নাই । আমি কিসে কৃষ্ণ-প্রেম পাবো, তাই ভেবে সারা হলুম । আশীর্বাদ করুন, চরণে স্থান দিন ।

যোগী । মা গো ! তুমি কৃষ্ণ-প্রেম প্রদায়িনী । তুমি কলঙ্কিনী বটে, কৃষ্ণ-প্রেমের কলঙ্কিনী । মা, তোমার পদার্পণে এই তীর্থ পবিত্র হলো । আর আমারও এই তীর্থে থাকা সফল হলো । আজ তোমায় দেখে, আমার কঠোর হৃদয় ভঙ্কিতে আদ্র হলো । সন্ধ্যা হলো—আর এখানে থাকা উচিত নয় । যদি ভগবানের মনে থাকে, তখন না কখন সাক্ষাৎ হবে ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রুদ্দাবনের রাজপথ ।

( শিবসুন্দরীর প্রবেশ । )

শিবসুন্দরী । এখন একাকিনী হয়ে বাচলুম । কি করি—হুসহায় । এমন মৃত্যু কিস্ত দেখিনি, আহা ! হরি নাম উচ্চারণ করতে করতে অমনি প্রাণত্যাগ হয়ে গেল । ও সেই ভাক্তার—আগে জান্লে পরিচয় দিতুম না । কি আশ্চর্য্য পার্শ্ববর্ত্তন ! উকীলটাও নাকি ভারি ধন্যে মন দিয়েচে । আমি' বা শুনেছিলুম, সব ত সত্যি । এমন দুশ্চরিত্র লোকগুলো তাঁর কৃপায় পরিভ্রাণ পেয়ে গেল, আর আমার কি দয়া করবেন না ? কলঙ্কিনীর কি মনসাধ পূর্ণ হবে না ?

( নন্দগোপালের প্রবেশ । )

নন্দগোপাল । পাগলী মা, মা তোমাকে ডাক্চে । ষ্ণ, আজ কিস্ত তেমনি ক'রে গান গাইতে হবে ।

শিবসুন্দরী । তোরা মাঝে বলিস, আর এক সময় আসবো । এখন ঠাকুর দেখা শেষ হয় নি ।

নন্দগোপাল । না, তা হবে না । মা বে তোমায় নিয়ে যেতে ব'লে দিচ্ছে । চল না মা ! তোমার কাপড়ে ও কি বাধা রয়েছে । পেসাদ, দেনা মা আমাকে ?

শিবসুন্দরী । আরে, আমি কি তোরা মা ? তোরা মা ঘরে আছে । এই নে পেসাদ খা । দেখিস পায়ে পড়ে না যেন ।

নন্দগোপাল । তা আমি জানি । পেসাদের হাত মাথায় পুছতে হয়, মা, চল না ।

শিবসুন্দরী । আমি তোঁর মা নই যা । যে মা ঘরে আছে, সেই  
তোঁর মা হয় ।

নন্দগোপাল । না, তুই আমার মা । আমি তোঁর সঙ্গে যাব,  
ঠাকুর দেখবো, আর পেসাদ খাব ।

শিবসুন্দরী । ছি ! অমন ক'রে কি বিরক্ত করতে আছে ।  
তাহলে আর তোদের বাড়ীতে যাব না ।

নন্দগোপাল । যাবিনি, যাবিনি ? তোঁর কাপড় ধরে থাকবো,  
কখন যেতে দেবো না ।

শিবসুন্দরী । আচ্ছা, আবার প্রসাদ দিচ্ছি—সেই গানটা গা  
দেখি ।

নন্দগোপাল । কোনটা না ?

শিবসুন্দরী । “গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে—”

নন্দগোপাল । তুই ও বল ।

( উভয়ের গীত । )

“গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে, কি বুদ্ধি করিব ।

গোরাঙ্গ গুণের নিধি, কোথা গেলে পাব ॥

কে আর করিবে দয়া, পতিত দেখিয়া ।

ব্রহ্মার ছল্লভ নাম, কে দিবে যাচিয়া ॥

গেল যে, গেল যে, গোরা নিতান্ত ছাড়িয়া ।

গোরা বিনে শূন্য দেখি, এ নগর নদীয়া ॥

এত বলি কাঁদে দেবী, ভূমে লুটাইয়া ।

বাসুদেব ঘোষ কহে বুক বিদরিয়া ॥”

( শিবসুন্দরী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান । )

নন্দগোপাল। মা, ওমা, মা, কথা ক'না মা।

( একজন ব্রজবাসিনীর প্রবেশ । )

ব্রজবাসিনী। মাতাজী এমন করে দাড়িয়ে কেন? ওমা, সেই রকম হয়েচেন যে!

নন্দগোপাল। “গোরাগুণে প্রাণ কঁদে” সেই গান গাইতে গাইতে আর কথা কইচেন না।

ব্রজবাসিনী। ( শিবসুন্দরীর প্রতিবৃত্তে ) গৌর, গৌর, গৌর।

শিবসুন্দরী। ( ভাবাবেশে ) কৈ গৌরাজ? এই যে আমার নবগোরা। এই যে আমার নবগোরা। এই যে আমার হৃদয়েশ্বর।

ব্রজবাসিনী। আবার কি হলো! ( পুনর্বাক্য ) গৌর, গৌর, গৌর।

শিবসুন্দরী। কৈ ঠাকুর, তোমার সেই রূপ কোথা গেল? এই যে দেখেছিলুম, আবার কেন অন্তর্দ্বান হলে। এইটি তোমার চিরকলে দোষ। থাক, থাক, অমনি কোথায় লুকিয়ে যাও? অবলাদের সঙ্গে কি অত বকনা ভাল। এ কি? এইরূপ? এ কি—চিরকল্প শরীর! মীনহীন বেশ! কেন, এমন সাধ কেন হলো? ভক্তেরা কি নেবে? নেবে না কেন—তাদের যা দেবে, যা দেখবে, তাই তাদের অমূল্য ধন। গৌর রূপে ঐশ্বর্যের মধ্যে রূপ ছিল, এবার তাও নেই। এমন করে কি জীব শিক্ষা দিতে হয়? জীব এমন করে অভিমান ধর করবে? আমি কি করবো? ভক্তি—ছি! ছি! ছি! অমন কথা মুখে এনো না। তোমার কাজ তুমি করগে। আমি তোমার নাম ক'রে, গুণগান ক'রে, বেড়িয়ে বেড়াব। তাই তুমি যাও? তা'হলেই জীব ভক্তি শিক্ষা করবে? কে তোমার সঙ্গে পারবে? আমি যা

বলুনো, তাতেই তোমার কাজ হবে! ইয় হো'ক—আমার তাতে ক'ত কি? তোমার নাম ক'রে আপনি কৃতার্থ হবো—তাই শুনে অন্যের যদি উপকার হয়, আমার তাতে আপত্তি কি? আমি ত শিক্ষা দোবো বলে যাবনা—তাতে আমার অভিমত কি হবে—

ব্রজবালিনী। ( স্রুতিমূলে ) গৌর, গৌর, গৌর ।

শিবসুন্দরী। এত পাষণ্ড দলন! নর—না, এরা যে তোমার ভক্ত । তোমারই লীলার পুষ্টি, লীলার সৌন্দর্য্য, জীবের শিক্ষার ক্ষেত্রে তুমিই করেচ। তোমার মহিমা কে বুঝবে? বৈকুণ্ঠের পারিষদ পুরা । নানা স্থানে এদের সংস্থাপন করে, একে একে নিকটে আনচো। কোথায় কেউ শৈশবকালে অতি পাষণ্ডের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও হরি' নাম করচে। কোথাও কেউ পূর্ণ প্রলোভনে থেকে, পূর্ণ বৈরাগ্যে রূপে অবস্থিতি করচে। কোথাও কাউকে অবিজ্ঞা খেলার নিমগ্ন রেখে, তুমি স্বয়ং তার নিকট গমন ক'রে, পতিতপাবন নামের পরিচয় দিচ্চ। কাউকে ঘোর মায়াবাদী, কাউকে ঘোর বিচারী, কাউকে শাক্ত, কাউকে বৈষ্ণব, কাউকে ব্রহ্মজ্ঞানী, কাউকে মুসলমান, কাউকে খৃষ্টান, কাউকে কর্তাভজ্ঞা, কাউকে বাউল, ইত্যাদি নানা শ্রেণী তুলু ক'রে, অনন্ত ভাবের খেলা করচো। তুমি নিজে সংসারে প্রবেশ করেও সমুদ্র পরিত্যাগ করে নির্গিষ্ঠ ভাবের পরিচয় দিচ্চ। জীব এমন করে শিখবে! স্ত্রী পুরুষ দাম্পত্য হ'বে আবদ্ধ হয়েও পশুক্রিয়া বিধিজ্ঞিত থাকবে। তাই স্ত্রীকে মাতৃ ভাবে রেখেচ! মটে, বটে, তুমোগুণী কামিনীস্পৃহ জীবেরা তা নইলে-বর্ষে মন নিবেশ করবে না। তাদের কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করা দুঃসাধ্য। বৈরাগ্যের কথা শুনেলেই ভয়ানক হবে! ( হাঙে ) কত কোণগই জান? রজ্যোগুণী লোকেয়া ব্রজ: ভাব না দেখলে তোমার কথা শুনেবে না—তাই কিঞ্চিৎ ব্রজ: তাই

রেখেচ। সাস্ত্রিক লোকের স্তম্ভ বুদ্ধি, স্থূল দৃষ্টি পরিত্যাগ ক'রে অলৌ-  
কিক বৈরাগ্য ভাব দেখবে—বেশ ঠাকুর বেশ, আমার শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে  
চল। কেমন লীলা করচো, দেখে আসি। ° আবার ও কি ? হরি নামে  
নৃত্য—আমরি, কি অদ্ভুত নৃত্য ! কি মহাভাবের সৌন্দর্য্য ! আহা, দুই  
চক্ষে ঘেন গঙ্গা বমুনা বয়ে যাচ্ছে। এত প্রেমধারা ? জীব দেখে—  
অনন্ত হরিপ্রেমে এমনি করে বিহ্বল হ'তে হয় !

ব্রজবাসিনী। এ কি ! চারিদিক আলোকিত হ'লো কেমন  
করে ! ওমা, মাতাজীর গা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে যে—ওরে নন্দ-  
গোপাল, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

( দ্বিতীয় ব্রজবাসিনীর প্রবেশ । )

ওলো, দেখে দেখে মাতাজীর গা দিয়ে কত আলো বেরুচ্ছে।

দ্বি-ব্রজবাসিনী। ওমা, তাইত গো। এ যে জ্যোতিঃ—আমি কাল  
রাত্রে ঠিক এই রকম স্বপ্ন দেখেছি। ( চরণে পতিত হইয়া ) রূপাময়ি !  
রূপা কর। অনাথা আশ্রয়হীনার আর কেউ নেই মা। মা, কত  
অপরাধ করেছি, কত অত্যাচার বলেছি। কত অসঙ্গত কল্পনা করেছি।  
মা, আমার ক্ষমা কর। জীব আমরা, কেমন করে দেবলীলা বুঝবো ?  
কেমন করে দেবতার লীলা জানবো ? না বোঝালে কেমন করে  
বুঝবো ? না দেখালে কেমন করে দেখবো !

শিবসুন্দরী। আর, আর, প্রভুর দাসী সব আয়। আর বিলম্ব  
নেই, প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখে যা, প্রভুর সুহবাস স্তম্ভ সন্তোষ কর। লীলা-  
রস পান করে জীব দেহ সার্থক কর।

১ম ব্রজবাসিনী। ( চরণে পতিত হইয়া ) মা, এতক্ষণে বুঝলুম, আপনি  
কে। তুমি সাক্ষাৎ দেবতা। নারীর শিক্ষার জন্তে নারীরূপে দেশে

দেশে ভ্রমণ কর। মা গো! অপরাধিনীর অপরাধ গ্রহণ করো না।  
তুমি না রক্ষা করলে আর আমাদের গতি নেই। তুমি চরণে স্থান  
না দিলে আর ত আমাদের যাবার স্থান নাই। মা! অভয় দান কর,  
অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হও। স্ত্রীজাতি, জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই,  
বুদ্ধি নাই, দর্শন নাই, কি জানি, কি বুঝি, কি বলে তোমার স্তব করবো,  
কি মন্ত্বে, তোমার বন্দনা করবো? মা অগতির গতি, সহায় হও, রক্ষা  
কর, চরণে স্থান দাও।

( গৃহের দ্বারোদঘাটন পূর্বক, কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ । )

কৃষ্ণপ্রিয়া। আমি কি যাব না? আমার মা সঙ্গে নেবে না?  
( চরণে পতিত হইয়া ) চরণে আশ্রয় নিলুম; দেখ মা, চরণ ছাড়া ক'রো  
না। মা গো! অগ্রে আমি ত বুঝতে পারি নাই, তা'হলে কি এত দিন  
চরণ ছেড়ে কুপে নিমগ্ন থাকতুম? কেন মা এ বঞ্চনা? কেন মা  
এ কৌশল? পাগিনী বলে—গৃহবাসিনী বলে—কেন সংসার মোহে  
নিমগ্ন করে রেখেচ? কেন জ্ঞান চক্ষু খুলে দ্যাও নি। এখন সঙ্গে  
নাও। আর কুল মানের ভয় রাখি না, আর পতি পুত্র চাইনা, আর  
লজ্জা ভয়ে ভীতা নই।

• নন্দগোপাল। মা, কাঁদিস কেন? আমার কোলে নে মা? মা,  
রাস্তায় এসেচিস, বাবা দেখলে তোকে বোকবে।

কৃষ্ণপ্রিয়া। বল হরিবোল, তবে কোলে নোবো।

নন্দগোপাল। হরিবোল—মা আবার বল। • •

২য় ব্রজবাসিনী। মার চক্ষে নিমিষ নাই—খাস রুদ্ধ।

১ম ব্রজবাসিনী। নিষেধ পড়চে না! তবে কি হবে?

২য় ব্রজবাসিনী। ভয় নেই। এমন আর একদিন হয়েছিল। এস,  
আমরা শুকে বেঁটন ক'রে হরি নাম করি।



(সকলে মিলিয়া করতালি দিয়া গীত ।)

হরিবোল হরিবোল বল হরিবোল ।

তোলরে তোল প্রেমে গ'লে হরিনামের রোল ॥

প্রেমের বৃন্দাবন, তরু লতা শাখী পাখী হরিময় জীবন—

বল বদন ভ'রে হরি হরি, প্রেমের হরি দেবে কোল ॥

( শিবসুন্দরীর সংজ্ঞা লাভ । )

( হরমোহনের প্রবেশ )

হরমোহন । কি সর্বনাশ ! কুলের কুলবধু হয়ে রাজপথে—কর-  
তালি দিয়ে নৃত্য ! কল্লি কি ? মান সম্বন্ধ সকল নষ্ট কল্লি ? ( ব্রজ-  
বাসিনীদের প্রতি ) তোদের একটু লজ্জা নেই ? হলেই বা বিধবা,  
তাই বলে কি স্ত্রীলোকের ধর্মটা রক্ষা করতে নেই ? ( স্ত্রীরা প্রতি )  
তোরা এ কি বুদ্ধি ? তোকে চক্রে লুপ্ত কখন দেখতে পায় না, তোরা  
বাক্য গৃহের প্রাচীর শ্রবণ করে নি, তুই আমার সিংহ তুল্য জ্ঞান  
করতিসু, আজ কি না ভিখারিণীর সঙ্গে ভিখারিণীর মত রাজপথে ?  
তোকে এখনি এর শাস্তি প্রদান করবো । রাস্তায় হরিবোল দিয়ে  
নৃত্য ? ভদ্রলোকের মেয়ে, আমার মত মাতামান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী,  
কল্লি কি ? হলি কি ? আমি কেমন করে দশজনের কাছে দাঁড়াবো ?  
তুই গৃহের দার রক্ষা ক'রে কেন দশটা উপপাত্তি কল্লি নি—বোক ত  
কেউ জানতো না । হরি ব'লে রাস্তায় ? চল—শীঘ্র বাটীর ভিতর ।  
নইলে এখনি পদাঘাতে তোরা মৃত্যুকূর্ণ করবো । ( পদোত্তলন পূর্বক  
অগ্রসর ) ।

নন্দগোপাল । বাবা গো, মাকে মাঝে গো—( পদ ধারণ ) ।

শিবসুন্দরী । কেন কটু কথা বলচো ? হরিনাম করেচে, তাতে দোষ কি ? এ সময় ত রাস্তায় কেউ নাই । ছি ! জীকে অমন কথা বলতে আছে ?

হরমোহন । তুই মাগী এর মূল । তুই কোথা থেকে পুরান খানকী, বৃন্দাবনে ঢং করে, ভদ্র লোকের সৰ্বনাশ করতে এসেচিস্ । আমার তখনি সকলে বলেছিল যে কল্কেতার সোনাগাছী, মেছোবাজার ভাল, ত বৃন্দাবন কাশীর মত অমন কুৎসিত স্থান আর নেই । যত বুদ্ধবশী তপস্বিনী স্নেহে আছে । এ যে আমারি ভাগ্যে ফলে গেল !

শিবসুন্দরী । কেন তিরস্কার করচো ? কেন পাগলের মত বক্চো ? বৃন্দাবনে বাস ক'রে হরিনামের বিরুদ্ধাচারী ? সাবধান হও । তুমি মহাভক্তিমতির পতি, তাই এখন অপরাধী হও নি । পুনরায় ওরূপ কথা উচ্চারণ করলে, আমি তোমায় বৃন্দাবন থেকে দূর করে দোবো । বৃন্দাবনে হরি নামের বিরোধী ?

হরমোহন । আমি কি হরিনামের দোষ দিচ্ছি । তুমি তাই ব'লে আমার জীকে রাস্তা ঘাটে হরিবোল, ব'লে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে । এই যে আমার বাড়ীতে তুমি কত দিন গান করেচ, আমি কি তোমায় কিছু বলেচি ? রাস্তায় অন্তরের মত নৃত্য না করলে কি হরিনামের ফল হয় না ?

শিবসুন্দরী । কিসে ফল আর কিসে বিকল, তুমি তার কি জানবে ? অন্ধ কি প্রকৃতির শোভা সুন্দরশন ক'রে, তৃপ্তিলাভ করতে পারে ?

হরমোহন । শাই হোক, তোমার অমন করে মেয়ে ভুলিয়ে আনা ভাল হয় নি । অমন করলে কি ভদ্রলোকের বুটীতে প্রবেশ করতে পারবে । ( জীর প্রতি ) শীঘ্র বাটার ভিতর যা ।

কৃষ্ণপ্রিয়া । আমি যাব না, মাতাজীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনী হবো ।

হরমোহন । কি ? কি ? এত বড় স্পর্ধা ! এতদূর যোগ্যতা ! আমার জী হয়ে আমার অবজ্ঞা ? এই কি তোর সতীত্ব ? এই কি তোর গুরুভক্তি ? এই কি তোর শিক্ষা ? রে ব্যভিচারিণি, রে নারকি, এখনি তোর কেশাকর্ষণ করে পদাঘাতে যমালয়ে পাঠাবো ।

নন্দগোপাল । বাবা, বাবা, তোমার পাণ্ডুর পড়ি, মাকে মেরনা, মা আমার হরিনাম শেখাবে ।

কৃষ্ণপ্রিয়া । আর আমি তোমার নয়—এখন আমি বুঝেছি । এখন তোমার মোহান্ধকার বিদূরিত হবে, তখন তুমিও বুঝতে পারবে । আমার তিরস্কারই কর, আর প্রহারই কর, তাতে আমার মন বিচলিত হবে না । তোমার সঙ্গে আমার জড় সম্বন্ধ, আত্মার সম্বন্ধ নাই । কোথায় ছিলাম, কোথায় জন্মালুম, কোথায় বাল্যকালে কাটালুম, কার সঙ্গে এত দিন বাস করলুম, এখন আবার কার সঙ্গে চলুম, পরে কোথায় যাব, কিছুই জানি না । মা, চল ।

হরমোহন । হিন্দু বিধিমতে তুই আমার অধিনী । আমি বিধিমতে তোকে অবরুদ্ধ করবো ।

কৃষ্ণপ্রিয়া । কে অধীন, কে স্বাধীন, পতি ! চিন্তা করে দেখ । জড় বিধির অধীন জড়দেহ । রাখ তোমার জড় দেহ, তাতে ক্ষতি নাই । মনে কর, এখনি যদি আমার মৃত্যু হয়, তুমি কাকে জী ব'লে গ্রহণ ক'রবে ? তুমি কি জড় দেহ রক্ষা ক'রবে, না অগ্নি দাহনে তন্নীভূত ক'রে জী বিয়োগ স্বীকার ক'রবে । মনে কর, যে আত্মা তোমার জী হয়েছিলুম, সে আমি ত এখন নেই—তবে এ জড়দেহ নিয়ে কি ক'রবে ? তাই বলি আমার ছেড়ে দাও । বাধা দিওনা । তোমার অন্তিম চিন্তা কর । মনে কর কে তুমি, কার সন্তান, এখন বা কি, হবেই বা কি ?

চেয়ে দেখ চতুর্দিকে, জীব হচ্ছে, রয়েছে, আবার কোথায় যাচ্ছে । এমন আশ্চর্য ঘটনা, দেখেও কি দেখ না । কখন যেতে হবে, তার কি কিছু স্তির আছে ? তবে আপনাদের আশ্রয় স্থাপন ক'রে কেন দুঃখভাগী হও । আমি তোমার ব্যভিচারী পত্নী ছিলাম না, এখনও নই । হরি প্রেমে অঙ্গ ঢেলেচি । হরি আমার প্রাণপতি, হরি আমার হৃদয়েশ্বর, বল হরিনাম, গাও হরিনাম, মাত হরিনামে ।

নন্দগোপাল । বাবা, বাবা, হরিবোল বল । মা, মা, আবার বল হরিবোল । ( করতালি দিয়া ) হরি হরি বোল, বল ভাই, ~~হরি~~ হরি বোল ।

হরমোহন । একি পাগলিনী হলো, ছেলেটাকে হরি বলে নাচে, এ হলো কি ? হ্যাগা মাতাজী ! তুমি কি মন্ত্র দিয়ে আমার গৃহশৃঙ্খল করে দিলে ? হায়রে, আর আমি কি করে গৃহে ফিরে যাবো, কি নিয়ে মন বেঁধে রাখবো । এত ঐশ্বর্য, এত অলঙ্কার, সব কি করবো ? আচ্ছা, যদিই ভূমি যাবে, তোমার অলঙ্কার গুলি কি হবে ?

কৃষ্ণপ্রিয়া । ছার, ছার, ছার, হরি যার পতি, হরি যার ধন, হরি যার ঐশ্বর্য, হরি যার ভূষণ, হরি যার বসন, তার কি আর জড় ভূষণ—ভূষণ, না জড় বসন—বসন ? পতি, ডাক' হরি বলে, কাদ হরি বলে, লুটাও হরি বলে, জড় বুদ্ধি এখনি দূর হবে । পতি, ভেবে দেখ তুমি কি ছিলে, কিছ কি জান ? কি ছিল—কিছু স্মরণ হয় ? যদি এখনি যেতে হয়, কিছ কি নিয়ে যাবে ? এই দেহ—যাক জন্তে এত আড়ম্বর, সেও কি তোমার সঙ্গে যাবে ? কখন না । তবে কেন জড় পদার্থে মন আবদ্ধ করে রেখেচ ? এখন কি বুঝতে পারলে না—যার সম্বন্ধ আমি, সেও কারোর নয় ; যার সম্বন্ধ তুমি, সেও কারোর নয় । যদি আমাদের কারু জীবন এখনি বহির্গত হয়ে যায়, এই ছই দেহ কোথায়

থাকবে, আমরা কি স্থির করতে পারবো ? তাই বলি—পতি, অনিত্য জড়ের জন্ত বিমুগ্ধ কেন ? হরিনাম সার, ভব ঘোরের এক মাত্র ঔষধি। হরিনাম ভব জলধির একমাত্র উপায়। কর নাম অবলম্বন, এখনি জ্ঞানালোক প্রকাশিত হবে।

হরমোহন। একথা তোমায় কে শেখালে ? তুমি ত কখন পুস্তক পাঠ করেনি ; মাতাজী শিক্ষা দিয়েচেন ?

শিবসুন্দরী। এ কি শিক্ষার ফল, শিক্ষায় কি তত্ত্ব কথা পাওয়া যায় ? শিক্ষায় কি হরিপ্রেম হয় ? যখন হরি ব'লে প্রাণ কাঁদে, কণার কথা নয়—তখন হৃদয়বিহারী হৃদয়েশ্বর, আপনি হৃদয়ে উপস্থিত হয়ে আপনার কথা বলে থাকেন। তাঁর কথা কি মানুষ জানে ?

হরমোহন। নন্দগোপাল, তুমি কি বাড়ী বাবে ?

নন্দগোপাল। না বাবা, আমি যাব না। মার সঙ্গে ঠাকুর দেখবো। পাগলী মার কাছে গান শুনবো—আর পেসাদ খাব।

হরমোহন। তোকে কে হরিনাম শেখালে রে—

নন্দগোপাল। কেন—পাগলী মা।

হরমোহন। মাতাজী, এই ত বালকের মুখে প্রমাণ হলো। তুমিই আমার সর্বনাশের মূল। স্ত্রী পুত্র দুই নষ্ট করেচ। এই কি তোমার ধর্ম ! এমনি করে কি কুল মজাতে হয় ? আমার তৈয়ারি সংসার, এমন লক্ষ্মীরূপা জী, এই গণেশের মত পুত্র, সকলকে পাগল করে দিলে ? এই অজ্ঞান বাগক, এখন বর্ণ পরিচয় হয় নি, কাকে ক, খ, বলে—তাই বুঝে না ; তার কি হরি জ্ঞান সম্ভব ! কত যোগী, ঋষি, দণ্ডী, পরমহংস, যার দর্শনের জন্ত জালায়িত, কাকে শাস্ত্রে বাক্য মনের অতীত ব'লে নিরূপিত করেচেন, সেই হরিপ্রেম কি মুখের কথা ! ল্যাধনে বা না হয়, ভজনে বা না পাওয়া যায়, বিনা আরাধনে কি তাঁর

প্রেম লাভ হতে পারে ? হরিপ্রেম কি এত সুলভ ? এত হাটে ঘাটে ছড়াছড়ি—যে স্ত্রী বালক পর্যন্ত প্রেমে বিহ্বল । তুমি সত্য কথা বল । আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি, তুমি যত অর্থ চাও, আমি দিতে প্রস্তুত আছি, কিছু ঔষধ ত খাওয়াওনি ? সত্য বল, মান রাখ, প্রাণদান দাও । আমার, আমার বলতে আর কেউ নি । মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, ঐ স্ত্রী আমার একমাত্র এই ভব সংসারের আশ্রয় । আর এই বালক আমার একমাত্র কুলপ্রদীপ । আশ্রয় ভেঙ্গে দিও না । যেমন তরীর হাল-রজ্জু তরঙ্গিনীর তরঙ্গে একমাত্র অবলম্বন, ~~মহাদি~~ কেউ সেই সংযোগ রজ্জু ছিন্ন করে দেয়, তাহলে সেই তরীর জলমগ্ন ভিন্ন গতি নেই, আমাগও তদবস্থা হবে । মেথানে বাই, বেথানে থাকি, মন আমার ঐ স্থানে বাঁধা থাকে । পুনরায় প্রত্যাগমন করি । এখন আমার আর কে গৃহে আকর্ষণ করবে ? আমার কি সর্বনাশ হলো, এত সাধের প্রেমের হাট আজ ভেঙ্গে গেল । নন্দগোপাল আমার অন্ধকার গৃহের প্রদীপ, আমার কুলগৌরব । ভেবেছিলুম নন্দ হ'তে কুল উজ্জ্বল হবে—সে আশাও ফুরাল । মাতাজি, আমরা ত তীর্থে বাস করেছি, এতে কি পুণ্য হয় না ? , এতে কি হরিপ্রেম হবে না ?

শিবসুন্দরী । কেন আমার বার বার দোবারোপ করচো ? কে কাকে হরিপ্রেম দিতে পারে ? যার ধন, তিনি যাকে প্রসন্ন হ'রে প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী লাভ করে থাকে । আমি কাউকে ডাকি নি, কখন কিছু বলিও নি, বলককে কোন শিক্ষাই দিই নি । আগুনি কান্দানিনী, হরিপ্রেম ভিখারিনী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াই । যদি কিছু হয়ে থাকে, হরির ইচ্ছায় । তাঁর ইচ্ছায় বা হয়, তাই সত্য । মহুষ্যের ইচ্ছা ত তাঁর ইচ্ছা নুহ । আমি হরিভক্তের দাসী । যে হরি বলে, আমি তার চরণ সেবা করবো, এই আমার ব্রত ।

তোমার স্ত্রী পুত্র হরি বলে, তাই ওদের দাসী হয়েচি। আর তোমায় কি বলবো, হরির চরণে এই ভিক্ষা করি যেন তোমার হরি-ভক্তি হয়।

কৃষ্ণপ্রিয়া। পতি! যখন বা বলেচি, দ্বিকৃষ্ণি ব্যতীত তখনই তহি করেচ। এখন আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করবে?

হরমোহন। বল, কি করতে হবে?

কৃষ্ণপ্রিয়া। তুমি মার অনুরোধ লাভ করেচ, ওর আশীর্বাদ অব্যর্থ। চরণে পতিত হও—এখনি হরিপ্রেমে ভেসে যাবে।

শিবসুন্দরী। আমার নয়, তোমার স্ত্রীর নিকট অপরাধী। ও যদি প্রসন্ন হয়, তবে তোমার গতি মুক্তি হবে।

হরমোহন। (স্ত্রীর প্রতি) অপরাধ ক্ষমা কর।

কৃষ্ণপ্রিয়া। হরি বলে কাঁদ।

(সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি।)

নন্দগোপাল। বাবা হরি বলেচে, বাবা হরি বলেচে।

১ম ব্রজবাসিনী। হরির কি বিচিত্র লীলা! কথায় কথায় পাষণ্ড দলন—নামের এত শক্তি!

কৃষ্ণপ্রিয়া। মা চল, আজ সকলে মিলে প্রাণভরে হরিনাম করবো, আর ভক্ত সেবা করবো।

[সকলের প্রস্থান।









